— বিপ্লবী —

"রঙমহলে" প্রথম অভিনীত

(সন ১৩৫৫, ২৪শে আষাঢ়)

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান :—

ভারত বুক এজেন্সী

২০৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

মূল্য—দুই টাকা

চরিত্র লিপি।

— পুরুষ —

রায় বাহাদুর	...	অতীন্দ্র চৌধুরী
শঙ্করজী	...	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
কালাচাঁদ	...	সন্তোষ সিংহ
মিঃ দে	..	রবি রায়
সুকুমার	...	ভুপেন চক্রবর্ত্তী
মিঃ সেন	...	তারা ভট্টাচার্য্য
রত্না সিং	...	বিজয় কার্ত্তিক দাস
কাশিম	...	জীবন গোস্বামী
মহাবীর	..	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
জামাল	...	কার্ত্তিক সরকার
চন্দ্রনাথ	...	নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য
হরনাম সিং	...	উমা দাস
মিঃ ঘোষ (পুলিশ ইনেঃ)		কমল দত্ত
রাম সিং	...	অজিত মুখোপাধ্যায়
পুলিশগণ	...	হরেকৃষ্ণ সেন মণীন্দ্র ঘোষ
বেয়ারা	...	রঘুনাথ লাহিড়ী

— স্ত্রী —

চন্দ্রা	...	রাণীবালা
আরতি...	...	বন্দনা দেবী

উৎসর্গ

অন্যায়ের প্রতি যিনি ছিলেন "বজ্রাদপি কঠোরাণি", কিন্তু অন্তরে ছিলেন "মৃদুনি কুসুমাদপি"; দুর্ব্বল ও উৎপীড়িতের পরমাত্মীয়; যে হৃদয়বস্তু দিয়ে মানুষকে ভালবেসেছিলেন, স্বার্থপর পৃথিবীর চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েও জীবনের শেষদিনটি পর্য্যন্ত সে-ভালবাসা ও বিশ্বাস যাঁর অটুট দেখেছি; অভাবের মাঝখানেও যাঁর দাক্ষিণ্য গ্রহীতার মনে সঙ্কোচ এনে দিত; জীবনকে যে চোখে দেখেছিলেন, তাঁর সেই বলিষ্ঠ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথাকথিত আধুনিকদের মধ্যেও যা' বিরল; সাহিত্যের প্রতি যাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত গভীর অনুরাগ আশৈশব আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, লেখনীর মুখে এনে দিয়েছে গতিবেগ—সেই ক্ষমাশীল, দানবীর ও মহাপ্রাণ আমার লোকান্তরিত পিতৃদেব—

— ৺প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের —

(জন্ম—১৩ই জুন, ১৮৭৫ — মৃত্যু—২২শে জুন, ১৯৪৫)

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার এই সামান্য রচনাখানি অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিলাম।

রাঁচী।
৮ই জুলাই, ১৯৪৮।

শ্রীকৃষ্ণ।

সংগঠনকারীগণ।

—*—

স্মারক—কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যন্ত্রী সঙ্ঘ :—

হারমোনিয়ম—হরিদাস মুখো: সঙ্গত—পূর্ণচন্দ্র দাস

পিয়ানো—সুধীর দাস ক্লারিওনেট—শরদিন্দু ঘোষ

বেহালা—বিজয়কৃষ্ণ দে ট্রাম্পেট—বৃন্দাবন দে

বাঁশী—বংশীধর রায় চেলো—কমল শেঠ

রূপসজ্জায়—নৃপেন রায়, সুবোধ মুখো:, কালিপদ দাস ও সেখ বেচু।

আলোক সজ্জায়—শ্যামাপদ কর, জলধর নান, নলিনী মুখোপাধ্যায় ও সুকুমার দাস।

মঞ্চ মায়াকর—কেশবচন্দ্র ঘোষ, ভূষণ সামন্ত, কানাইলাল সামন্ত, গৌরীরাম, বাদল দাস, অমূল্য দাস ও মণীন্দ্র দাস।

মঞ্চ ও দৃশ্য—মণীন্দ্রনাথ দাস।

মাইক্রোফোন—মধুসূদন আঢ্য।

মঞ্চাধ্যক্ষ—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ব্যবস্থাপনা—সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

বিপ্লবীর একটি ছোট ইতিহাস আছে।

বিপ্লবীর রচনাকাল ১৯৪০ সালের ৫ই হইতে ১১ই অক্টোবর। তখন ইহার নাম ছিল প্রকৃতির প্রতিশোধ। বিগত ইংরাজ-রাজত্বের সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে যে গোপন অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এই নাটকটি প্রথম রচনা করা হইয়াছিল। তখনকার দিনে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া নাটকের মঞ্চস্থ হইবার কোনও আশা ছিল না, তাই রচনার সময় ইহাকে মঞ্চস্থ করিবার কোনও কল্পনা ছিল না।

আজ প্রথমেই মনে পড়ে এই নাটক রচনার মূলে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কথা। আমার পরলোকগত মেজদা শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আমার পরলোকগতা মেজবৌদি শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর উৎসাহ ও প্রেরণাই ছিল আমার নাটক লেখার মূল কথা। তাঁহারা চলিয়া গেছেন, আমারও আর লেখার সে উৎসাহ নাই। এ ক্ষতি আজও আমি স্বীকার করিয়া উঠিতে পারি নাই। নীলরত্ন নাট্যসঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্য যথা, শ্রীময়ূখভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনসূয়া দেবী ও শ্রীপরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের ঋণ আমি জীবনে ভুলিব না। এঁদের একান্ত অনুরোধে নাটকটির পাণ্ডুলিপি আমি ১৯৪০ সালে রঙমহল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দি।

ইহার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জটিলতার উদ্ভব হয়। ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থতায় পর্য্যবেসিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয়। ধীরে ধীরে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস আসে, বিপ্লব সুরু হয়। আমার নাটক লেখার কাজও যায়

ফুরাইয়া বৃহৎ কর্ম্মের ডাকে আমাকে বহির হইয়া পড়িতে হয়। আমার বহু নাটকের পাণ্ডুলিপি পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে জ্বালাইয়া ফেলা হয়। ভাবিয়াছিলাম এখানেই আমার নাট্যকার জীবনের পরিসমাপ্তি হইল।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। এই বৎসর মে মাসে হটাৎ খবর আসে রঙ্‌মহল কর্ত্তৃপক্ষ আমার নাটকটি মঞ্চস্থ করিতে ইচ্ছুক এবং আমার ডাক পড়ে কলিকাতায় নাটকটীকে আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া দিবার জন্য। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সিংহের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবার মত ভাষা নাই। এই সুদীর্ঘ আটবৎসরের মধ্যেও কি করিয়া তিনি মূল পাণ্ডুলিপিকে রক্ষা করিয়া অসিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আজও আমি আশ্চর্য্য হই। নাটকটিকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিবার জন্য আলোচনার সময় বর্ত্তমান বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, তাঁহার মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া শুধু যে এই নাটকটিকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে সহায়তা করিয়াছেন তাহা নহে, নাটক রচনা সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও দৃষ্টী ভঙ্গীকে বহুদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরঋণী। রঙ্‌মহলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার জন্য আমার নিকট তিনি ধন্যবাদভাজন। রঙ্‌মহল কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ইহার নূতন নামকরণ হয় বিপ্লবী।

বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ কথা-চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য ধীরে ধীরে আপনার বৈশিষ্ট হারাইতেছে। অভিনয়ের সময়কে বিশেষ করিয়া সংক্ষেপ করিয়া আনা, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। মূল নাটকটি ছিল তিন অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাকে দুই অঙ্কে

সমাপ্ত করা হইয়াছে। "রঙ্‌মহলে" অভিনীত হইতে ইহার সময় লাগে মাত্র আড়াই ঘণ্টা।

এমেচার থিয়েটারের উপযোগী করিবার জন্য ইহাকে কিছু পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করা হইতেছে। সাধারণতঃ যে সব সংলাপকে সময়ের দিকে নজর রাখিয়া সংক্ষেপে করা হইয়াছিল, সেই সব সংলাপগুলি কিছু বাড়ান হইয়াছে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় অঙ্কে একটি নূতন দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা "রঙ্‌মহলে" বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই দৃশ্যটি জুড়িয়া দিবার কারণ এই যে রায় বাহাদুর ও কালাচাঁদ চরিত্রের একটি দিকের বিশেষ অভাব একেবারেই বাদ পড়িয়া যাইতেছিল। সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত সংলাপ বা দৃশ্য পাঠকদের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

নাটকটির রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক। চরিত্র সৃষ্টির জন্য যে সব ঘটনা বা কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিছক কল্পনা ব্যতীত বাস্তবের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। কোন সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে কটাক্ষ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য নয়। কোন বিশেষ মতবাদের প্রচারের প্রয়োজনেও এই নাটক রচিত হয় নাই। সুতরাং নাটকটিকে ওই দিক দিয়া বিচার করিলে, নাটকটির প্রতি অবিচার করা হইবে। নাটকের সাফল্য কোনও মতামত প্রচার করায় নয়, তাহার সার্থকতা নাটকীয়তায়।

পরিশেষে নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে দু'একজন সমালোচক যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে, ভূমিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। "যুগান্তর" পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"·····পরিশেষে নাট্যকারকে একটি প্রশ্ন আছে। পিতা-পুত্রের পরিচয়েই এতবড় বিপ্লবী-পরিকল্পনার পথ রুদ্ধ হইল কেন? বিপ্লবের পথ চিরকালই সুদূর-প্রসারী এই রকম একটা ইঙ্গিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে সেই সন্ধানই দিয়াছেন।"

"যুগান্তর" পত্রিকার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই, নাটকটি সম্পূর্ণ পড়িলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। বিপ্লবী-নেতা শঙ্করজী বিপ্লবের শুধু স্বপ্নই দেখেন না তিনি একজন কর্ম্মী। তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত আলোচনার মধ্যে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষব্যাপী এক বিরাট পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন সেই নেতাকে বিপ্লবের পথ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। সহকর্ম্মিনী চন্দ্রাকে তাই তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বিপ্লব থামিয়া যাইবে না। নূতন নেতৃত্ব বরণ করিয়া বিপ্লব অপ্রতিহতভাবে চলিবে। যতদিন শঙ্করজী বিপ্লবের কাজ করিয়াছেন ততদিনই শুধু বিপ্লবী থাকিবেন—প্রয়োজন ফুরাইলে শঙ্করজীর স্থলে নূতন নেতা আসিবে। তাই মানুষ শঙ্করকে লইয়া নাটকের পরিসমাপ্তি হইলেও বিপ্লব যে থামিয়া গেল ইহা ভাবিয়া লইবার কোনও কারণ নাই।

যাঁহারা 'বিপ্লবী'র এমেচার অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার এইটুকু অনুরোধ তাঁহারা যেন আমাকে একটি সংবাদ দেন।

৬৫নং সার্কুলার রোড,
লালপুর,
রাঁচী।

শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

— বিপ্লবী —

——*——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিঃ দে'র অফিস ঘর। পিছনের দেওয়ালের মাঝখানে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা, তাহার দুই পার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরুর আলোক চিত্র। মিঃ দে টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া কয়েকটি কাগজ পত্র ও ফাইল লইয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে নোট করিতেছিলেন চিন্তান্বিতভাবে। হঠাৎ ফোন বাজিয়া উঠিলে মিঃ দে ফোনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন)

মিঃ দে। (ফোন ধরিয়া) Hallo ! Yes—I.B. yes ! De speaking ! Oh ! Head-quarter ! Ghosh ? ব্যাপার কি ? Advance Bank Robbery Case ? হ্যাঁ, Sen Investigate ক'রছে—আচ্ছা আচ্ছা দেখছি (calling bell টিপিলেন, বেয়ারার প্রবেশ) সেন্ সাব্ ! (বেয়ারার প্রস্থান) Hallo ! হ্যাঁ দেখ্‌ছি ! আমার মনে হয় খুব বেশী দূর এগোয়নি তবে,—(সেনের প্রবেশ) সেন ! Advance Bank Robberyর fileটা ; (সেনের প্রস্থান)—বড় জরুরী বুঝি ? এ্যাঁ ! আবার Bank Robbery ! আজ আধ ঘণ্টা আগে ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—Oh, I see, strange—(সেনের প্রবেশ)

—আচ্ছা Ghosh ! fileটা দেখে noteটা আমি Head-quarterএ পাঠিয়ে দিচ্ছি !

(মিঃ দে রিসিভার রাখিয়া দিলেন)

মিঃ সেন। কি ব্যাপার স্তার ?

মিঃ দে। আর ব্যাপার ! আবার Bank লুঠ ! দু'—দু'টো খুন ! দিনের বেলায় হাজার হাজার লোকের মাঝখানে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এরকম ডাকাতি, খুন, দিনের পর দিন যেন বেড়েই চ'লেছে ! এরকম নিঃশব্দ অভিযান তো আগের বারও ছিল না। এ যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ভারত-বর্ষের বুকের মাঝখানে আত্মগোপন ক'রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। (কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত ভাবে থাকিয়া) তাইতো সেন ব্যাপারটা আগাগোড়া যেন কেমন অদ্ভুত, আর আশ্চর্য্যজনক। কিছুই কূলকিনারা পাচ্ছি না।

মিঃ সেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমারও অবস্থা তাই। যেন বড্ড strange ব্যাপারটা। এর মধ্যে যে একটা বিরাট রহস্ত র'য়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা যে কি—

মিঃ দে। (দুই হাতে কপাল টিপিয়া) হুম্ ! কিন্তু সেই রহস্তে অভিভূত হ'য়ে ব'সে থাকলে তো চ'লবে না ! এর একটা উপায় করতেই হবে। (এক মুহূর্ত্ত ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া) আমার কি মনে হয় জান সেন ?

মিঃ সেন। কী স্তার ?

মিঃ দে। আমার মনে হয় এ সেই টেররিজম্ ! হ্যাঁ—Political টেররিজম্ ! আবার Revive ক'রেছে।

মিঃ সেন। (হাসিয়া) কি জানি স্তার।

মিঃ দে। হাসছো সেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা ভুল নয়!

মিঃ সেন। কিন্তু স্তার, সে যুগ ছিল অন্য রকম, তখন যাই হোক Britishএর অত্যাচার ছিল দেশবাসীর উপর। তাই মাঝে মাঝে তার outburst হ'তো,—এই টেররিজ্‌মের মধ্যে দিয়ে। আজ তো আর British রাজশক্তি নেই, আর সে অত্যাচারও নেই। আর তা ছাড়া গতবার টেররিজ্‌মের ওপর যে ভীষণ—step নেওয়া হ'য়েছে, তাতে আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায় আর ও'কথা উঠবে না। উঃ! কি ভয়ঙ্কর ভাবেই না last movementকে নষ্ট করা হ'য়েছে। তার ভয়ে এখনও লোকের গায়ে কাঁটা দেয়। ও নামই আর কেউ উচ্চারণ ক'রবে না স্তার।

মিঃ দে। দেখ সেন, তোমার চেয়ে বেশী দিন আমি পুলিশে কাজ ক'রছি।

মিঃ সেন। আজ্ঞে সে কথা তো সত্যি। আপনার অভিজ্ঞতা—

মিঃ দে। (বাধা দিয়া) আঃ ব'লতে দাও। হ্যাঁ! সে কথা ঠিক, তোমার চেয়ে অভিজ্ঞতা আমার বেশী, কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই ব'লছি, তোমার ও ধারণার মত ভুল আর কিছুই নেই।

মিঃ সেন। আপনি কোন্ ধারণার কথা ব'লছেন স্তার?

মিঃ দে। ওই যে বললে ১৯৩২এর movement পুলিশ একেবারে নষ্ট বা crush ক'রে দিয়েছিল।

মিঃ সেন। কিন্তু স্যার ওই অত্যাচারের পরও কি—

মিঃ দে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই অত্যাচারের পরও সে আবার বেঁচে উঠতে পারে। অত্যাচার! নৃশংশতা! যাই কিছু না—লোকে পুলিশের নামে বলুক তবু তাকে মেরে ফেলা যায়নি। সে আবার বেঁচে উঠেছে। একটা কথা আছে কি জান সেন? (এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া) প্রত্যেক আঘাতেরই প্রতিঘাত আছে। আমার বিশ্বাস এবার আমাদের প্রতিঘাত পাবার সময় এলো। আমাদের এবার প্রস্তুত হ'তে হবে।

মিঃ সেন। তা হয়তো হবে, কিন্তু কারা ক'রবে আবার সেই মুভমেণ্ট্। যারা ছিল পাণ্ডা তারা তো পরলোকে। যে দু' একজন জেল থেকে বার হ'য়েছে তারাও আর মানুষ নেই—অর্দ্ধমৃত, রুগ্ন! তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। তা হ'লে কে আবার র'ইল টেররিজ্ম্ revive করবার জন্য স্যার? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

মিঃ দে। (উঠিয়া) আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবে। এখনও বয়স অল্প আছে, এখনও তোমাদের চোখে অনেক রঙ্ই ধরা দেয় না। ১৯৩২ সালে হিজ্লিতে একবার একটী Bomb কেসে একটী ছেলেকে দেখেছিলাম। বাঙ্গালী! ছিপ্ছিপে গড়ন! বয়স বড্ড জোর কুড়ি কি একুশ! দেখলে কে মনে ক'রবে এতবড় একটা Bomb কেসের সে আসামী। তার কাছ থেকে দলের সন্ধান পাবার

জন্য চাবুকের হুকুম দেওয়া হ'ল। পাঠানের হাতের চাবুকে সমস্ত পিঠটা তার কেটে দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত প'ড়তে লাগলো, পরণের কাপড়টা পর্য্যন্ত রক্তে টক্‌টকে লাল হ'য়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দৃঢ়তা! তার মুখ থেকে একটা কথাও বার করা গেল না। আমি দেখলাম এ উপায়ে হবে না। কয়েকদিন পরে যখন সে সুস্থ হ'য়ে উঠলো—তখন তাকে আমার বাড়ীতে এনে খুব সযত্নে তার পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই ব'ললে না। রাগ হ'লো, ব'ললাম—দেখ ছোক্‌রা তোমরা কি ক'রছো? এতে তোমরা কি ক'রতে পারবে? পুলিশ আজ হোক, কাল হোক, একদিন তোমাদের ধ'রবেই, তখন তোমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। একটু হেসে ছেলেটী ব'ললে, নিশ্চিহ্ন ক'রবেন আমাদের, এর বেশী তো আর কিছুই ক'রতে পারবেন না! কিন্তু যারা আসছে? আমাদেরই বাড়ীতে যে সব ভাই-বোন আসছে—তাদের উপায় কি ক'রবেন? তারা কি কখনও তাদের উৎপীড়িত, নির্য্যাতিত, ফাঁসী-যাওয়া দাদা-দিদিদের গল্প শুনবে না? আর সেই শুনে কি তারা স্থির হয়ে ব'সে থাকবে? শুনে আমি ছেলেটীর মুখের দিকে চেয়ে র'ইলাম। সত্যি, কথাটা একটু চিন্তা ক'রে দেখলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেই জন্যই তো ভাবি সেন এ অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা নেবেই! (বসিয়া) সেই জন্যই তো সেদিনকার সেই ছেলেটীর কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।

মিঃ সেন। সে কথা সত্যি। সে দিনের রাজশক্তি শুধু পুলিশের অত্যাচারের উপরই টিকে ছিল।

মিঃ দে। (বিরক্ত কণ্ঠে) কোন্ রাজশক্তি বিনা পুলিশে টিকে থাকতে পারে? ও কথা বোলো না সেন! দেশের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সব দেশের পুলিশের এই কটু কাজটি ক'রতেই হয়। নইলে দুষ্টের দমন হয় না।

মিঃ সেন। আজও কি পুলিশ, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পরও, ওই একই উপায়ে এই সব আন্দোলন দমন করবে?

মিঃ দে। নিশ্চয়ই। না হ'লে কি ছেড়ে দিতে হবে দেশকে এদের হাতে! Law and order maintain করার জন্য এই একটী রাস্তাই আছে। হয়তো এই জন্য পুলিশকে লোকের চক্ষুতে সহজেই হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু তা না হ'লে আইন ও শৃঙ্খলাকে বজায় রাখা যায় না।

মিঃ সেন। (চিন্তান্বিতভাবে পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ ফিরিয়া) তা হ'লে আমি এখন কি ক'রব স্যার? কি করা স্থির ক'রলেন স্যার?

মিঃ দে। স্থির ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই ক'রতে পারবো না, যতক্ষণ না রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হয়।

মিঃ সেন। রায় বাহাদুর? রায় বাহাদুর বসন্ত মল্লিক?

মিঃ দে। হ্যাঁ।

মিঃ সেন। তিনি তো রিটায়ার ক'রেছেন? তিনি কি আবার জয়েন্ ক'রবেন নাকি?

মিঃ দে। উপায় কি! রায় বাহাদুর না হ'লে এই বিরাট ভারতবর্ষ-ব্যাপী ষড়যন্ত্রকে ধরা অসম্ভব।

মিঃ সেন। কিন্তু শুনেছি তিনি অসুস্থ, তিনি কি পরিশ্রম ক'রতে পারবেন?

মিঃ দে। পারতেই হবে। না পারলে চ'লবে কি ক'রে? গতবার রায় বাহাদুর ছিলেন ব'লেই পুলিশের মান-ইজ্জৎ রক্ষা হ'য়েছিল। অত পরিষ্কার মাথা আমি দেখিনি।

মিঃ সেন। আচ্ছা স্যার, রায় বাহাদুরকে আমার মনে হয় বড় অদ্ভুত চরিত্রের লোক।

মিঃ দে। কেন?

মিঃ সেন। উঃ! বড় নৃশংস।

মিঃ দে। পুলিশের কাজ ক'রতে গেলে একটু কঠিন হ'তে হয়। দুর্ব্বলতার স্থান পুলিশ অফিসারের হৃদয়ে নেই।

মিঃ সেন। আমি দুর্ব্বলতার কথা ব'লছিনা স্যার। কিন্তু রায় বাহাদুরকে যে দেখবে confession নেওয়ার জন্য অত্যাচারের সময়, সে তাঁকে নৃশংস বা বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছু ব'লতে পারবে না।

(নেপথ্যে হঠাৎ উচ্চ হাস্যধ্বনি শোনা গেল। মিঃ দে, মিঃ সেন উভয়েই পিছনের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন রায় বাহাদুর দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। রায় বাহাদুরের বয়স ৭০ এর উপর, মাথার চুল পাকা। ফ্রেঞ্চ্ কাট্ দাড়ি, গোঁফের রং তামাটে। এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে ফেল্টহ্যাট। কালো প্যাণ্টের উপর একটা ভারী ধূসর বর্ণের ওভার কোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত)

মিঃ সেন। (বিস্ময়ে) রায় বাহাদুর!

মিঃ দে। আসুন, আসুন রায় বাহাদুর Good afternoon!

(রায় বাহাদুর হাসির বেগ যেন চাপিতে পারিতেছেন না; অগ্রসর হইয়া মিঃ দে ও মিঃ সেনের সহিত করমর্দ্দন করিলেন ও পরে নিজের আসন গ্রহণ করিলেন)

রায়। Good afternoon, Good afternoon!

(টুপী আর ছড়ি রাখিলেন)

মিঃ দে। মিঃ সেন, আমার এ্যাসিস্‌টেণ্ট।

রায়। হাঃ হাঃ হাঃ! তারপর ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ সেন! বলুন, বলুন, চুপ ক'রে রইলেন কেন? কী যে ব'লছিলেন, বেশ সুন্দর কথা গুলো; সেই নৃশংসতা! বর্ব্বরতা! অমানুষিক অত্যাচার! হাঃ হাঃ হাঃ।

মিঃ দে। সেন এখনও ছেলেমানুষ আছে রায় বাহাদুর! Young Chap!

রায়। হাঃ হাঃ হাঃ। তাইতো ব'লছি! বসুন, বসুন! শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কে একজন বড় নেতা লেক্‌চার দিচ্ছিলেন। ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কতক গুলো কথা বোমার মত গিয়ে কানে বাজলো। কি সব আমার আবার মনেও থাকে না। সেই যে ভারত-মাতা—না বঙ্গ-জননীর ভিখারিণী বেশ—আর তার জন্য গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে দেশের যত অল্পবয়স্ক ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া। তা আমাদের মিঃ সেনেরও দেখছি সেই রকম একটু ধাত আছে। (মিঃ সেনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া) কিন্তু এ ত' ভাল কথা নয় মিঃ সেন!

(রায় বাহাদুর পকেট হইতে চুরুট বাহির করিতে করিতে মিঃ সেনের দিকে আড়চোখে দেখিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর চুরুট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িলেন)

সত্যি কথা মিঃ সেন, আপনার সঙ্গে আমি এক মত। সত্যিই আমি নৃশংস বা বর্ব্বর ভাবে Last terrorist

movementএর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছি। ওতো কি! একটা ঘটনা বলি শুনুন! আমি তখন নাইনিতালে Posted। একদিন হঠাৎ খবর এলো জালগাঁও আর্ম্মারী রেড্ কেসের Investigationএর ভার পড়েছে আমার উপর। মিঃ দে বোধ হয় তখন serviceএ join ক'রেছেন, না?

মিঃ দে। হ্যাঁ জালগাঁও আর্ম্মারীর ব্যাপার তো জানি, তখন আমি বোধ হয় পাঞ্জাবে।

রায়। ওঃ! তা সে যাই হোক। আমি শেষ পর্য্যন্ত বার ক'রলাম, লক্ষ্মণ সিং ব'লে একটা লোক হ'চ্ছে সেই আর্ম্মারী লুটের লীডার। ছত্রিশ জন লোক ধরা হ'ল। প্রত্যেকেই বলে তার নাম লক্ষ্মণ সিং, আর সেই তাদের দলপতি। কেস চালানো মুস্কিল! অথচ কেউ তার বেশী একটা কথাও বলে না। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। অত্যাচার আরম্ভ ক'রলাম! মারধোর, যত রকমের দৈহিক অত্যাচার হ'তে পারে, আপনারা তা জানেন। কিন্তু পাঞ্জাবীর জান যেমনি শক্ত, মনও তেমনি অটল। একটা কথাও তারা কেউ ব'ল্লে না। সেই এক গদ্! হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল এল। সকলের ঘরদোরের খোঁজ আরম্ভ করলাম। শেষকালে তাদের মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র যে যেখানে আছে সকলকে তাদের সামনে এনে, ওই আপনি যা ব'লছিলেন মিঃ সেন, সেই অত্যাচার আরম্ভ ক'রলাম। হয়, সত্যি কথা বলো; নয় চোখের সামনে আপনার

লোকেদের ওপর নির্ম্মম অত্যাচার দেখ। সেদিন জেলের মধ্যে পাঠানরা পর্য্যন্ত লুকিয়ে চোখের জল মুছেছিল। সে এক ব্যাপার! মাথার ওপরের আকাশটাও যেন হাহাকার ক'রে উঠেছিল।"

মিঃ সেন। (উঠিয়া) Confession পেলেন? তারা সত্যি কথা ব'ললে?

রায়। ব'লবে না, না ব'লে পরিত্রাণ আছে। সে দিন অন্য পুলিশ অফিসাররা আড়ালে ব'লেছিলেন আমি নাকি মানুষ নই। (আত্মগত ভাবে) মানুষ নই—মানুষ নই—মানে শয়তান! (হাসিয়া) হয় তো তাই। কিন্তু তা'ভিন্ন, শয়তানি ভিন্ন উপায় ছিল অতবড় আর্ম্মারী লুটের ষড়যন্ত্র ধরা।

মিঃ সেন। তা বটে!

মিঃ দে। পুলিশের কাজে এ না হ'লে চলে না!

রায়। Right! পুলিশের কাজে এ না হ'লে চলে না! দয়া, মায়া, ভয়! তিন থাকতে নয়!

মিঃ সেন। আচ্ছা আপনি কি Terrorism বিশ্বাস করেন না?

রায়। বিশ্বাস না ক'রলে তো Last movementএর সময় হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে পারতাম। তা হ'লে কি আর তাকে শেষ করবার জন্যে প্রাণপাত ক'রে পরিশ্রম ক'রতাম।

মিঃ সেন। No! No! I don't mean that! মানে এই ভাবে—ওরা যা ক'রতে চাইছে—

রায়। Of course not! ওরা যা ক'রতে চাইছে তা একেবারে ভুল। (উঠিয়া) Anarchism মানে No State! মানে

সমাজ নেই, শাসন নেই, একটা কিম্ভুত কিমাকার ব্যাপার। পশুর মত জীবন! Savage Life! কি ব'লছেন আপনারা, আমি Last movement পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত দেখেছি। কি না; কতকগুলো দুধের ছেলে কচি বয়েস ১৩।১৪।১৫।১৬—যাদের না হ'য়েছে মাথার পরিণতি, না হ'য়েছে জীবনের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা—আর পথ তো কোন্ ছার, জীবনটা যে কি তাই তারা জানে না! সেই সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দুর্ম্মূল্য জীবন, দুর্নিবার ভবিষ্যৎ সব তো নষ্ট হ'য়ে গেল! ভাবুন তো এতে কি লাভ হলো? আজ যদি তারা থাকতো তা হ'লে তারা দেশকে সমৃদ্ধ ক'রতে পারতো কত দিক দিয়ে। Bogus!

(রায় বাহাদুর বসিয়া চুরুট পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিলেন ও ধোঁয়া ছাড়িলেন এবং ঘৃণায় ও বিদ্রূপে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিলেন ও পুনঃ পুনঃ চুরুটে টান দিতে লাগিলেন। মিঃ দে ও মিঃ সেন নির্ব্বাক হইয়া রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন)

তারপর মিঃ দে, হঠাৎ আবার এই অভাজনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন জানতে পারি কি?

(রায় বাহাদুর হঠাৎ উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিলেন)

মিঃ দে। কি যে বলেন স্যার।

রায়। আসল ব্যাপারটা কি?

(উঠিয়া রায় বাহাদুর সেনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

মিঃ দে। সেই কথাই বলছি বসুন।

রায়। Oh! don't worry! বেতো রুগী কি না, বেশীক্ষণ ব'সে থাকলে আবার কোমরটা টেনে ধরে। বলুন!

মিঃ দে। আপনি খবরের কাগজ পড়েন নিশ্চয়ই।

রায়। তা আর কি ক'রে অস্বীকার করি।

মিঃ দে। তা হ'লে কি আর আপনি বুঝতে পারছেন না?

রায়। কিন্তু বুঝেও তো কোন উপায় হবে ব'লে মনে হয় না মিঃ দে। কারণ আর পরিশ্রম করবার মত সামর্থ্য নেই, বয়স তো কম হ'লো না।

মিঃ দে। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি না হ'লে কে এর সন্ধান ক'রবে বলুন?

রায়। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আমার মত লোকের আবার ডাক প'ড়লো কি ক'রে! আজকের জাতীয় সরকারের তো শত্রুতাচরণ আমি চিরকাল ক'রে এসেছি। আমি তো বিদেশী শাসকবর্গের পক্ষের লোক, আমাকে বিশ্বাস ক'রবেন আপনাদের জাতীয় সরকার? (শ্লেষের হাসি হাসিলেন)

মিঃ দে। বিশ্বাস কেন ক'রবেন না, জাতীয় সরকার, রায় বাহাদুর! এখনকার পুলিশে ক'জন নূতন লোক আছেন বলুন? সবই তো সেই পুরাণো আমলের লোক। আর আমাদের Recordও তো তাঁদের অগোচর নয়। আপনার Service Record ওপরওয়ালারা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেখা সত্বেও তো তাঁরা আপনাকেই অনুরোধ ক'রে পাঠালেন। আপনি ছাড়া আর যোগ্য লোক কে আছেন ব'লুন?

রায়। (বিদ্রূপ করিয়া) আচ্ছা—

মিঃ দে। সেই কথাই তো সেনকে ব'লছিলাম, যে পুলিশের কাজ পরাধীন ভারতবর্ষেও যা ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাই আছে। সেদিনও আমরা Law and order maintain ক'রেছিলাম আজও আমরা তাই ক'রবো। কি বলেন রায় বাহাদুর?

রায়। (অন্যমনস্কভাবে) হুম্! স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ক'রে এল স্বাধীনতা। দেশের লোকের হাতে ব্রিটিশ রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে গেল। কেউ বলে তার জন্য নেতারা দায়ী। কেউ বলে ব্রিটিশের মহানুভবতা। কেউ বলে মহাত্মাজীর অহিংসার মন্ত্র। আবার কেউ বলেন বিশ্ব পরিস্থিতি। আবার কোথাও বা শুনতে পাই স্বাধীনতা সংগ্রামের নিঃস্বার্থ সৈনিকদের আত্মবলিদান, অর্থাৎ কিনা I. N. A.। আর সবচেয়ে মজার কথা কালকের কাগজে পড়ছিলাম—(বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন) পড়েননি আপনারা? হাঃ হাঃ হাঃ লিখেছে স্বাধীনতা নাকি পুলিশের জন্যই এসেছে। পুলিশের অত্যাচারের জন্যই এসেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ তাই ভাবলাম আমিই বা কম কিসে? আমি তো সেই পুলিশেরই একদিন অধিনায়কতা ক'রেছি, যারা এমন অত্যাচার ক'রেছিল দেশবাসীর ওপর, যে দেশবাসী আর সহ্য ক'রতে না পেরে ব্রিটিশকে তাড়িয়েছে দেশ থেকে। এ মন্দ যুক্তি নয় মিঃ দে। (গম্ভীর হইয়া কি চিন্তা করিয়া) • কিন্তু এই সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা আসতে না

আসতেই আবার এই Terrorism কেন ? এবারকার এই রক্তাক্ত অভিযান কাদের বিরুদ্ধে ?

মিঃ সেন। আপনি কি এই দলের মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রছেন?

রায়। (আড়চোখে মিঃ সেনের দিকে চাহিয়া) কেন আপনি কি জানেন নাকি ?

মিঃ সেন। আজ্ঞে ওই ফাইলে—(ফাইলের দিকে চাহিলেন)

রায়। ফাইল !

মিঃ সেন। আজ্ঞে এই যে (ফাইল খুলিয়া) আমরা তাদের বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারপত্র এ পর্য্যন্ত যা সংগ্রহ ক'রতে পেরেছি—

রায়। ওঃ ! কি তাদের বক্তব্য শুনি।

মিঃ সেন। তারা বলে, এ স্বাধীনতা দেশের প্রত্যেকটী লোকের জন্য নয়। এ স্বাধীনতা দেশের একটী বিশেষ শ্রেণীর জন্য। তারা বলে, ব্রিটিশ শোষণের পরিবর্ত্তে আজ দেশের লোককে একটী বিশেষ শ্রেণী শোষণ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে ; আর তা আরও নির্ম্মম ভাবে। তারা বলে বর্ত্তমান কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলী ও নেতারা দেশীয় ধনতান্ত্রিকদের হাতের মুঠোর মধ্যে চ'লে গেছে—আর সেই জন্য—

রায়। (বাধা দিয়া) হ্যাঁ সেই জন্য আবার লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকাতি করে, খুন করে, যেমন ক'রে হোক আজকের এই সরকারকেও পঙ্গু ক'রে দাও। দেশের মধ্যে আনো অরাজকতা—আনো বিশৃঙ্খলা—তারপর, তারপর যখন সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়বে তখন এই ডাকাতের দল আসবে দেশের শাসন ব্যবস্থার

ভার নিতে। এই তো, চমৎকার! তারপর আবার একদল আসবে, তারা আবার ওই একই উপায়ে খুন ক'রে, ডাকাতি ক'রে, নিরীহ লোকের টুঁটি টিপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ক'রবে। এমনি ক'রে যখন সমস্ত মানব সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাবে তখন সব নিশ্চিন্ত। কেমন মিঃ সেন এই তো? (রায় বাহাদুর আসন গ্রহণ করিলেন)।

মিঃ সেন। (আড়ষ্ট কণ্ঠে) কি জানি স্যার, তা হয়তো হবে।

মিঃ দে। আমি শুধু বুঝতে পারি না, এই খুনোখুনি কেন? একদিন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে গোপন অভ্যুত্থান হ'য়েছিল হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁদের, এদের পেছনে গোপন সহানুভূতিও ছিল। কিন্তু আজ তো এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। যদি সত্যিই আজ কোনও বিশেষ দলের বর্ত্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা মনোনীত না হয়, তা'হলে তাঁরা তো অবাধে দেশের লোকের সামনে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন। আসল লক্ষ্যই তো হওয়া উচিত দেশের প্রত্যেকটি লোককে Properly educate করা। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ Democracy আসবে কি ক'রে?

রায়। Democracy! Democracy! কথাটার মানে অনেকেই জানে না। (উঠিয়া) জানলেও তা'রা তা চায় না! তা'রা চায় শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা তা যে কোন মতবাদের ভিতর দিয়েই হোক না কেন! আমার তো বয়স কম হ'ল না। [illegible] চোখে

দেখলাম। কত দল, কত মতবাদ এল, আবার শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু কেউ কি একবারও ভেবে দেখেছে, কেন তা'রা বার বার অকৃতকার্য্য হ'য়েছে। তাই মনে হয়, এ-ভুল যেন আর সংশোধন হবে না। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) সে যাই হোক কিন্তু আমি তো এখনও কিছু স্থির ক'রে উঠতে পাচ্ছিনা মিঃ দে। এ কাজের ভার আমার পক্ষে নেওয়া একেবারে অসম্ভব।

মিঃ দে। না Sir এর মধ্যে আর কোন আপত্তি তুলবেন না, দেখুন স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও আপনাকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।

রায়। তাই নাকি ?

মিঃ দে। (ফাইল খুলিয়া) হ্যাঁ এই দেখুন তাঁর চিঠি।

রায়। থাক, থাক, দেখবার দরকার নেই। কিন্তু—

মিঃ দে। না Sir এর মধ্যে আর কিন্তু ক'রবেন না। এ ব্যাপারে আমরা আজ পর্য্যন্ত কিছুই ক'রে উঠতে পারলাম না। তাছাড়া এবারকার ষড়যন্ত্র যে সারা ভারতবর্ষব্যাপী এ বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই দেখুন—কৈ—সেন—ফাইলটা (মিঃ সেন ফাইল বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল—পরে) হ্যাঁ পড় তো Listটা (চেয়ারে বসিলেন)।

মিঃ সেন। এই যে, পাঞ্জাবে হিম্মৎ সিং আই, জি, সাহেব murdered হ'লেন 9.10.47. ঠিক সেই দিনেই কুসুমপুর সাব ডিভিস্‌নাল অফিসার হ'লেন খুন, ওই একই দিনে, অর্থাৎ নয় তারিখে, ভেলর ষ্টেটের রাজকুমার Kidnapped

হ'লেন দু'লক্ষ টাকার দাবীতে। তারপর তার পরের দিনই, C.P.তে মানকুম আর্ম্মারী লুঠ হ'লো ও দিল্লী কাল্‌কা মেল Derailed হ'লো। Next Day Bangaloreএর Justice, রামানুজ সাহেব হলেন খুন, একটা Meetingএ Preside ক'রতে গিয়ে। ঠিক সেই একই সময়ে, মানে তিনটে বারো মিনিটে রায়পুর মেল রবারী হ'লো।

মিঃ দে। (উঠিয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) শুধু তাই নয়, শুধু ভারতবর্ষ জুড়েই নয়, অথবা ইউরোপের মধ্যেই নয়, সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া জুড়ে যেন এক বিরাট Chain of Conspiracy গ'ড়ে উঠছে। চীন থেকে সুরু ক'রে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপর দ্বীপ গুলির মধ্য দিয়ে, বরাবর সোজা নেমে এসেছে থাইল্যাণ্ড, মালয়, জাভা ইত্যাদি দ্বীপগুলির মধ্যে। তারপর এই Chain of Organisation, বর্ম্মার মধ্য দিয়ে মণিপুরের রাস্তায় ভারতবর্ষে ঢুকেছে, এবং উত্তর ভারতের মাঝখান দিয়ে সোজা Malabar Coast পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে।

রায়। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া) Wait Please! বাইরে বেয়ারা আছে?

মিঃ দে। (বিস্মিতভাবে) কেন বলুন তো?

রায়। যদি থাকেতো ডাকুন।

(মিঃ দে কলিং বেল টিপিলেন, বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল, মিঃ দে ও মিঃ সেন অবাক হইয়া রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন)

রায়। (বেয়ারার প্রতি) ইধার আও।

(বেয়ারা তাঁহার পাশে আসিল। রায় বাহাদুর তাঁহার চেয়ারের তলায় একটী খামের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উঠাইতে আদেশ করিলেন)

উঠাও।

(রায় বাহাদুর ধীর হস্তে বেয়ারার হাত হইতে চিঠি লইয়া বেয়ারার প্রতি বলিলেন)

অব্ তোম্ যা শক্‌তে হো!

(বেয়ারা কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিল। রায় বাহাদুর চিঠি খুলিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মুখে হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল)

—ভয় দেখিয়েছে!

মিঃ দে। কি ব্যাপার স্যার?

মিঃ সেন। কিসের চিঠি?

রায়। (মিঃ সেনকে কটাক্ষ করিয়া উঁ! কিসের চিঠি? (মিঃ দে'র নিকট আসিয়া) হ্যাঁ! এই যে লিখেছে দেখুন না! পুলিশের কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিলে আপনার সমূহ বিপদ্! হাঃ হাঃ হাঃ বিপদ! বিপদ! যেন এতকাল ভারী নিরাপদের জীবন ছিল আমার, তাই আমাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছেন। হাঃ হাঃ হাঃ ধন্যবাদ! হে অদৃশ্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।

(হাসিতে হাসিতে নিজের আসনে বসিলেন)

মিঃ সেন। এ চিঠি এলো কি করে এখানে?

রায়। কেন হাওয়ায় উড়ে।

মিঃ দে। না এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, Shall I—

রায়। কিছু দরকার নেই মিঃ দে, আপনি স্থির হোন। (একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ! মিঃ দে, আপনার কথাই রইলো, আমি এ কাজের ভার নিলাম। (উভয়ের করমর্দ্দন) মানে এই চিঠিটাই

আমাকে এ কাজের ভার নেওয়ালে। নইলে হয়তো নিতাম না। দেখা যাক এবারকার বিপদটা কি রকম! কি বলেন মিঃ সেন?

মিঃ সেন। আমাদের ভরসা হলো আপনার কথা শুনে।

রায়। আর যদি বলি, এ চিঠিটা কে এখানে এনেছে সে খবরও পেয়েছি, তাহলে ভরসাটা বাড়ে না কমে?

মিঃ সেন। মানে! জানতে পেরেছেন?

রায়। হ্যাঁ! কিন্তু আমার কথাটার উত্তর দিন?

মিঃ সেন। কোন কথা?

রায়। ওই যে ব'ললাম ভরসাটা বাড়ছে না কমছে?

মিঃ সেন। বাড়ছে! আপনি ঠাট্টা করছেন বুঝি?

রায়। আরে রামঃ! আপনি হ'লেন আমার ছেলের বয়সী, আপনার সঙ্গে কি ঠাট্টা ক'রতে পারি? (উঠিয়া মিঃ সেনের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) পুলিশ কি রকম জানেন মিঃ সেন? এক রকম পাখী আছে, শিকারী পাখী ব'লে মানুষ পোষে। বন থেকে অন্য পাখী শিকার ক'রে আনে তার মনিবের জন্যে। ঠিক সেই রকম শিকারী পাখী আমরা। কেমন নয় কি?

(মিঃ সেন হটাৎ হাস্য করিলেন, রায় বাহাদুর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন)

হাঃ হাঃ হাঃ উপমাটা ঠিক হলোনা—না? উপমা কালিদাসস্য! ও কি পোষায় হাঃ হাঃ হাঃ—

(রায় বাহাদুর র‍্যাক হইতে ছড়ি ও টুপি লইবার সময় দেওয়ালে টাঙ্গানো মহাত্মা গান্ধীর ছবির প্রতি লক্ষ্য করিলেন)

মিঃ দে। National Government Sir!

মিঃ সেন। উনিও একজন বিপ্লবী Sir !

রায়। হ্যাঁ, ঘোর বিপ্লবী ! গত Round Table Conferenceএ বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমেই বলেছিলেন I am Rebel...... yes......an out & out Rebel...কিন্তু ওঁর বিপ্লববাদ আপনারা বুঝতে পারেন নি,...আপনারা কেন, বোধ হয় কেউই পারে নি,...তাই আজ সব পেয়েও কেমন যেন সব বাঁধন হারা—

মিঃ সেন। আমরা ও'সব কথা ব'ললে লোকে হেসে উঠবে স্যার !

রায়। কেন ?

মিঃ সেন। ও'সব কথা ন্যাশানালিষ্টরাই বলে,—

রায়। মিঃ সেন, কোনো ভদ্রলোক ন্যাশানালিষ্ট নয় বলা মানে তাকে অপমান করা। নিজের দেশে, নিজের জাত উৎসন্ন যাক্, একথা বোধ হয় পাগলেও ভাবতে পারে না, We are all nationalists,...তবে মত ও পথের তফাৎ—আচ্ছা, Goodnight Mr. De,...Mr. Sen.

মিঃ সেন। Jai Hind !

(রায় বাহাদুর একটু স্থিরভাবে মিঃ সেনের মুখের দিকে চাহিয়া)

রায়। Jai Hind !

(রায় বাহাদুরের প্রস্থান, মিঃ দে ও মিঃ সেন হতবাক্ হইয়া রায় বাহাদুরের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রায় বাহাদুরের বসত বাড়ীর একটী ঘর। ঘরটী প্রসস্ত, আধুনিক রুচিকর আসবাবে সুসজ্জিত। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, অপরাহ্ণের ম্লান গৈরিক আলো কক্ষটীকে সুদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। কক্ষটির পিছনের দেওয়ালে তিনটী বড় অয়েল পেন্টিং ঝুলিতেছে। একটী রায় বাহাদুরের, দ্বিতীয়টী রায় বাহাদুরের বিগতা পত্নীর ও অপরটী নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের। আরতি রায় বাহাদুরের একমাত্র নাতিনী, বাহিরে যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আসিয়া, কক্ষের মধ্যস্থলে স্থাপিত একটী সোফায় বসিল)

আরতি। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) সারদা ! সারদা ! (সারদার প্রবেশ)

সারদা। দিদিমণি ! কি হয়েছে তুমি অত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?

আরতি। দাদু এখনও এলেন না সারদা !

সারদা। দাঁড়াও, পুলিশ সাহেবের কাছে গেছেন, কতদিন পরে দেখাশুনা হ'বে, দু'চারটে কথাবার্ত্তা না ব'লে অমনি হুট্‌করেই কি চলে আসবেন ?

আরতি। না সারদা, কতক্ষণ তো হ'য়ে গেল। আমার বড় ভয় করে সারদা।

সারদা। ভয় ! ভয় কিসের দিদিমণি ?

আরতি। তুই যে কাগজ পড়িসনে সারদা। সেই আগে যেমন সাহেবদের খুন ক'রতো, এবারও তেমনি আবার খুন হ'চ্ছে বড় বড় অফিসাররা। আর পুলিশ সাহেব যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয়ই দাদুকে আবার ওই সব কাজের ভার দেবেন। (সুকুমারের প্রবেশ) এই যে সুকুমার বাবু এসেছেন, (উঠিয়া) আসুন !

সুকুমার। ও কি ! কি হয়েছে ?

সারদা। দেখুন না বাবু দিদিমণির কাণ্ড, এখনও ছেলেমানুষী গেল না। বাবুকে পুলিশ সাহেব কি কথা বার্ত্তার জন্য ডেকেছেন—গেছেন এই বড় জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা হবে, তাতেই দিদিমণির কি ভাবনা!

আরতি। তুই চুপ কর সারদা! দাদুর শরীরের খোঁজ রাখিস?

সারদা। হ্যাঁ! তা বটে—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কুণ্ঠিত পদে প্রস্থান)

সুকুমার। দেরী হ'চ্ছে ব'লে ভাববার কি আছে আরতি দেবী?

আরতি। দেরীর জন্য ভাবছি না সুকুমার বাবু। ভাবছি দাদু যদি ঝোঁকের মাথায় এই সব তদন্তের ভার নিয়ে বসেন—

সুকুমার। কিসের তদন্ত?

আরতি। এই যে সব খুন হ'চ্ছে, গোপন ষড়যন্ত্রকারীরা যে আবার আগের মত— (সুকুমাব অবিশ্বাসের হাসি হাসিল)

সুকুমার। না না এ তোমার মিথ্যা সন্দেহ আরতি। তোমার দাদুর কি আর সে বয়েস আছে? আর তা ছাড়া সে যুগও চ'লে গেছে, তাঁর সময়ে—তিনি কাজ ক'রেছেন, এখন অবসর গ্রহণ করার পর, আবার তাঁকে কি কোনও কাজ করার জন্য ডাকতে পারে? হয়তো কোন পরামর্শের জন্য ডেকে থাকবেন। আমি বলছি আরতি, রায় বাহাদুর কখনও আর এসবের মধ্যে যাবেন না।

আরতি। আপনার কথাই সত্যি হোক সুকুমার বাবু, (বসিয়া) আমার এত ভাবনা হ'চ্ছিল।

সুকুমার। ভাবনা কিসের? এস একখানা গান গাও দিকি?

আরতি। ভাল লাগছে না!

সুকুমার। দেখবে মন ভালো হ'য়ে যাবে, দেখ মনের উপর সঙ্গীতের এমন একটা Influence—মানে প্রভাব আছে—

আরতি। থাক্ সব কথাতেই লেক্‌চার!

সুকুমার। না না লেক্‌চার নয়—আমি বলছিলাম কি, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি যদি গাও—

আরতি। কি গাইব?

সুকুমার। বেশ—বেশ একটু—অর্থাৎ যাতে মন বেশ আনন্দে ভ'রে ওঠে—

(আরতি ধীরে ধীরে অর্গানের কাছে বসিয়া গান ধরিল)

ডাক শুনেছি একটি হিয়ার কানে কানে
সে কথা মোর মনই জানে, মনই জানে
সেই কথা আজ তারার মায়ায়
এই নয়নে সুর দিয়ে যায়
তাইতো হিয়া আপনি হারায়
নীড়ের বাঁধন নিজেই মানে।
নিবিড় হ'য়ে তোমার কাছে
চাইনু যাহা তোমার আছে
তারেই নিতে চিত্ত নাচে
দাও আজি মোর ছন্দে গানে॥

(আরতির গান ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল)

সুকুমার। Beautiful! বাঃ! সুন্দর, সুচারু!

আরতি। থাক।

সুকুমার। বিশ্বাস হলোনা বুঝি?

আরতি। না।

সুকুমার। (আরতির পাশের চেয়ারে বসিল) সত্যি আরতি, ভারি মিষ্টি, Heavenly sweet—কবি বলেছেন, Our sweetest songs are those—।

আরতি। (বাধা দিয়া) মিথ্যা কথা!

সুকুমার। কেন, তুমি কি ব'লতে চাও আরতি—

আরতি। হ্যাঁ, আমি ব'লতে চাই যে আনন্দের গান খুব মিষ্টি হয়, আপনার ওই Heavenly sweetness আনন্দের মধ্যেই থাকে, দুঃখের মধ্যে নয়—বুঝলেন মশাই।

সুকুমার। এতকাল শেলী, বায়রণ, দেখ্‌ছি মিথ্যেই তোমাকে পড়ালাম।

আরতি। তা ব'লবেন বৈকি। তর্কে হেরে গিয়ে—

সুকুমার। হার মানলে তুমি যদি খুসি হও, তা হ'লে আমি একশোবার হার স্বীকার করছি, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আজ আমি তোমাকে বোঝাবো, কোন্‌টার মধ্যে সত্যিকার সৌন্দর্য্য আছে—আনন্দের গানে, না দুঃখের গানে।

আরতি। ব্যাস; এইবার লেক্‌চার আরম্ভ হবেতো? উঃ!

সুকুমার। না না লেক্‌চার নয়, এক মিনিট। আচ্ছা ধরো, আমাদের যখন খুব আনন্দ হয়, মানে যা কিছু আমাদের প্রাপ্য এই পৃথিবীর মাটি থেকে, আমাদের আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে, প্রিয়জনের কাছ থেকে যা কিছু সব পেয়েছি, তখন আমাদের মন হ'য়ে যায় একটা স্থুল আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু ভাবো, যখন তুমি রিক্ত, যখন তুমি নিঃস্ব, সর্ব্বহারা, তোমার যা ছিল, তা তুমি হারিয়েছ, যা তুমি পেতে

পারতে, তা তুমি পেলে না, যার ওপর অধিকার ছিল তা থেকে তুমি বঞ্চিত হ'য়েছ—।

আরতি। ও সব কবিতা, স্রেফ্ কল্পনা—

সুকুমার। যাই বলোনা কেন তুমি, ওই হ'ল আর্ট! তাই ত' বেটোফেন্ অতবড় Symphonyর সৃষ্টি ক'রতে পেরেছিলেন—জীবনে তিনি কিছুই পাননি—সর্ব্বদিক দিয়ে পৃথিবী ক'রেছিল তাঁকে বঞ্চিত—তাই না প্রতিভা তাঁর বিকাশের সুযোগ পেলে। যক্ষবিরহীর কথা তাই সর্ব্বযুগের—সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অন্তরের জিনিষ হ'য়ে র'ইল। রোমিও-জুলিয়েট আমরা এখনও সেই জন্যই জীবন্ত দেখতে পাই। আর্টের রূপই হ'ল ট্রাজেডি।

আরতি। Cheap sentiment!

সুকুমার। ছিঃ আরতি! Cheap বোলো না—বলো Glorious, noble! Sentimentকে অত ছোট ক'রে দেখোনা। পৃথিবীর যত সাহিত্য, কাব্য, কলা, বিজ্ঞান—সবের মূলেই আছে ওই Sentiment।

আরতি। ও সব আপনার আর্টের কথা, বুঝি না। কিন্তু জীবনের সঙ্গে ওর কতটুকু সম্বন্ধ! আমাদের জীবনে Artএর মূল্য কি?

সুকুমার। জীবনের সৃষ্টিই তো হ'ল এক বিরাট দুঃখের মধ্য দিয়ে দেখা—

আরতি। (হাসিয়া) মাষ্টারী ক'রে ক'রে আপনার মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে।

সুকুমার। আচ্ছা তোমার সঙ্গে মাষ্টারী আর ক'রবো না, কি বল?

আরতি। জানি না ?

সুকুমার। এই মুখ বন্ধ ক'রলাম। কিন্তু কই সিনেমা আর কখন যাবে ?

আরতি। আমি তো তৈরী হ'য়েই ব'সে আছি।

সুকুমার। তবে বাধা কিসের ?

আরতি। দাদু যাবেন যে।

(সারদা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল)

সারদা। দিদিমণি।

আরতি। কি সারদা ?

সারদা। বাইরে একটী লোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইছেন।

আরতি। লোক ?

সারদা। ভদ্দরলোক।

আরতি। কি নাম ?

সারদা। ব'ললেন যে, নাম ব'ললে চিনতে পারবেন না, বলো যে বিশেষ জরুরী কথা আছে।

আরতি। কি রকম দেখতে ?

সারদা। এই লম্বা, চওড়া, বেশ দেখতে, কিন্তু কি জাত বুঝতে পারলাম না।

সুকুমার। তোমার সঙ্গে কি কাজ ?

আরতি। তা কি ক'রে জানবো, চিনিই না যাকে !

সুকুমার। তবে ?

আরতি। তাইতো ভাবছি।

সুকুমার। আমি বলি কি ওরকম হুট্‌ক'রে যার তার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। বিশেষতঃ এই সময়ে—

আরতি। আচ্ছা সারদা তাঁকে ব'লে দাও ব'সতে। দাছ্ ফিরলে দেখা ক'রতে পারি।

(সারদা যাবার জন্য ফিরিতেই এক সুদর্শন ভদ্রলোক (শঙ্করজী) বয়স অনুমান করা কঠিন ৪০।৪৮ এর কিছু কম বেশী, দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল)

শঙ্করজী। কিন্তু তার আগেই আমাকে দেখা ক'রতে হ'বে ব'লে আমি ট্রেস্‌-পাশ ক'রছি। মাপ করবেন, নমস্কার আরতি দেবী, নমস্কার সুকুমার বাবু, আর সারদা তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তুমি এই ঘরে থাকো, বেরিও না, বুঝলে?

আরতি। (উঠিয়া) কিন্তু এ আপনার ভারী অন্যায়। আমি থানায় Ring ক'রছি এখনই।

শঙ্করজী। (রিভল্‌ভার প্রদর্শন করিয়া) আমি যাওয়ার আগে সে সুযোগ যে হবে না আরতি দেবী! তবে ভয় ক'রবেন না। আমি আপনাদের কোন অনিষ্ট ক'রবো না। বরং আমি আপনাদের একজন মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। বসুন আপনারা? এখন কাজের কথা বলি। আপনারা যেন ভুলেও ওঠবার চেষ্টা ক'রবেন না। সুকুমার বাবু, আপনার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে, ন'ড়বেন না। হাত ছুটো টেবিলের উপর রেখে বসুন।

(শঙ্করজী দু' একপা অগ্রসর হইয়া আরতি ও সুকুমারের সামনে আসিলেন এবং পকেট হইতে একটী Envelope বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন)

(আরতির প্রতি) কাজটা ছিল আপনার দাছুর সঙ্গেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বোধ হয় আজ আর দেখা হবে না, কারণ

আমি এখন বড্ড ব্যস্ত। এই চিঠিটা তাঁকে দেবেন। ব'লবেন যে আমি দুঃখ ক'রছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো না ব'লে। তাই লিখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আর আপনাকেও ব'লে যাচ্ছি, তাঁকে পুলিশের কাজে আবার যোগ দিতে বারণ ক'রবেন। কারণ এখন আর তাঁর সে শক্তি নেই—বা এবারকার Movement গতবারের মত Disorganisedও নয়। সুতরাং এবার তাঁর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লবেন। আপনি তো তাঁর একমাত্র অবলম্বন, বুড়ো দাদুকে সামলানো এখন আপনারই কর্ত্তব্য।

আরতি। তা হয়তো বুঝিয়ে ব'লবো। কিন্তু এ'কথাও জানবেন, ভয় দেখিয়ে আমার দাদুকে প্রতি নিবৃত্ত ক'রতে পারবেন না। যদি এ আশা ক'রে থাকেন, তা হ'লে সে কথা ভুলে যান।

শঙ্করজী। (বিদ্রূপ হাস্য করিয়া) ও তাই না কি? যদি তা না হয়, তা হ'লে অন্য উপায়ও আছে আরতি দেবী।

(শঙ্করজী একটী চেয়ারে বসিলেন। সুকুমার ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল)

সুকুমার। আপনার নাম জানতে পারি কি?

শঙ্করজী। জেনে তো কোন লাভ নেই সুকুমার বাবু। ঘনিষ্ঠতা ক'রলে জানতে পারবেন বৈ কি।

সুকুমার। পরিচয়?

শঙ্করজী। বিপ্লবী।

সুকুমার। (চমকিয়া) Terrorist?

শঙ্করজী। (ঈষৎ হাসিয়া) হ্যাঁ ওই নামেই আপনাদের কাছে আমরা

পরিচিত। তবে আমরা নিজেদের বিপ্লবী বলি। কেন, তাদের সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কি ছিল? (হাসিয়া) তারা আপনাদেরই মত মানুষ, হবেন বিপ্লবী সুকুমার বাবু?

সুকুমার। (বিব্রত হইয়া) এ্যাঁ।

শঙ্করজী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ভয় নেই, আমি এখনই আপনাকে দলে টান্‌ছি না। যদি কখনও ইচ্ছা হয়, তখন আপনাকে নিয়ে যাব, কেমন? (দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির প্রতি চাহিয়া) উনি কে?

আরতি। আমার মামা!

শঙ্করজী। ওঃ! উনিই বুঝি সেই রায় বাহাদুরের ছেলে, যুদ্ধে পালিয়েছিলেন, আর ফেরেননি না?

আরতি। না।

শঙ্করজী। উনি কি মারাই গেছেন?

আরতি। কি জানি!

শঙ্করজী। কি জানি মানে—আপনি জানেন না, তিনি জীবিত না মৃত? বড় রহস্যময় ব্যাপার দেখছি।

আরতি। হ্যাঁ! মামা চোদ্দ’ সালের যুদ্ধে লুকিয়ে পালিয়ে যান। দাতুর মুখে গল্প শুনেছি, তিনি নাকি বাগ্‌দাদে ট্রেঞ্চ লড়াইয়ের পর নিখোঁজ হ’য়ে যান। অনেক বছর ধ’রে অনেক খোঁজ ক’রেও কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। আগে একটা আশা ছিল তিনি বোধ হয় কোনও দিন ফিরে আসবেন।

শঙ্করজী। কিন্তু এখন আর সে আশাও ছেড়ে দিয়েছেন।

আরতি। শুনেছি তিনি ছিলেন খুব দুর্দ্দান্ত, একদিন দাদুর রিভল্‌ভার নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ নিজের কাঁধেই গুলি চালিয়ে ফেলেন। বাঁচবার একেবারে আশা ছিল না। সমস্ত কাঁধটা জুড়ে বিরাট একটা দাগ হ'য়ে গিয়েছিল। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দাদু বলেন, সেই সময় যদি তিনি মারা যেতেন তাঁর অত কষ্ট হ'তো না।

শঙ্করজী। (বিদ্রূপ করিয়া) তাই নাকি? আপনার দাদুর তা হ'লে খুব কষ্ট হয়, না? Very sad!

সুকুমার। আপনি কি তাঁকেও চিনতেন না কি?

শঙ্করজী। আমরা চিনিনা কাকে? আমাদের প্রধান কাজই হ'চ্ছে, নির্ব্বিচারে ছোট বড় দেশের প্রত্যেকটী ভাই বোনকে চিনে রাখা। কত মহৎ কর্ত্তব্য বলুন দেখি? বিপ্লবীদের ধর্ম্মই হ'ল এই। সুকুমার বাবু, যদি চিনতেন আপনার দেশের ভাই বোনদের, যদি তাদের দুঃখ আপনাদের অন্তরের সিংহদ্বার পার হ'য়ে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারতো, তা হ'লে বিপ্লবী না হ'য়ে আপনার উপায় থাকতো না। তাহ'লে কি আর আপনাকে দেখতে পেতাম আজকে, শেলী, বায়রণ নিয়ে আরতি দেবীর সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আলোচনা ক'রতে—না অমনিভাবে মুখ অন্ধকার ক'রে ব'সে থাকতেন, হাত পা গুটিয়ে, সামান্য এই রিভল্‌ভারটার ভয়ে, তুচ্ছ ওই প্রাণটার মায়ায়!

(শঙ্করজী হাসিয়া উঠিলেন। আরতি ও সুকুমার চমকিয়া উঠিল। শঙ্করজী দূরে নেপথ্যে হুইসিল ধ্বনি শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিলেন)

আচ্ছা, আরতি দেবী আমার আর বসবার সময় নেই—চ'ললুম। এইবার আপনি উঠে থানায় Ring করুন। তবে আপনার দাদু এলেন ব'লে। (যাইতে যাইতে) আরতি দেবী, সুকুমার বাবু, সারদা, সকলে আমার ধন্যবাদ জানবেন—আর যা ব'লে গেলাম ভুলবেন না যেন।

(শঙ্করজী দ্রুত প্রস্থান করিলেন। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল)

আরতি। উঃ! কি ভয়ানক লোক।

সুকুমার। অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!!

সারদা। বাবুকে একটা খবর দিলে হয় না দিদিমণি? দিন দুপুরে একি কাণ্ড বাপু। কি দিন কালই যে পড়েছে বাবা।

(রায় বাহাদুরের দ্রুত প্রবেশ)

রায়। কি সারদা দিন কাল বড় খারাপ পড়েছে নয়?

সারদা। এই যে বাবু এসেছেন—উঃ বাপ, এতক্ষণ কি কাণ্ডটাই হ'য়ে গেল?

রায়। হুম্! (চেয়ারে বসিয়া) তারপর সুকুমার, যিনি এসেছিলেন, তিনি কি ব'লে গেলেন? এ্যাঁ তোমরা যে একেবারে ঘাবড়ে গেছ দেখছি। এই যে চিঠি!

(সুকুমার উঠিয়া চিঠিটা দিল, রায় বাহাদুর পড়িয়া হাসিয়া উঠিলেন)

হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় দেখিয়েছে আবার।

সুকুমার। ভয় দেখিয়েছে?

রায়। হ্যাঁ! খুব ভদ্রভাবে অবশ্য; ব'লেছে আমার বিপদের জন্যে তারা ভয়ানক চিন্তিত, তাই অনুরোধ ক'রেছে এ থেকে দূরে স'রে যেতে। শুভানুধ্যায়ী বটে!

আরতি। (উঠিয়া আসিয়া রায় বাহাদুরের পাশে দাঁড়াইয়া) দাদু !

রায়। কি দিদি ?

আরতি। আমাকে একটা কথা দিতে হবে। ব'ল সে কথা রাখবে ?

রায়। ছিঃ দিদি তোর দাদুর শক্তির উপর আস্থা হারাচ্ছিস ?

আরতি। না দাদু, তোমাকে ওর মধ্যে থাকতে হবেনা, থাকতে পাবে না, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ দাদু; তোমাকে ও'থেকে নিবৃত্ত হ'তে হবে। আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দেবনা।

(উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ চাপিতে গিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া)

না, না, দাদু, তুমি ওদের চেননা দাদু, ওদের চোখে কি আগুন জ্বল্‌ছে আমি দেখেছি, সে আগুনের মধ্যে যে যাবে সেই পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।

রায়। (কঠিন কণ্ঠে) আরতি। (আরতি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল) আরতি, আমি পছন্দ করি না, যে তোমরা আমার কাজের সমালোচনা কর। আমার কাজ কর্ম্ম যে তোমাদের কথায় পরিচালিত হবে এ আশা যদি তোমরা ক'রে থাক, তা হ'লে সে কথা ভুলে যাও। দাঁড়িয়ে থেকো না চুপ ক'রে গিয়ে বোসো।

(আরতি ম্লান মুখে নিঃশব্দে বসিল)

রায়। (সুকুমারের প্রতি) তোমারও কি ওই একই অনুযোগ না কি সুকুমার ?

সুকুমার। আজ্ঞে—

রায়। হুম্ ! সারদা, তোমারও নিশ্চয় কিছু বল্‌বার আছে ?

সারদা। (মাথা চুলকাইয়া) তা-আর ও সব কেন বাবু এই বয়সে—

রায়। (বজ্র কণ্ঠে) খবরদার! বয়স আমার হ'য়েছে স্বীকার ক'রি কিন্তু বাংলা দেশের যে কোন যুবক আসুক আমার সঙ্গে শক্তিতে! বয়স! (সুকুমারের কাছে গিয়া) একটা কথা কি জান সুকুমার? উপদেশ, আশীর্ব্বাদ, অনুরোধ, উপরোধ তারাই করে যারা নিজেরা দূর্ব্বল। আজ যে ওই Terroristদের পাণ্ডারা আমার জন্য এত চিন্তিত তা'র কারণই হ'লো, তারা মনে মনে আমাকে ভয় করে; আমার শক্তিকে পূজা করে।

(হঠাৎ যেন খেয়াল হইল তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে সোফায় বসিয়া গা এলাইয়া দিলেন ও অত্যন্ত মৃদু ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আরতিকে ডাকিলেন)

রায়। আরতি? (আরতি কাছে আসিল)

আরতি। দাদু!

রায়। (আরতির পিঠে হাত দিয়া) কই তোরা সিনেমা গেলি না?

আরতি। তুমি যে যাবে ব'লেছিলে দাদু।

রায়। না দিদি, আমি একটু নির্জ্জনে থাকতে চাই, তোমরা যাও। সুকুমার, যাও আর দেরী কো'রনা। (সুকুমার ও আরতির প্রস্থান) (ক্লান্ত কণ্ঠে) সারদা!

সারদা। বাবু।

রায়। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া তো।

সারদা। এই যে আনি বাবু। (দ্রুত প্রস্থান)

(রায় বাহাদুর সোফার মাঝখানে বসিয়া দু'হাতে মাথা টিপিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সারদা জল লইয়া প্রবেশ করিল)

সারদা। বাবু জল।

রায়। (হাত বাড়াইয়া নির্লিপ্তের মত জল লইলেন) কালাচাঁদ এসেছে ?

সারদা। এসেছে বাবু! বাইরে ব'সে আছে।

রায়। শীগ্‌গীর পাঠিয়ে দে।

(সারদা প্রস্থান করিল। একটু পরে কালাচাঁদের নিঃশব্দে প্রবেশ। কালাচাঁদ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, চোখ দুটী কুটিলতায় ভরা)

আয়। (কালাচাঁদ নিঃশব্দে রায় বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) তারপর কি খবর কালাচাঁদ ?

কালা। আপনার আশীর্ব্বাদে বেঁচে আছি হুজুর।

রায়। তুই জানিস্ তোকে কেন ডেকেছি ? আয় বোস।

(কালাচাঁদ পায়ের তলায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল)

একটু খোঁজ খবর নে দিকিনি পুরোনো আড্ডা গুলোতে। আর আমার বাড়ীর আশে পাশে একটু নজর রাখিস্ কেমন ? (কালাচাঁদ নিরুত্তর) কিরে চুপ ক'রে রইলি যে ?

কালা। আজ্ঞে আর কেন, বয়েস হ'লো, আর ও সব ভালো লাগে না হুজুর।

রায়। বেশ তো, আর একবার হাত যশ দেখা ? (কালাচাঁদ নিরুত্তর) কিরে কোন কথা বলছিস্ না যে ? কি হ'য়েছে তোর ?

কালা। আর কেন হুজুর, আপনারও তো বয়েস হ'লো, আবার কেন ?

রায়। তাতে কি ?

কালা। এবার ছাড়ান্ দেন।

রায়। সে কিরে তোর উপর যে আমি ভরসা ক'রি।

কালা। হুজুর আর নয়, দিন কতক একটু আরাম ক'রে ঘুমিয়ে নিই

রায়। কি, কি ব'ল্‌লি ? আর একবার ব'ল ?

কালা। বাবু !

রায়। হারামজাদা ঘুমিয়ে নিবি ? সারদা ! সারদা ! (সারদার প্রবেশ) আমার ১নং চাবুকটা।

(সারদা প্রস্থান করিল ও মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী চাবুক আনিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিল। রায় বাহাদুর ক্ষিপ্র হস্তে চাবুক লইয়া কালাচাঁদকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। কালাচাঁদ মাটিতে পড়িয়া গোঁঙাইতে লাগিল)

বেটা নর্দ্দমার কুকুর ! আরাম ক'রে ঘুমিয়ে নিবি ? পাজী, ছুঁচো কৃতজ্ঞতা ভুলে গেলি। তিন তিন বার ফাঁসীকাট থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। জানিস্, কার দয়ায় এই পৃথিবীর আলো হাওয়া দেখতে পাচ্ছিস্ ? বল ? বল ? এখনও !

কালা। তা সে তখন না বাঁচালেই ভাল ক'রতেন—হুজুর !

রায়। বটে ? বটে। খুব বড় বড় কথা ব'ল্‌তে শিখেছিস্ দেখছি। আচ্ছা (পুনরায় বেত্রাঘাত) এখনও বল ! এখনও বল কালাচাঁদ। নয় তো তোর ভগবানকে ডাক ?

কালা। থামুন হুজুর। স্বীকার ক'রলুম হুজুর। উঃ পিঠটা কেটে গেল। উঃ—

(কালাচাঁদ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রায় বাহাদুর হিংস্র পশুর মত কালাচাঁদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য।

(বিপ্লবীদের কক্ষ :—কক্ষটী Den। বৈদ্যুতিক উপায়ে পরে Libraryতে রূপান্তর করণ। কক্ষটী নানারকম বিজ্ঞান সম্পন্ন :বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ, সামনে একটী টেবিল রহিয়াছে এবং পার্শ্বে একটী টেলিফোন Booth। টেবিলের পার্শ্বে একটী বেঞ্চ রহিয়াছে। টেবিলের উপর ২টী টেলিফোন, একটী মাইক্, একটী বেতার যন্ত্র ও একটী প্রেরক যন্ত্র এবং একটী কলিং বেল। ঘরের দেওয়ালে (টেবিলের পার্শ্বে) একটী Loud Speaker। শঙ্করজীর আসন শূন্য, রত্না সিং ও কাশিমের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ, পরে অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রবেশ)

রত্না। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে? পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে?

কাশিম। হাঁ! ডায়মণ্ডহারবারের কাছে, আজ রাত্রে যে জাহাজ থেকে Arms unload করা হবে, তার সমস্ত প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। এই জাহাজটাতে যা রসদ আমরা পাচ্ছি, তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী ঘাঁটী—আমাদের Fully equipped হ'য়ে যাবে।

রত্না। এত রসদ কোথা থেকে এলো?

কাশিম। আপাততঃ বর্ম্মা থেকে! এরকম সুশৃঙ্খলায় আজকের কাজ সুসম্পন্ন হবে, যে সারা ভারতবর্ষের পুলিশ অবাক হ'য়ে যাবে। শঙ্করজী দেরী ক'রছেন কেন! একবার তাঁর হুকুমটা নিয়ে আমি চ'লে যাই।

মহাবীর। এর ভার কি তোমার উপর পড়েছে কাশিম?

কাশিম। শঙ্করজী নিজেই ক'রছেন সব কাজ। আমরা তো তাঁর নির্দ্দেশ মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

(হর্‌নাম সিং ট্যাক্সি ড্রাইভারের বেশে প্রবেশ করিল)

মহাবীর। একি হর্‌নাম সিং! তুমি?

হর্‌নাম। আজ আমি ট্যাক্সি চালাবো ; কাশিম তোমার অটোমেটিক্‌টা আজ দাও ; তোমারটা খুব Handy, ট্যাক্সি চালাতে চালাতেও use করা চ'লবে। তুমি আমারটা রাখ।

(বিভল্‌ভার বদল করিল)

কাশিম। কোথায় যাচ্ছ ?

হর্‌নাম। জানিনা, শঙ্করজীর তলব, এই দেখ Message.

(একখানি চিঠি বাহির করিয়া কাশিমকে দিল। কাশিম পড়িল)

কাশিম। To Esplanade Taxi Stand before Metro Cinema. (কাশিম চিঠি ফেরৎ দিল। হর্‌নাম সিং প্রস্থান করিল)

রত্না। শঙ্করজী আমাদের পার্টির ট্যাক্সি ক'রে কোথায় যাবেন—ডায়মণ্ডহারবার নাকি ?

কাশিম। না, না, তাহ'লে আমাকে ডাকতেন।

চন্দ্রনাথ। শঙ্করজীর কথা কে ব'ল্‌বে বল ? ঘড়ীকে ঘোঁড়া ছোটে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় Plan পাল্টাচ্ছে, ডায়মণ্ডহারবার কি—B.N.R. রূপনারায়ণ ব্রীজে ট্রেন উল্টানো, কে জানবে বল?

জামাল। B.N.R. হ'লে, সে কেস আমার। আমায় ডাকতেন।

রত্না। শঙ্করজীকে আজ খুব ব্যস্ত দেখছি। এর মধ্যে তিনবার হেড কোয়ার্টারে দৌড়ে এসেছেন, আবার বেরিয়ে গেছেন, সমস্ত দিন বাইরে বাইরে, Make-up ও Change ক'রেছেন বারে বারে।

মহাবীর। আজ সকাল ১১ টায় একটা Message এসেছিল।

রত্না। কোথা থেকে ?

মহাবীর। বোধ হয় টিক্‌টিকি সেনের কাছ থেকে।

রত্না। ফোনে ?

মহাবীর উঁহু ! ডেস্‌প্যাচে ডেলিভারী দিলে, সেই হবিবুর খাঁ— যে সেনের আর্দ্দালী সেজে I.B.তে আছে।

রত্না। টিক্‌টিকি অফিসেব খবর। এবারেও কি টিক্‌টিকিরা আমাদের Spot ক'রেছে ? কার এত মাথা ?

মহাবীর তাই তো ভাবছি।

চন্দ্রনাথ। সেই রায় বাহাদুর নয় তো ?

জামাল। কে মল্লিক ? পাগল ! সে রিটায়ার্ড করেছে।

রত্না। তুমি তাকে চেন নাকি ?

জামাল। খুব চিনি। এতবড় ডিটেক্‌টিভ ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ। যেমনি সাহস, তেমনি বুদ্ধি। কিন্তু ওতো অনেক দিন হ'ল অবসর নিয়েছে। আর তা ছাড়া ওতো একেবারে বুড়ো, ও কিক'রবে ? এবারে—

চন্দ্রনাথ। বুড়ো হ'লে কি হবে ? আবার কাজে যোগ দিতে পারে তো ? বিশেষ ক'রে আমাদের উপর ও লোকটার যেন একটা জাত-ক্রোধ আছে।

(হঠাৎ Boothএর ভিতর ঘণ্টা বাজায়, রত্না সিং Boothএর ভিতর গেল। সকলে উদগ্রীব হইয়া Boothএর বাহিরে জমায়েৎ হইল। রত্না সিং Boothএর দরজা ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল)

রত্না Pad আর Pencilটা দেখি, শঙ্করজী—

(রত্না সিং প্যাড ও পেন্সিল লইয়া Boothএর ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল)

সকলে (চাপা স্বরে) শঙ্করজী—

(পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রত্না সিং বাহিরে আসিল)

রত্না। শোন, শঙ্করজীর আদেশ, আজকে যারা হেড কোয়ার্টারে থাকবে, তাদের বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে, তার মানে আজ রাত্রে এখানেই একটা সংঘর্ষের আশঙ্কা ক'রছেন বোধ হয়।

মহাবীর। কি ব্যাপার বলতো রত্না সিং? একটু জটিল মনে হচ্ছে।

(রত্না সিংএর প্রস্থান)

হুঁ, সংঘর্ষ এখানে···তা হ'লে—

কাশিম। ঐ রায় বাহাদুর ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

চন্দ্রনাথ। তা হ'লে এবার রায় বাহাদুর দেখছি শঙ্করজীর হাতে শেষ পর্য্যন্ত প'ড়লেন।

জামাল। কিন্তু রায় বাহাদুরও তো বড় কম নয়।

কাশিম। (হাসিয়া বড়! হ্যাঁ, তা হয় তো হবে। কিন্তু শঙ্করজীর সঙ্গে খেলা করায় বিপদ আছে। জামাল মনে আছে, সেই সায়ামের ডিটেক্‌টিভটার কথা?

জামাল। সেই যাকে শঙ্করজী রসুই ঘরে পাক করিয়ে ছিলেন— হাঃ হাঃ হাঃ!

কাশিম। আর সেই বোম্বাইয়ের রাম মারাঠের কথা; শঙ্করজীর নৌকা টান্‌তো যে—হাঃ হাঃ হাঃ!

(রত্না সিং আসিয়া কিছু কাগজ পত্র লইয়া দলপতির টেবিলে রাখিয়া দিল)

রত্না। শঙ্করজী এসেছেন!

মহাবীর। এসেছেন?

রত্না। এসেছেন। বাইরে আমাদের Defence line Inspect করছেন!

মহাবীর। Defence line ?

জামাল। হুঁম্! তা হ'লে এখানেই—আঃ অনেক দিন আমার রিভল্ভারটা কাজ করেনি।

(রিভল্ভার বাহির করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে)

আজ একটু শরীরটা চাঙ্গা হবে!

(মহাবীর উঠিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিল)

কাশিম। কিন্তু আমার কপালই খারাপ দেখছি। আজকের এত বড় একটা ব্যাপারে আমাকে ডায়মণ্ডহারবার যেতে হবে;

(নেপথ্যে ভারী জুতার আওয়াজ হইল। পরক্ষণেই শঙ্করজী প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করজী কাহারও দিকে দৃক্পাত না করিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন, এবং টেবিলের উপর রাখা কাগজপত্রগুলি উল্টাইয়া একদিকে বাছিতে লাগিলেন, অন্য দিকে বিপ্লবীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন)

শঙ্করজী। কাশিম, তুমি আজ এখানেই থাকবে। ডায়মণ্ড-হারবারের আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। হেড কোয়ার্টারে আজ যে যে আছ সকলকেই দরকার, কেউ এখান থেকে যাবে না। শুধু মহাবীর—

মহাবীর। আজ এখানে কি হবে শঙ্করজী?

শঙ্করজী। (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে) বিপ্লবীর ঔৎসুক্য নিয়ম বিরুদ্ধ।

মহাবীর। (মাথা নীচু করিয়া) আমায় মাপ করুন শঙ্করজী।

শঙ্করজী। চন্দ্রনাথ সাতাশে তারিখের মেল্-রবারীর ইনচার্জ্জ তুমিই ছিলে বোধ হয়?

চন্দ্রনাথ। (দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ—

শঙ্করজী। তা'র টাকা সব ট্রেজারীতে পৌঁছেচে?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ।

শঙ্করজী। আমি এখনও হিসেব পাইনি কেন?

চন্দ্রনাথ। আজ এনেছি সঙ্গে করে।

শঙ্করজী। আচ্ছা ওটা আমাদের দিল্লীর অফিসে পাঠিয়ে দাও। আর মহাবীর, তুমি হিম্মৎ সিং মার্ডারের ইনচার্জ্জ ছিলে না?

মহাবীর। (দাঁড়াইয়া) জী।

শঙ্করজী। হুম্! (এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া) কাশিম, বাঙ্গালোরে আমাদের Arms কত মজুত আছে?

কাশিম। (দাঁড়াইয়া) পনেরো হাজার বন্দুক, তিন হাজার রাইফেল, দুশো-দশটা মেশিনগান, বোমা হাজার খানেক, ছোট বড় মিলিয়ে।

শঙ্করজী। এক মাসের মত গোরিলা যুদ্ধ করবার মত লোক আছে তো?

কাশিম। হ্যাঁ।

শঙ্করজী। ও গুলো পুনাতে Transfer করতে হবে।

কাশিম। কেন দিল্লী থেকে—

শঙ্করজী। না এবারে পুলিশ active হ'য়ে পড়েছে, আর বাঙ্গালোরে Stocking হ'বে, আমাদের Cuttack Station থেকে, বুঝেছ। জামাল তোমাদের এখন দুদিন অপেক্ষা ক'রতে হ'বে, আজ রাত্রে তোমাদের সকলকে একটা লড়াইয়ের সম্মুখীন হ'তে হ'বে। যদি বাঁচো তবে ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামের কথা হ'বে। চন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের কলম্বো অফিসের

জন্য পরশু যাত্রা করবে। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হবে! কাশিম তুমিও পরশু বাঙ্গালোরে যাবে।

(শঙ্করজী রিষ্ট ওয়াচ্ দেখিলেন)

শঙ্করজী। মহাবীর তোমার কথা বলছি।

(শঙ্করজী টেলিফোন Boothএ প্রবেশ করিলেন। মহাবীর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

কাশিম। কি ভাবছো মহাবীর?

মহাবীর। না ভাবিনি কিছু। তবে আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, একটু জল—

কাশিম। তুমি কি ভয় পেয়েছো?

মহাবীর। ভয়-না! তবে, আমার একটা কাজ ছিল যদি দু'চার দিন ছুটি পেতাম—

রত্না। এ সমিতিতে কারও কোন ব্যক্তিগত কাজ থাকতে পারে না।

মহাবীর। তা ঠিক তবে আমার মা অসুস্থ—

কাশিম। সব ভাসিয়ে দিতে হবে। (শঙ্করজীর প্রবেশ)

শঙ্করজী। মহাবীর—হ্যাঁ বলছি, তার আগে তোমাদের কতকগুলো কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেছি। তোমরা বোসো, এদেশে বিপ্লব-আন্দোলন এমন কিছু নূতন কথা নয়, বহুদিন ধ'রে ছোট খাটো বিপ্লবের চেষ্টা হয়ে আসছে, এবং দু-একবার এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এই আন্দোলন পরিচালিত হ'য়েছিল যে সারা-দেশ ব্যাপী একটা তুমুল আতঙ্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতি বারই প্রত্যেক—

আন্দোলনই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। তার—কারণ কি চন্দ্রনাথ ?

চন্দ্রনাথ। নিশ্চয়ই সংগঠনে কোন ত্রুটী ছিল।

শঙ্করজী। ঠিক্। আচ্ছা, এই সংগঠন বলতে কি-বোঝ রত্না সিং ?

রত্না। অর্থাৎ প্রসার প্রণালী—

শঙ্করজী। ব্যাপক ভাবে, কেমন ?

রত্না। শুধু তাই নয়, একটা প্রতিষ্ঠান ভাল বলতে পারি তখনই, যখন তার কর্ম্ম-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ, সুন্দর ভাবে, harmony রেখে বা সামঞ্জস্য অথবা যোগসূত্র বজায় রেখে চলতে পারে।

শঙ্করজী। আর সেই সবের ভিত্তি হ'চ্ছে Unity বা একতা। এই একতাকে বজায় রাখতেই হবে। এইটেই হল সবচেয়ে বড় সত্যিকথা। এর পূর্ব্বে যতবার এ আন্দোলন হয়েছে, ততবারই ভেঙ্গে গেছে। তেমনি আজকে আমাদের সকলের বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী করা এই বিরাট প্রতিষ্ঠান যদি সেই একতার অভাবে ভাঙ্গন ধরে, তাহ'লে কি তোমাদের সহ্য হবে ?

সকলে। কখনই না—কখনই না।

শঙ্করজী। নিশ্চয়ই না। আমরা বিপ্লবী! আমাদের অতীতের পরিচয়, বর্ত্তমানের পরিচয়, ভবিষ্যতের পরিচয় ওই একটী কথা—বিপ্লবী—। এই যে হাজার হাজার লোক বিপ্লবের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে—সহীদ হ'য়েছে, তাদের কথা ভেবে দেখো—তাদের দুর্ম্মূল্য প্রাণের তাজা রক্ত দিয়ে গড়া

এই যে সমিতি, এর প্রতি কি তোমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারো ?

সকলে। না—কখনই না।

শঙ্করজী। কিন্তু আমি যদি বলি, আমাদেরই মধ্যে এমন একজন আছেন, যিনি এখনও বিশ্বাস-ঘাতকতা করেননি, তবে দু-একদিনের মধ্যে করতে পারেন। (সকলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল) চন্দ্রনাথ বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবীর শাস্তি কি ?

চন্দ্রনাথ। (দাঁড়াইয়া) মৃত্যু !

শঙ্করজী। অন্য কোন উপায় নেই ?

চন্দ্রনাথ। না।

শঙ্করজী। আচ্ছা, এই বার তোমাদের কাছে যার যা অস্ত্র আছে, এই টেবিলের উপর রাখো। (সকলে অস্ত্র রাখিল)

আচ্ছা এইবার সকলে বল দেখি, যে তোমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতক নও। চন্দ্রনাথ ?

চন্দ্রনাথ। (দাঁড়াইয়া) আমি বিপ্লবী—বিশ্বাসঘাতক নই।

শঙ্করজী। জামাল।

জামাল। আমার প্রাণ বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকের নয়।

কাশিম। বিপ্লবীরা বিশ্বাসঘাতক হয় না, আমি বিপ্লবী।

রত্না। (দাঁড়াইয়া) বিপ্লবীর ধর্ম্ম বিপ্লবে বিশ্বাস। বিশ্বাসঘাতকতায় নয়, আমি বিপ্লবী।

শঙ্করজী। মহাবীর—

মহাবীর। (দাঁড়াইয়া) আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

শঙ্করজী। মিথ্যা কথা। মহাবীর—মিথ্যা কথা, তুমি বিশ্বাসঘাতক নও ?

মহাবীর। না।

শঙ্করজী। বিপ্লবী নামের কলঙ্ক তুমি। এখনও মিথ্যা কথা বলছো! আই, বি'র কাছে আমাদের Scheme ও Programme পনেরো হাজার টাকায় বিক্রী করবার প্রতিশ্রুতি কে দিয়েছে? তুমি নও? আজ তোমার ও চাঞ্চল্যের কারণ কি তা আমি জানি। (মহাবীরের হাত-পা কাঁপিতে লাগিল)

চন্দ্রনাথ, মহাবীরের কি শাস্তি ?

চন্দ্রনাথ। (দাঁড়াইয়া।) মৃত্যু।

মহাবীর। (কম্পিত কণ্ঠে) শঙ্করজী আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আর কখনও ও'কাজ ক'রবো না। এ বারের মত আমাকে ক্ষমা—

শঙ্করজী। রত্না সিং! বিপ্লবী বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে ক্ষমা করতে পার ?

রত্না। কখনই না।

মহাবীর। আমাকে ছেড়ে দিন শঙ্করজী, আমি আর ও নাম মুখে আনবো না।

শঙ্করজী। জামাল মহাবীরকে ছেড়ে দিতে পার ?

জামাল। (দাঁড়াইয়া) বিপ্লবী আর এ জীবনে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করতে পারে না।

শঙ্করজী। মহাবীর, তোমার দুর্ম্মূল্য জীবন দিয়ে ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের শিক্ষা দিচ্ছ, দুঃখ করবার কিছু নেই এতে। আশা করি তুমি হাসি মুখে, মানুষের মত তোমার শাস্তি মাথা পেতে নেবে।

মহাবীর। শঙ্করজী বাঁচান আমায়, আপনার দয়া আছে শুনেছি, বাঁচান আমায়। মরবো না—আমায় মারবেন না শঙ্করজী— শঙ্করজী—

শঙ্করজী। জামাল, রত্না সিং!

(জামাল ও রত্না সিং মহাবীরকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল)

মহাবীর। উঃ! শঙ্করজী; আপনি কি—মানুষ না পাথর? আমি যে বাঁচতে চাই শঙ্করজী—

(শঙ্করজী ক্ষিপ্র হস্তে রিভল্‌ভার লইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া নেপথ্যে গুলি ছুড়িলেন। মহাবীরের আর্ত্তনাদ, পরে সব স্তব্ধ—রত্না সিং ও জামাল রক্তাক্ত হস্তে প্রবেশ করিল ও সকলে মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

শঙ্করজী। বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিযোগ জানায় যে বিপ্লবীরা হৃদয়হীন, বিপ্লবীরা পাষাণ, বিপ্লবীরা অমানুষ, আর সেই হোলো বিপ্লবীর সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, আজ যে মহাবীরকে তার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য শাস্তি দেওয়া হ'ল, তার জন্য অনেকেরই হয়তো খুব কষ্ট হ'বে। কিন্তু আমাদের ওই একটী শাস্তিই আছে—যে কোনও অপরাধের একমাত্র শাস্তিই হ'ল মৃত্যু। আজ মহাবীরের দেহটা দেখে এই সত্যই উপলব্ধি করছি, বিপ্লবীদের এ ছাড়া পথ নেই। এর চেয়ে মহৎ সত্য নেই, এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই, যেদিন বিপ্লবের খাতায় আমরা নাম লেখাই, সেই দিনই আমাদের বুকটাকে গুড়িয়ে, ভেঙ্গে ফেলতে হয়। দয়া, মায়া, পাপ, পুণ্য, এমনি সহস্র সহস্র হৃদয়ের দূর্ব্বল বৃত্তিগুলোকে, টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে হয়। এই হ'ল বিপ্লবীর চরম শিক্ষা। হিমালয়ের মত

কঠিন, অটল। দুঃখে, বেদনায়, স্থির, অচঞ্চল। সহিষ্ণুতার প্রতি-মূর্ত্তি যে বিপ্লবী, সেই আমাদের আদর্শ। আশা করি আমরা এ'কথাগুলি কখনও ভুলবো না। আচ্ছা এখন তোমরা যেতে পার। (সকলে প্রস্থান করিল। রত্না সিং সকলের পিছনে)

রত্না সিং! (রত্না সিং শঙ্করজীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)

চন্দ্রনাথের উপর একটু নজর রাখতে হবে।

রত্না। চন্দ্রনাথ!

শঙ্করজী। হ্যাঁ খুব সাবধানে watch করবে।

রত্না। চন্দ্রনাথ অবিশ্বাসী?

শঙ্করজী। এখনও প্রমাণ পাইনি। তবে ওর মুখের ছায়া সন্দেহ-জনক। যাও লক্ষ্য রেখো। আর শোন, আজকে রাত্রেই আমরা হেড কোয়ার্টার বদলে ফেলবো। আমি সব Direction দিয়ে রেখেছি, যাও সেই মত কাজ কর!

(রত্না সিংএর প্রস্থান। ফোন বাজিয়া উঠিল, শঙ্করজী ফোন ধরিলেন)

হ্যাঁ; কোথায় নিয়ে আসবে তাঁদের? এই এখানে, হ্যাঁ। কোনলোক ফলো করছে নাতো? আচ্ছা! তবু আমাদের রাস্তায় নিয়ে এস'না সোজা রাস্তা দিয়ে—হ্যাঁ।

(ফোন ছাড়িয়া দিয়া এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া, সাঙ্কেতিক যন্ত্র দিয়া নানারূপ সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। পরে ফোন উঠাইয়া)

কে? আচ্ছা শোন, রায় বাহাদুরকে একটা খবর দিয়ে দাও। হ্যাঁ, সোজা আমাদের আড্ডায় নিয়ে এস। দেরী ক'রো না। (রত্না সিংএর প্রবেশ)

রত্না। আমাদের সব প্রস্তুত আছে।

শঙ্করজী। যাও আমার অর্ডার ঠিক সময় পাবে।

(রত্না সিংএর প্রস্থান। শঙ্করজী কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নানারূপ সিগ্ন্যাল করিতে লাগিলেন। কাশিমের প্রবেশ)

কাশিম, এখানের fightএ তুমিই থাক ইন্‌চার্জ্জ। একটা লোকও যেন ঢুক্‌তে না পায়। যতদূর সম্ভব কম প্রাণ নাশ করে কাজ ক'রতে হবে। তবে বেশী লোক আসবে না। কারণ শত্রুপক্ষ প্রস্তুত নয়, আমি চাই পুলিশকে আমাদের organisationটা একবার দেখিয়ে দিতে, তা হ'লে বুঝতে পারবে যে, তারা কার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে। (কাশিমের প্রস্থান ও চন্দ্রার প্রবেশ)

শঙ্করজী। এস চন্দ্রা।

চন্দ্রা। (প্রবেশ করিতে করিতে) কি ক'রে জানলেন শঙ্করজী আমি এসেছি? আপনার কি পিছন দিকেও চোখ আছে না কি?

শঙ্করজী। (মুখ না তুলিয়া) হুঁ।

চন্দ্রা। (নেপথ্যে মহাবীরের মৃত দেহ দেখিয়া) ও কি! মহাবীর?

শঙ্করজী। উঁহু! ওটা মহাবীরের মৃত দেহ। মহাবীর নেই।

চন্দ্রা। (মুখ ঢাকিয়া) উঃ! কি রক্ত!

শঙ্করজী। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) বোস চন্দ্রা—অত উত্তেজিত হোয়োনা।

(চন্দ্রা একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার দুই হাত মুখের উপর রাখা)

চন্দ্রা। আমি রক্ত দেখতে পারি না শঙ্করজী!

শঙ্করজী। তোমার এত দুর্ব্বলতা?

চন্দ্রা। মহাবীরের কি অপরাধ শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। বিশ্বাসঘাতকতা।

চন্দ্রা। সেই জন্যে মৃত্যু দণ্ড ?

শঙ্করজী। আমাদের যে একটী মাত্র দণ্ড আছে চন্দ্রা, অন্য কোনও দণ্ড নেই !

চন্দ্রা। (নেপথ্যে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া) ওটাকে আর কেন, চোখের সামনে থেকে সরান্।

শঙ্করজী। না, ওর কাজ এখনও শেষ হয়নি। মহাবীরের কাজ দেখছি ওর মৃত দেহটাই ক'রলে। (হাসিয়া) কি ভাবছ চন্দ্রা ?

চন্দ্রা। ভাবছি শঙ্করজী আপনি কি মানুষ ?

শঙ্করজী। কোথায় আমার অমানুষিকতা দেখলে ?

চন্দ্রা। উঃ এমন নির্লিপ্তের মত আপনি মানুষ খুন করেন।

শঙ্করজী। কিন্তু মানুষই তো মানুষ খুন করে চন্দ্রা !

চন্দ্রা। তারা criminals. মানুষের সমাজে তাদের স্থান নেই।

শঙ্করজী। কিন্তু আমি যদি বলি, এই মানুষের সমাজটাই হলো criminalএর সমাজ। মানুষের নীতি যারা সৃষ্টি ক'রেছে, মানুষের ধর্ম্মের পথ যারা দেখিয়ে দিয়েছে, দেবতার-পূজার জন্য যারা মন্দির তৈরী ক'রেছে, অন্নসত্র খুলে দিয়েছে, ধর্ম্মশালার সৃষ্টি করেছে, তারা সবাই criminals. আমি যদি বলি, যারা রাজত্ব করেছে, যারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য কানুন তৈরী ক'রেছে, যারা দেশকে শান্তি ও শৃঙ্খলা দিয়েছে তারাও criminals. তুমি কি অস্বীকার করতে পার চন্দ্রা।

চন্দ্রা। আর সেই criminal তো আপনিও শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। হ্যাঁ চন্দ্রা, সেই criminal আমিও। একটা কথা আছে কি জান, কণ্টকে নৈব কণ্টকম্, আমার হচ্ছে তাই। হাজার হাজার বৎসরের criminalismএর উপর প্রতিষ্ঠিত এই মানব; সভ্যতাকে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গড়তে হলে criminal হওয়া ভিন্ন উপায় নেই। শান্তির পথ ধ'রে গেলে আমার স্বর্গের সিংহদ্বার দেখ্‌বো চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ। * [(এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া)—ইচ্ছে ক'রলে হয়ত বুদ্ধ কিংবা শ্রীচৈতন্য অথবা অশোক, একটা কিছু হ'তে পারতাম কিন্তু তা'হলে আমার পরিকল্পিত মানব-সভ্যতার সূর্য্যোদয় হয়ত' আরও অনেক বৎসর পিছিয়ে যেত। তাই আমাকে হ'তে হ'য়েছে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, পাষাণ-শঙ্কর।] সাধুর মুখোস পরে যারা আমার পথের বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে-আছে, তাদের মুখোস খুলতে হলে সাধুর পোষাকে চলবে না চন্দ্রা। এই খুনীর পোষাক চাই।

চন্দ্রা। কিন্তু এই ধ্বংশের পথ দিয়ে আপনার শান্তির যুগ কি ফিরে আসবে শঙ্করজী ?

শরঙ্কজী। আমি ব'লছি আসবে চন্দ্রা। * [আমি এই পৃথিবীর জীর্ণ সমাজটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার ক'রে দিয়ে যাব, তারপর দেখবে] আস্তে, আস্তে সে গাঢ় অমানিশা কেটে গেছে, দেখবে পূর্ব্বাচল রাঙা হয়ে উঠছে, নবযুগের সূর্য্যোদয় হচ্ছে। সেই দিনই হবে বিপ্লবের শেষ রাত্রি ! তারপর দেখবে নূতন এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠছে,

সেখানে মানুষের মধ্যে ছোট-বড় নেই। উচ্চ-নীচ নেই, জাতিভেদ নেই সকলে সমান। * [যেন একটি প্রাণের বহু দেহ। প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মিলনে, মহিমায় সে এক স্বর্গরাজ্য। সেদিনও কি এই দুর্ব্বৃত্ত, হৃদয়হীন, পাষাণ শঙ্করকে তোমরা ক্ষমা ক'রতে পারবেনা চন্দ্রা !]

(চন্দ্রা নির্নীমেষ চোখে শঙ্করজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শঙ্করজী পরে সচেতন হইয়া)

কিন্তু, আর তো আমার সময় নেই চন্দ্রা, তোমায় যেতে হবে। আর দেখ তোমার দাদা চন্দ্রনাথের উপর একটু নজর রেখো। জান'তো বিপ্লবীদের আইন, আজকে মহাবীরকে দিয়ে তোমাদের ভাই-বোনকে শিক্ষা দিলাম। বিপ্লবী বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে আমি তাকে নরক থেকেও টেনে বার ক'রতে জানি। কোথাও পরিত্রাণ নাই, যাও।

(চন্দ্রার প্রস্থান। শঙ্করজী পুনরায় কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে দুইজন বিপ্লবী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আরতি ও সুকুমারের প্রবেশ, শঙ্করজী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া)

বসুন।

[আ]রতি। কি আশ্চর্য্য, আপনি !

কুমার। আমি এই সন্দেহই ক'রেছিলাম।

[শ]ঙ্করজী। কি সন্দেহ ?

কুমার। আপনিই আমাদের Kidnap ক'রে নিয়ে এসেছেন।

[শ]ঙ্করজী। আপনারা শিশু নন।

কুমার। কিন্তু শিশুর চেয়েও অসহায় ক'রে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন।

শঙ্করজী। কি রকম ?

সুকুমার। Cinema থেকে বেরিয়ে যে Taxiতে বাড়ী ফিরছিলাম তাতে আপনাদের লোক ছিল। আমাদের মুখে জলের মত কি ছুড়ে দিলে, আমরা প্রায় অচেতন হ'য়ে প'ড়লাম চিৎকারও ক'রতে পারলাম না, তারপর দেখছি এখানে নিয়ে এসেছে।

শঙ্করজী। Taxiটা আমাদের কিনা !

সুকুমার। উঃ ! আপনারা কি নৃশংস, নিরীহ পথচারীর উপর এই রকম অত্যাচার করেন।

শঙ্করজী। প্রয়োজন হ'লে ক'রতে হয় বৈকি, বসুন।

(সুকুমার বসিল। আরতি বসিতে গিয়া নেপথ্যে মহাবীরের মৃতদেহ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ভয়ে তাহাদের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল)

আরতি। (আতঙ্কে) এ কি !

শঙ্করজী। ভয় নেই ও একজন বিপ্লবী। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেয়েছে।

সুকুমার। আমাদের এখানে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্য ?

শঙ্করজী। উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নয়, আপনার মত জানতে চাই হ'বেন বিপ্লবী সুকুমার বাবু ?

সুকুমার। ঠাট্টা ক'রছেন নাকি ?

শঙ্করজী। (হাসিয়া) পাগল ! সবিনয়ে জানতে চাইছি।

সুকুমার। তাহ'লে জেনে রাখুন, আমি আপনাদের ঘৃণা ক'রি।

শঙ্করজী। অপরাধ ?

সুকুমার। আপনারা মানুষ নন শয়তান।

শঙ্করজী। ও, আর আপনারা, আপনারা কি মানুষ নাকি?

সুকুমার। নিশ্চয়ই, আমাদের সমাজ আছে, আমাদেব মধ্যে ভালবাসা আছে, আমরা খুনোখুনি ক'রি না।

শঙ্করজী। সত্যিই কি তাই সুকুমার বাবু? আপনার বুকের উপর হাত রেখে দেখুন দিকি, এত বড় মিথ্যে কথাটা ব'লে আপনার বুক কাঁপছে কিনা? যদি আপনারা মানুষকে ভালবাসেন তাহ'লে কেন গবীব, অন্নবস্ত্র হারা, সর্ব্বহারার দল, আপনাদেরই সমাজের বুকের উপর প'ড়ে আর্ত্ত-চীৎকার ক'বে সমস্ত আকাশ, বাতাস বিদীর্ণ ক'রে দেয়। ক'ই তাদের দুঃখে ত' আপনাদের বুক ফেটে যায় না? চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বার হয় না, এ কি রকম ভালো-বাসা সুকুমার বাবু? (শঙ্করজী কাগজপত্র গুছাইয়া প্রস্থানোদ্যত)

আরতি। একি, আপনি চ'লে যাচ্ছেন।

শঙ্করজী। হ্যাঁ, আরতি দেবী, আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, বেশীক্ষণ আপনাদের কাছে বসি যদি তাহ'লে আপনাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা।

আরতি। কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিন।

শঙ্করজী। সে কি! আপনারা যে আমার বন্দী।

আরতি। আমরা কি অপরাধ ক'রেছি আপনার কাছে।

শঙ্করজী। আপনার দাদু ক'রেছেন, দাদুর উত্তরাধিকারী তো আপনিই। এত' চিরকালের নিয়ম। বাবার দেনা ছেলেকে পরিশোধ ক'রতে হয়, না? এ ব্যাপার তো আপনাদের সমাজেই হয়। হয় না, সুকুমার বাবু?

আরতি। ছেড়ে দিন আমাদের—আপনি যত টাকা চান—

শঙ্করজী। টাকার অভাব আপাততঃ নেই, হ'লে জানাবো।

(শঙ্করজী প্রস্থান করিলেন, সুকুমার ও আরতি হতভম্বের মত বসিয়া রহি
সমস্ত ঘরটির আবহাওয়া ভীষণ ও ভয়ঙ্কর মনে হইতে লাগিল)

আরতি। সুকুমার বাবু!

সুকুমার। কি?

আরতি। একি হ'লো, কি হবে আমাদের?

সুকুমার। যা হ'বার তা হবেই, উপায় কি?

আরতি। আপনি অমন নিশ্চেষ্ট ব'সে আছেন কি ক'রে? এ
কিছু উপায় দেখুন!

সুকুমার। কোন উপায় নেই ব'লেই চুপ ক'রে ব'সে আছি।

আরতি। কিন্তু এমনি ক'রে মরার চেয়ে শেষ চেষ্টা দেখুন,
কোনও পথ থাকে নিস্কৃতির।

সুকুমার। সে পথ কি এরা খোলা রেখেছে। কি কুক্ষণেই
সিনেমা দেখতে যাওয়া হ'য়েছিল।

(নেপথ্যে দরজা খোলার শব্দ হইল)

আরতি। চুপ্, কে যেন আসছে। (শঙ্করজী ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন)

শঙ্করজী। (আরতি ও সুকুমারের প্রতি) আপনাদের এখানে অসুবিধা হ'চে
আপনাদের জন্য অন্য ঘরে ভালো বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে
যান। (কলিং বেল বাজাইলেন। কাশিমের প্রবেশ)
(কাশিমের প্রতি) এঁদের নিয়ে যাও।

(আরতি কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, শঙ্করজী অঙ্গুলি সংকেত ক
যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। আরতি ও সুকুমারকে লইয়া কাশিম প্রস্থান করি
শঙ্করজী কাগজপত্র গুছাইলেন)

(নেপথ্যে) রায় বাহাদুর এসেছেন—

শঙ্করজী। এসেছেন ?

(নেপথ্যে) হ্যাঁ, সঙ্গে পাঁচজন গার্ড।

শঙ্করজী। বেশ, ঢুকতে চায় তো বাধা দিওনা।

(নেপথ্যে) না-না, গার্ড বাইবে র'ইল, রায় বাহাদুর আপনার ঘরের দিকে যাচ্ছেন।

শঙ্কবজী। বেশ, আসতে দাও।

(শঙ্কবজীব মুখে মৃদু হাসি ফুটিযা উঠিল। শঙ্কবজী একটী বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘবটী Den হইতে Libraryতে পবিণত হইল। রায় বাহাদুব অতি সন্তর্পনে সন্দিগ্ধ ভাবে দুই পাশে দেখিতে দেখিতে বিভল্‌ভারটী বজ্র মুষ্টিব মধ্যে ধবিযা প্রবেশ কবিলেন। চোখ দুইটী যেন বাঘেব মত জ্বলিতেছে বায বাহাদুব ঘবে প্রবেশ করা মাত্র ঘরেব সমস্ত দরজা বন্ধ হইযা গেল)

রায়। (ঘবেব দবজাগুলি ধাক্কা দিতে দিতে) আরতি, আরতি, সুকুমার।

(বাহিবে বন্দুক ও মেসিন্‌গানের আওযাজ হইতে লাগিল। রায বাহাদুর কান পাতিযা শুনিতে লাগিলেন)

উঃ! এযে একেবারে দস্তুরমত লড়াই চ'লেছে, আরতি, আরতি।

(বায বাহাদুব ঘবেব সমস্ত দবজা গুলিতে উন্মত্তেব মত ধাক্কা দিয়া খুলিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বিফল মনোবথ হইয়া বন্দী ব্যাঘ্রের মত ঘুবিয়া বেড়াইতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে) রায় বাহাদুর। নড়বার চেষ্টা ক'রবেন না, আপনার শেষ সময় উপস্থিত। রিভল্‌ভার মাটিতে ফেলুন।

রায়। (ব্যাঘ্রেব মত গর্জ্জন কবিয়া) কে, কে, তুমি কে ?

(চন্দ্রনাথ হঠাৎ একটী গোপন পথ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রায় বাহাদুবেব পিঠেব উপর বিভল্‌ভারের নল রাখিল, রায় বাহাদুর যতদূর সম্ভব ঘাড় ফিরাইয়া চন্দ্রনাথেব বিভল্‌ভারটী দেখিযা নিজের পিস্তলটী নামাইয়া রাখিলেন, বাহিরে বন্দুকের শব্দ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া গেল। শঙ্করজী ক্ষিপ্র পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রায় বাহাদুরেব পিস্তলটী কাড়িয়া লইলেন এবং চন্দ্রনাথকে বাহিরে যাইতে নির্দ্দেশ করিলেন)

শঙ্করজী। চিন্‌তে পারছেন রায় বাহাদুর ?

(রায় বাহাদুর কুটিল দৃষ্টিতে শঙ্করজীর প্রতি চাহিলেন, পরে হঠাৎ পকেটের মধ্যে হাত দিয়া বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে যাইবেন—এমন সময় উচ্চ হাস্য করিয়া)

হাঃ হাঃ হাঃ, আপনার অনুচরদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে কাল দেখা হবে। তার আগে নয়।

রায়। আরতি, সুকুমার কোথায় ?

শঙ্করজী। তাঁরা নিরাপদেই আছেন, আপনি ভাববেন না।

রায়। কোল্‌কাতা সহরের এত কাছে তোমাদের আড্ডা, আর পুলিশ তা জানে না। সভ্যতার বুকের উপর ব'সে তোমরা অবাধে মানুষ খুন পর্য্যন্ত ক'রে যাচ্ছ, অথচ তোমাদের খবর কেউ পায় না। আমাকে তাহ'লে তুমিই খবর দিয়েছিলে ?

শঙ্করজী। হ্যাঁ, আপনাকে যে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পাব, তা আমি আশা ক'রিনি রায় বাহাদুর। অবশ্য জাল ফেলেছিলুম সেই জন্যেই।

রায়। তোমাদের কি উদ্দেশ্য, কিসের জন্য তোমরা, আমার আরতিকে Kidnap ক'রেছো ?

শঙ্করজী। উদ্দেশ্য খুবই সরল। আপনাকে বাধ্য ক'রতে চাই, পুলিশের কাজে যোগদান না দেওয়ার জন্য।

রায়। এই উপায়ে তুমি চাও আমাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রতে, যুবক তোমার ধৃষ্টতা আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে।

শঙ্করজী। ধৃষ্টতার জন্য মাপ চাইছি রায় বাহাদুর। কিন্তু অনুরোধ আপনি রাখবেন না জেনেই এই উপায় অবলম্বন ক'রেছি।

রায়। কিন্তু এ উপায়েও যদি আমি ক্ষান্ত না হই?

শঙ্করজী। আরতির প্রাণের বিনিময়েও নয়?

রায়। (দৃঢ় কণ্ঠে) না।

শঙ্করজী। আপনার প্রাণ!

রায়। (উচ্চহাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, ভয় দেখিয়ে তুমি আমাকে ক্ষান্ত ক'রতে চাও? আর যদি বলি যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন শক্তিই আমার এই অভিযানকে স্তব্ধ ক'রতে পারবে না।

শঙ্করজী। (রিভল্‌ভার রায় বাহাদুরের বুকের উপর রাখিয়া) কিন্তু আপনার প্রাণ তো' এখন আমারই হাতে রায় বাহাদুর?

রায়। তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষাতো আমি ক'রিনি যুবক। তুমি অনায়াসে আমাকে এখানে খুন ক'রতে পার। তোমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী আমি আশাও ক'রি না। যা'দের ধর্ম্ম ডাকাতি ক'রে, খুন ক'রে, লুঠ ক'রে, নিজের কার্য্য সিদ্ধি করা, যারা স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত সম্মান ক'রতে জানেনা, তাদের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করা মূর্খতা। (কুটিল দৃষ্টিতে শঙ্করজীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া) কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যুবক, তোমরা কি বোঝ না, তোমরা কত দুর্ব্বল, কত ভীরু—

শঙ্করজী। অর্থাৎ।

রায়। অর্থাৎ কাওয়ার্ড। আমাকে পুলিশের কাজে যোগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠানো। লুকিয়ে চিঠি পাঠিয়ে' আমার নাত্নীকে ভয় দেখিয়ে, তাকে চুরি ক'রে,

আর শেষ পর্য্যন্ত আমাকে খুন করবার ভয় দেখিয়ে, আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা, কত ভীরুতা, কত বড় কাওয়ার্ডিস্ (মৃদু হাসিয়া) যদি তোমাদের সাহস থাকতো তাহ'লে সাহসীর মত নেমেআসতে সম্মুখ যুদ্ধে, লুকিয়ে এ কাজ ক'রতে না।

শঙ্করজী। (হাসিয়া) বেশ, তবে তাই হোক। আপনার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হ'য়েছে রায় বাহাদুর। আজ থেকে শক্তি পরীক্ষা সুরু হোক। কিন্তু একটা কথা, নিজের সমকক্ষ কেউ নেই, এ ধারণা ছেড়েদিয়ে কাল থেকে কাজ সুরু ক'রবেন। আপনি যান নিরাপদে বাড়ী পৌঁছাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। (শঙ্করজী প্রস্থানোদ্যত)

রায়। আরতি, সুকুমার, তারা কোথায় ?

শঙ্করজী। সুকুমারের মত মেরুদণ্ড হীন লোককে নিয়ে আমার কোন কাজ নেই সুকুমার আপনার সঙ্গে চ'লে যাবে।

(রায় বাহাদুর কুটিল দৃষ্টিতে শঙ্করজীর মুখের দিকে চাহিলেন। শঙ্করজী মৃদু হাস্য ক'রিলেন)

রায়। আরতি ?

শঙ্করজী। আরতিকে তো ছাড়বোনা রায় বাহাদুর। (রায় বাহাদুর কিছু বলিতে যাইবেন) আর কোনও কথা নয়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখান থেকে আপনাকে চ'লে যেতে হবে। কারণ আমাদের এই আড্ডা এখনই নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হবে, শিগ্‌গির যান।

রায়। আরতিকে ছাড়বে না ?

শঙ্করজী। ছাড়তে পারি ঐ এক সর্ত্তে।

রায়। বটে! --

শঙ্করজী। রায় বাহাদুর আমার অনুরোধ, আপনি শিগ্‌গির যান।

রায়। যাচ্ছি, তবে আবার দেখা হবে।

শঙ্করজী। যদি হয়, তবে তা হবে ট্রাজিডি।

রায়। কার পক্ষে?

শঙ্করজী। হয়তো আপনার, হয়তো আমারও।

(শঙ্করজীর দ্রুত প্রস্থান, অপর পার্শ্বের দরজা খুলিয়া গেল এবং আলো আসিল, রায় বাহাদুর সেই দরজা দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

* - প্রথম দৃশ্য -

(রায় বাহাদুরের শয়নকক্ষ—কক্ষটি আধুনিক রুচিসম্পন্নভাবে সজ্জিত। রায় বাহাদুর পিছনের দেয়ালে তাঁহার পলাতক পুত্রের তৈল চিত্রটির দিকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অন্য পার্শ্বের দেয়ালে আরতির চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভৃত্য সারদা এক গ্লাস জল ও একটি ঔষধের শিশি লইয়া প্রবেশ করিল। গ্লাসটি একটি টেবিলের উপর রাখিয়া ঔষধের দুইটি বড়ি শিশি হইতে বাহির করিয়া রায় বাহাদুরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল)

সারদা। বাবু, ওষুধটা খেয়ে নিন্। (রায় বাহাদুর নিরুত্তর) বাবু, রাত্তির অনেক হ'ল।

রায়। ওঃ কে? সারদা!

সারদা। ওষুধটা—

রায়। হ্যাঁ, দে! (সারদার হাত হইতে ঔষধের বড়ি লইয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া, পরে গ্লাসের জল ঢক্‌ঢক্ করিয়া পান করিলেন। সারদা খালি গ্লাস লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

সারদা! আরতি কতদিন হ'ল গেছে!

সারদা। আজ্ঞে তা --

রায়। (বাধা দিয়া) আচ্ছা সারদা, আরতিকে যাবার দিন বড় ব'কে-ছিলাম না ? (সারদা নিরুত্তর) বয়স হ'য়েছে আজকাল ! আর মনেরও ঠিক থাকে না। (সারদা চক্ষু মার্জ্জনা করিতে লাগিল) কিরে সারদা -কাঁদছিস্ বঝি ?

সারদা। না বাবু, চোখটা ক'দিন ধ'রে—

রায়। বুঝেছি !

সারদা। অনেক রাত্তির হোলো বাবু কখন শোবেন !

রায়। ও, হ্যাঁ ! শুয়েই পড়া যাক্ !

(রায় বাহাদুর ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিলেন। সারদা আলো কমাইয়া দিয়া পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায় বাহাদুর নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ রায় বাহাদুর এক অদ্ভুত আওয়াজ করিয়া উঠিলেন এবং বালিসের নীচে হাত ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে শক্ত মুষ্টিতে রিভল্‌ভার ধরিয়া শয্যা হইতে নামিয়া, ছুটিয়া গিয়া দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

রায়। নাঃ ক'ই দরজা ত' বন্ধ ! (চারিদিকে চাহিয়া) তবে-তবে কে ? ওই ত' এখনও যেন কারা ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা ব'লছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই ত' কা'রা যেন কাঁদছে। একেবারে অবিকল কান্নার স্বর ! মেয়ে মানুষের গলা—

(ধীরে ধীরে এক-পা' এক-পা' করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন)

ওই, আবার ! কাকে ব'লছ তোমরা ? আমাকে ? আমাকে ব'লছ তোমাদের ছেলেদের ফিরিয়ে দিতে ? আমি তা'দের ফাঁসি দিয়েছি ? (অদ্ভুতভাবে হাসিয়া)—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি ফাঁসি দেবার মালিক নাকি ? সরকারের বিচারে তাদের ফাঁসি হ'য়েছে !---কি—আমি ধরিয়ে দিয়েছি—তা'-তা' আমি কি ক'রব—

(আবার অদ্ভুত হাসিতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

উঃ! কতলোক—তোমরা কী ব'লতে চাও তোমাদের সকলকার ছেলেকে আমি ধ'রিয়ে দিয়েছি! আন্দামানে! জেলে!! ফাঁসিতে!!! না-না-না—আমি বিশ্বাস ক'রিনা—না!

(হঠাৎ উঠিয়া হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় রায় বাহাদুর সমস্ত শয়নকক্ষের মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটি কোনে দাঁড়াইয়া যেন বিভীষিকা দেখিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

উঃ! ওই আবার! আবার সেই বুকফাটা কান্নার আওয়াজ! সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য! একী হোলো, রায় বাহাদুর! তোমার ত' এত দুর্ব্বলতা ছিল না। তুমি ত' কখনও কারও কান্না শুনে বিচলিত হওনি। কত বিধবা মায়ের বুক থেকে জীবনের একমাত্র সম্বল পুত্রকে কেড়ে নিয়ে এসেছ—কত প্রণয়ী পত্নীর বাহুর আলিঙ্গন থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ—কত পিতার বুকে বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে ফাঁসি দিয়ে শেল দিয়েছ—তা'দের হাহাকারে স্বর্গ যদি থাকত; সেখানকার সিংহাসন পর্য্যন্ত ট'লত, কিন্তু তোমার বুকে ত' একটি আঁচড়ও কেউ কাটতে পারেনি—

(কতকটা সাহস পাইয়া পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল)

রায়। (শুষ্ককণ্ঠে) ওই-ওই আবার। আবার তারা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা ব'ল্‌ছে! ওই! ওরা-ওরা কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রছে নাকি? না, না—ওরা ত' কাঁদছে—হ্যাঁ কাঁদছে—খুব মৃদু, কিন্তু খুব সুস্পষ্ট।

(আতঙ্কে পিছনের দিকে হটিতে হটিতে দেয়ালে ধাক্কা লাগিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন)

ওই, ওরা সবাই আসছে আমার দিকে। উঃ কত কাছে! কত কাছে!! ওকি, তোমরা সবাই অমন ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আসছ কেন? আমি কি ক'রেছি তোমাদের! আমাকে বারবার অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছ কেন? স'রে যাও—স'রে যাও বল্‌ছি। নয়ত, নয়ত, তোমাদের প্রিয়-জনদের যে পথে পাঠিয়েছি সেই পথে তোমাদেরও পাঠাব। স'রে যাও (পিস্তল উঠাইয়া) সরে যাও ব'লছি!

(আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে কান্নামিশ্রিত এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে—)

গেলেনা—এখনও গেলেনা তোমরা! তোমরা কি চাও? বল! বল!! আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও!! কী ব'ল্লে, তা'দের ফিরিয়ে দেব? ফিরিয়ে দেব? কি ক'রে ফিরিয়ে দেব? কি ক'রে তা হ'বে? তা'রা যে রাজদ্রোহী—রাজদ্রোহীতার শাস্তি পেয়েছে! আমি কি ক'রব! আবার! বিশ্বাস ক'রছ না? হাসছ! উঃ কি বীভৎস হাসি! না, না, না, অমন ক'রে হেসো না—অমন ক'রে কেঁদ' না! সারাজীবন ধ'রে তোমরা কী এমনি ক'রে আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবে? অথচ কেউ জানবে না—কেউ বুঝবে না!—না, না, না—আর আমি সহ্য ক'রতে পারি না—তোমরা যাও—যাও—(চীৎকার করিয়া) যাও—দূর হও ব'লছি!

(পিছনের দরজা খুট্ করিয়া আওয়াজ হইল। কালাচাঁদ সর্ব্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত হইয়া প্রবেশ করিল)

(সচকিত হইয়া) কে?

কালা। আমি কালাচাঁদ হুজুর! একি, আপনি ঘুমোন নি?

রায়। (প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া) তুই এত রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে আছিস্। ঘুমোতে যাস নি?

কালা। কোথায় আর ঘুম হুজুর! চোখ বোজবার কি জো আছে?

রায়। কেন কালাচাঁদ?

কালা। সে আর ব'লবেন না হুজুর—চোখ বুজেছি ত' অমনি সব এসে ভুতের নেত্য জুড়ে দেবে!

রায়। কারা—কারা আসবে কালাচাঁদ!

কালা। ওই যে যাদের খুন ক'রেছি—তা'রা! সকলে মিলে জোট পাকিয়ে আসে—এসে ভয় দেখায়! আর হুবহু ঠিক তা'রা! সেই অবস্থায়! মারিট্ সাহেবকে যখন খুন ক'রেছিলাম, তখন তা'র গায়ের সাদা জামাটা রক্তে ভিজে লাল হ'য়ে গিয়েছিল—ঠিক সেইরকম রক্তে সপ্সপে ভিজে! তাজা! গরম!! ভ্যাপ্সা গন্ধটি পর্য্যন্ত! সে আর ব'লবেন না হুজুর—সব কাণ্ডই আলাদা! (ঈষৎ হাসিয়া) পাপী, খুনীদের দুঃখের কথা আর ব'লবেন না হুজুর!

(রায় বাহাদুর দুইহাতে মাথা টিপিয়া কী চিন্তা করিতে লাগিলেন)

সেইজন্যেই ত' বলি হুজুর! কেন আপনি ফাঁসিকাঠ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তখনই যদি সব শেষ হ'য়ে যেত ত' ভালই হোত! এ যেন বেঁচে মরা! সমস্ত দিন বেশ আছি—কিচ্ছুটি নেই! কিন্তু অন্ধকারটি হ'য়েছে—চোখে ঢুলটি এসেছে কী অমনি আরম্ভ হ'বে। অথচ মনিষ্যি হ'য়ে চোখ না বুজেও ত' উপায় নেই। আর চোখ না বুজলেই বা কী! রাত্তিরকে ত' আর ঠেকাতে পারব না!

তাহ'লেই শালার শালারা এসে নাচতে সুরু ক'রবে! উঃ, বাপ্‌রে! সে কী নাচ!

(রায় বাহাদুর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন)

ওই জন্যেই ত' একটু আধটু নেশা ক'রি হুজুর! শালারা নেশার কাছে আসে না—মদকে শালারা বড় ভয় করে!

রায়। তাই নাকি?

কালা। হ্যাঁ হুজুর! এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি! শালার ভুতেরা মাতালের কাছে এগোয় না—ওদের শাস্তরে মাতালকে ছুঁতে নিষেধ হুজুর! তা' নইলে কালাচাঁদের চোদ্দপুরুষ ছোট জাত হ'তে পারে—কিন্তু ধম্মকম্ম ক'রেছে হুজুর! মদভাঙের ত্রিসীমায় কেউ যায়নি! এই আমি খাই কেবল ওই জন্যে—ওই শালাদের নাচের জন্যে!

রায়। কিন্তু তুইই বা কেন ধর্ম্মকর্ম্ম করলি না কালাচাঁদ?

কালা। (কপালে হাত ঠেকাইয়া) সে কি আর আমি—এই ইনি! বিধেতা পুরুষ লিখেই রেখেছেন ত' আমি কি ক'রব হুজুর? আমার কি আর হাত ছিল! সব সেই বিধেতা পুরুষের কাণ্ড!

রায়। হুম্!

কালা। একবার সেই শালাকে পেলে জিগ্যেস্ করতুম!

রায়। কাকে কালাচাঁদ?

কালা। ওই শালা বিধেতা পুরুষকে হুজুর!

রায়। কেন, কি জিজ্ঞাসা ক'রতিস্?

কালা। জিগ্যেস্ করতুম যে কেন সে আমার কপালে ও'রকম

লিখ্‌লে ? আমি তা'র কি ক'রেছিলাম ! শালারা বলে কম্মফল ! আপনিই বলুন না হুজুর, কালাচাঁদ লোক হিসেবে কি মন্দ ? সবচেয়ে রাগ হয় শালার ওপর এই জন্যে— যে খুন করার কথা লিখ্‌লি—বেশ করলি ! কিন্তু ফাঁসির কথাটা লিখ্‌তেই ভুল ক'রলি ?

রায়। তাহ'লে তোর আমার ওপরেও রাগ হয় কালাচাঁদ ?

কালা। আপনার ওপর রাগ ক'র্ত্তে যাব কেন হুজুর ?

রায়। আমিই ত' তোকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলাম !

কালা। হ্যাঃ ! আপনি কি ক'রবেন হুজুর ! সব সেই শালার কাজ ! সে শালা না ভুল ক'রলে ত' এ কাণ্ড আর হোত না ! খুন ক'রেছিলাম—ফাঁসি যেতুম ! ব্যস্—মিটে যেতো ! তা নয় !

রায়। খুন ক'র্ত্তে গেলি কেন কালাচাঁদ ?

কালা। হোই দেখুন ! আপনারও মাথা খারাপ হ'য়ে গ্যাছে ! অদেষ্ট'র লেখন যে হুজুর !

রায়। না-না, একটা কারণ ত' ছিল ?

কালা। তা ছিল ! কিন্তু সে কথা যে কেউ বিশ্বাস করে না হুজুর !

রায়। কি কথা ?

কালা। না খেতে পেয়ে খুন করার কথা ! লোকে শুনলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে-হ্যাঃ, খেতে না পেলে বুঝি মানুষ মানুষকে খুন করে ! শালারা পেটপুরে খেতে পায় কি'না ! পেটের ক্ষিদে বড়ই সাংঘাতিক হুজুর ! ও আপনারা বুঝবেন না ! বৌটার ছেলে হবার পর থেকে, কী যে ব্যামোয় ধ'রল

—শালীর উঠ্‌তে ব'স্‌তে খাওয়া—রাক্ষুসে ক্ষিদে! ছেলে-টারও কান্না! মায়ের বুকে একফোঁটা দুধ নেই—আর আমারও একপয়সা রোজগার নেই! জোড়াবাগানের সর্দ্দার পকেট মারার কাজ দিল! কিন্তু সে শালাও যত আনি সব নিয়ে নেয়! চার পয়সা—কান্নাকাটি ক'রে বড্ড জোর দু' আনা, এর বেশী নয়! এতে কি ক'লকাতার মত সহরে তিন তিনটে প্রাণীর রাক্ষুসে ক্ষিদে শোনে! ওই জন্যেই ত' দিলুম শালার সর্দ্দারকে খুন ক'রে, নে শালা কত নিবি নে—(রায় বাহাদুর পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক)—তাই ব'লি, তোরাও ত' রইলি না, অথচ আমাকে দিয়ে মানুষ খুন করালি! আমার নিজের জন্যে কখনও মানুষ খুন ক'রতুম না। উপোষ ক'রে শুকিয়ে রাস্তায় ম'রে প'ড়ে থাকতুম—সকালে ম্যেথরে ঠ্যাং ধ'রে ফেলে দিত'। সব আপদ চুকে যেত! (কালাচাঁদ হাসিয়া উঠিল রায় বাহাদুর মুখ ফিরাইয়া লইলেন)

রায়। (সস্নেহ কণ্ঠে) কালাচাঁদ তোর বড় কষ্ট না রে?

(কালাচাঁদ ঘাড় নাড়িল)

একটা জিনিষ এনেছি খাবি! খাবি, কালাচাঁদ?

(কালাচাঁদ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল)

বল্‌দিকিনি কি? হাঃ হাঃ হাঃ! পারলি না ত'? (গোপনীয়ভাবে) দুর বোকা! আরে মদ! মদ এনে রেখেছি ব্যাটা! হাঃ হাঃ হাঃ! খাবি?

কালা। (গলিয়া গিয়া) কই দ্যান্‌! তা' একটু নেশাই করি! হাড় গুলো পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

(রায় বাহাদুর অস্বাভাবিক ব্যস্ততাসহকারে আলমারীর নিকট গিয়া একটী মদের বোতল ও কাঁচের গ্লাস লইয়া অসিয়া কালাচাঁদের পাশে বসিলেন)

রায়। কি ক'রে খুলবি ?

কালা। (রায় বাহাদুরের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া) হ্যান্! ওসব আপনাদের কম্ম নয়। (দাঁতে করিয়া খুলিয়া) খাই ?

রায়। হ্যাঁ! হ্যাঁ!! দে আমি ঢেলে দি' আর তুই খা'! কেমন ?

(রায় বাহাদুর মদ ঢালিয়া দিলেন ও কালাচাঁদ নিঃশব্দে খাইতে লাগিল)

কেমন লাগছে কালাচাঁদ ?

কালা। কি আর বলব হুজুর ! এমন জিনিষটী আর হয়না। আমাদের মত লোকের এই দরকার। এ হ্যান্ যদি তাহ'লে হুজুর যা বল'বেন তা' করব। এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রছি হুজুর !

রায়। শোন, নূতন আড্ডার খবরটা পেয়েছিস্ ত' ?

কালা। কালাচাঁদকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত হুজুর।

রায়। ওদের কাগজপত্র কিছু চুরী ক'রে নিয়ে আসতে পারিস্।

কালা। (দাঁড়াইয়া) এক্ষুনি হুজুর ! এই রাত্তির বেলায়ই ঠিক হবে।

রায়। (মদের বোতল দেখাইয়া) এই দেখ ! যদি নিয়ে আসতে পারিস্ তাহ'লে বাকীটা তোরই। বুঝলি !

(কালাচাঁদ ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল। রায় বাহাদুর শয্যায় গিয়া বসিয়া দুই হাতে মাথা-টিপিয়া ধরিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(চন্দ্রার ঘর চন্দ্রা শঙ্করের কাগজপত্র সব গুছাইয়া রাখিতেছে ও গুন্ গুন করিয়া মৃদুস্বরে একটা স্বর ভাঁজিতেছে। হঠাৎ থামিয়া পিছনের দরজার দিকে চাহিয়া বলিল)

চন্দ্রা। কে?

আরতি। (নেপথ্যে)--আমি!

চন্দ্রা। (দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া) ও আরতি দেবী, আপনি ঘুমোননি?

(আরতির প্রবেশ)

আরতি। না, ঘুম আস্‌ছে না।

চন্দ্রা। বসুন! (আরতি বসিলনা, ইতঃস্তত দেখিতে লাগিল) আপনার কি কোন অসুবিধে হ'চ্ছে?

আরতি। অসুবিধে—না!

চন্দ্রা। আপনি কি এত ভাব্‌ছেন?

আরতি। ভাব্‌ছি—না! (সোফায় বসিয়া) কিন্তু আপনি কেমন ক'রে একথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন? এ অবস্থায় কে না-ভেবে থাকতে পারে? (কতকটা আত্মগতের মত) উঃ—এক মূহুর্ত্তে কী সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! দাদু হয়তো আমার জন্য নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। হয়তো পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমাকে সন্ধান করার জন্য, (চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল উঃ! আর ভাব্‌তে পারিনা আমি!

চন্দ্রা। (বিচলিত হইয়া) ওকি! আপনি কাঁদছেন?

আরতি। না, কাঁদিনি! আমি জানি এখানে কেঁদে কোন ফল নেই

চন্দ্রা। (লজ্জিত হইয়া আরতির পাশে বসিয়া) আমায় মাপ করুন, আমি না জেনে আপনাকে আঘাত দিয়েছি।

আরতি। (চন্দ্রার হাত দুটি ধরিয়া) ছিঃ ভাই, আপনার তো কোন অপরাধ নেই। বরং আপনার যে সঙ্গ আজ এখানে পেয়েছি, তা যে কতটা মূল্যবান আমার কাছে, তা যদি আমি আপনাকে বোঝাতে পারতাম। এত মমতা, এত ভালবাসা আপনার ; কিন্তু—

চন্দ্রা। বলুন, কি ব'লতে চাচ্ছেন, ব'লুন !

আরতি। আশ্চর্য্য ! আপনি মেয়ে মানুষ। এই নির্ম্মম বিপ্লবীদের মাঝখানে কি ক'রে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে আছেন ?

চন্দ্রা। (কৌতুক হাস্যে) কেন, সব মেয়ে মানুষই কি এক রকম হয় ভাই ! আমি নাহয় নারীজাতির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম। তাই এই নিষ্ঠুর বিপ্লবের মধ্যে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছি।

আরতি। যতই হেসে উড়িয়ে দিন, তবু আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না চন্দ্রা দেবী, জগতের কোন নারীই এপথে আসতে পারে না। উঃ, কি নিষ্ঠুর। সামনে একজনকে খুন ক'রে দিব্যি নির্লিপ্তের মত কাজ ক'রে যাচ্ছেন। যেন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সে দিনের ঘটনা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। *[চন্দ্রা দেবী, আপনাদের দলপতি শঙ্করজীর চোখ দু'টো যে দেখেছে, সে কখনও ভাবতে পারে না যে তিনি একদিন মানুষের সমাজের মধ্যেই বড় হ'য়েছিলেন। অমন নিষ্ঠুরতায় ভরা চোখ

আমি কখনও দেখিনি। মানুষের চোখই যেন নয়—যেন বাঘের চোখ—যেমনি হিংস্র, তেমনই ভয়ানক।

(নেপথ্যে জুতার আওয়াজ হইল। শঙ্করজী কয়েকটী কাগজপত্র ও একটী ম্যাপ লইয়া ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন। আরতি সঙ্কুচিত হইলেন)

শঙ্করজী। সত্যিই-কি-তাই আরতি দেবী। (আরতির সম্মুখে আসিয়া) দেখুন ত' আরতি দেবী আমার চোখ দু'টো। দেখুন, কোনও ভয় নেই। ব'লুন এ চোখ দু'টোর মধ্যে কেবলই মাংসাসী শ্বাপদের হিংস্র-কুটিল, নিষ্ঠুর দৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। দেখুন ত' এতটুকু মানুষের দৃষ্টি খুঁজে পান কিনা? দেখুন ত' দয়া, মায়া, ভালবাসা, এতটুকুও কি নেই এর মধ্যে? (আরতি মাথা হেঁট করিল) নাই বলুন! তবু আমি জানি, আপনার ভুল আপনি ধ'রতে পেরেছেন। আরতি দেবী, আপনাদেরই মত মায়ের বুকের দুধ খেয়ে, পিতার স্নেহ-ছায়ার নীচে থেকে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলের প্রেম, ভালবাসার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে একদিন আমি বড় হ'য়েছিলাম—মানুষ হ'য়েছিলাম। তারপর ঘটনাস্রোতে একদিন আপনাদের সোনার সংসারের মায়া ছাড়িয়ে এই বিপ্লবের পথ বেছে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলাম। সে অনেক দিনের কথা! (এক মূহুর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) তারপর প্রতিটি দিন, প্রতিটি মূহুর্ত্ত, বিপ্লবীর ভয়ঙ্কর জীবন নিয়ে, দেশ-দেশান্তরে উল্কার মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তাই ব'লে কি আমার শিশুকালের সেই মধুর দিনগুলির

কথা ভুলতে পেরেছি ! থাক্ সে কথা—(চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া)]
চন্দ্রা, আরতি দেবীর কোন অসুবিধে হ'চ্ছেনা তো ?

চন্দ্রা। সে কথা ওঁর মুখ থেকেই শুনুন না !

শঙ্করজী। (আরতির প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া। কেমন আছেন আরতি দেবী ?

আরতি। ভাল !

শঙ্করজী। আশা ক'রি চন্দ্রার সঙ্গ আপনার মানসিক কষ্ট ভুলিয়ে দিতে খুব সাহায্য ক'রেছে ?

আরতি। এই অনুগ্রহের জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

শঙ্করজী। হয়তো বিদ্রূপ ক'রছেন। কিন্তু আমার কথা সত্যি। (আরতি নিরুত্তর) এ' ক'দিন তো আমাদের কাজকর্ম্ম দেখলেন আরতি দেবী। আমাদের সম্বন্ধে মতামত আপনার কি সেই একই আছে, না কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে ?

আরতি। আমার মতামত নিয়ে আপনার কি লাভ শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। লাভ কিছুই না, শুধু জানতে চাই। আপনি যে জান্‌তেন, আমাদের খুনী—আর ডাকাত ব'লে, সে ভুল আপনার ভেঙেছে কিনা ? আমাদের উদ্দেশ্য যে ডাকাতি করা নয়, তা কি আপনি বোঝেননি আরতি দেবী ? ডাকাতি আমরা সময় সময় ক'রি বটে, কিন্তু যারা ডাকাতি ক'রে অর্থ সঞ্চয় ক'রে রাখে, তাদের অর্থ সাধারণের কাজে ব্যয় করার জন্য। অন্য কোন উপায় নেই ব'লে। তাদের কাছে চাঁদার খাতা নিয়ে দাঁড়ালে তো তারা দেবেনা, সেই জন্য। (আরতি নির্ব্বাক বিস্ময়ে শঙ্করজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

আরতি। কিন্তু শঙ্করজী, ওই হিংসার পথ ভিন্ন কি অন্য কোনও

পথ আপনারা বেছে নিতে পারেন না? যদি আপনাদের আদর্শ, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনই হয়, তবে তা লোককে ভালবেসে কেন করা যাবে না শঙ্করজী?

শঙ্করজী। (হাসিয়া) তা যে হয়না আরতি দেবী। না ভাঙলে যে নূতন ক'রে গড়া যায় না। আমাদের পরিকল্পনা যে নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, তা এই জীর্ণ ভিত্তির উপর সম্ভব নয়। সে কথা থাক। আমি জানি, আমাদের আদর্শ, একদিন সকলেরই মনকে জয় ক'রবে। আপনিও বাদ যাবেন না আরতি দেবী।

আরতি। ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এই সর্ব্বনাশা হিংসায় সমাজের কি কল্যাণ কামনা করেন শঙ্করজী?

শঙ্করজী। কল্যাণ! সাম্যতন্ত্র, এক শ্রেণীহীন সমাজ। এমন এক সমাজ—যেখানে মানুষের ভয় নেই। (আরতি হাসিল হাস্‌ছেন?

আরতি। কিন্তু আপনারা যা চান, তা যদি লোককে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলেন, তাহ'লে তো এই লুকিয়ে চোরের মত কাজ ক'রতে হয় না। এতে তো বাধাও প্রচুর!

শঙ্করজী। (হাসিয়া) লুকিয়ে চোরের মত কাজ ক'র্ত্তে হয়, শাসন-কর্ত্তাদের জন্য, আইন প্রণেতাদের জন্য, তাঁরা তো সাধারণের প্রতিনিধি নন্! তাঁরা একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের জন্য আমাদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর। সাধারণ লোক তো জানে আমরা তাঁদের শত্রু নই। তাঁদের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদই তো আমাদের প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড। (আরতি

নিস্তব্ধ, শঙ্করজী ঘড়ির দিকে চাহিয়া) যাক্! অনেক রাত্তির হ'য়ে গেল। চন্দ্রা, আরতি দেবীকে নিয়ে যাও, তাঁকে বিশ্রাম ক'রতে দাও। (আরতি ও চন্দ্রা উঠিল)

আরতি। আমার দাদুর কোনও খবর জানেন কি?

শঙ্করজী! ও, হ্যাঁ! আপনাকে বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। রায় বাহাদুর ভাল আছেন, আপনার কোনও ভাবনার কারণ নেই।

আরতি। আমাকে কতদিন এখানে থাক্‌তে হবে জান্‌তে পারি কি?

শঙ্করজী। (দৃঢ় কণ্ঠে) যতদিন না রায় বাহাদুর পুলিসের কাজ ত্যাগ করেন—চন্দ্রা!

(চন্দ্রাকে ইঙ্গিত করিলেন। আরতি ও চন্দ্রার প্রস্থান শঙ্করজী মানচিত্র বাহির করিয়া, টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া ঝুঁকিয়া কি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এবং মাঝে মাঝে লাল, নীল, পেন্সিলের দাগ দিতে লাগিলেন, চন্দ্রা প্রবেশ করিয়া সোফায় বসিল এবং পরে কি যেন বলিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, কিন্তু শঙ্করজীর তন্ময় ভাব দেখিয়া পারিল না, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া ডাকিল)

চন্দ্রা। শঙ্করজী! শঙ্করজী, শঙ্করজী!

(ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া শঙ্করজীর পাশে দাঁড়াইল এবং ডাকিল)

শঙ্করজী!

শঙ্করজী। (অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ—

চন্দ্রা। রাত দুটো যে বেজে গেল শঙ্করজী! (শঙ্করজী নিরুত্তর) শঙ্করজী!

শঙ্করজী। (পূর্ব্ববৎ) বুজেঝি!

চন্দ্রা। বুজেছেন, কি বুজেছেন?

শঙ্করজী। (মাথা না তুলিয়া) ওঃ! রাগ করলে বুঝি চন্দ্রা?

চন্দ্রা। * [তাতে ত' আপনার ভারি বয়ে যাবে। আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করে মরি তাহ'লেও আপনি মুখ তুলে চাইবেন না—ওই পোড়া ম্যাপটার ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে নিজের কাজ করে যাবেন !

শঙ্করজী। (চন্দ্রার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ ! ভয়ানক রেগছ দেখছি (মৃদু হাস্য) এ্যাঁ।

চন্দ্রা। আপনার মুখে রসিকতা শোভা পায় না।

শঙ্করজী। কেন ?

চন্দ্রা। রসিকতা মানুষে করে !

শঙ্করজী। তবে ?

চন্দ্রা। তবে আর কি আপনি মানুষ নন্ !

শঙ্করজী। তবে কি ?

চন্দ্রা। তা জানিনা —তবে মানুষ কে বাদ দিয়ে পশু আর দেবতাকে মিলিয়ে যদি কোনও অদ্ভুত সৃষ্টি হ'তে পারে ত' সে কতকটা আপনার মতই হ'বে !

শঙ্করজী। মস্তবড় copliments চন্দ্রা, তুমি জাননা তোমার উপমায় আমায় কতখানি উঁচুতে তুলে দিলে ! আমার আদর্শই তাই— পশুকে আর দেবতাকে মিলিয়ে যে সৃষ্টি ! তাহ'লে বুঝতে পার্চ্ছি— আমি ঠিকই হ'য়েছি— যা চেয়েছিলাম ! তা' ওসব কথা যাক— আমি কী, এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে বা এখনও ভারতবর্ষের প্রতি-প্রান্তে হচ্ছে— সে কথার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। এখন বলো হঠাৎ আমার উপর এত রাগলে কেন ?]

চন্দ্রা। রাগবো না? রাত্রি দুটো বেজে গেল, আপনার না হয় নাওয়া, খাওয়া, ঘুম, এসব না হলেও চলবে, আপনি ওসব জয় করে বসে আছেন। কিন্তু আমিতো আর তা নই আমার ঘুম পায় না?

শঙ্করজী। ওঃ! এই কথা? তা তুমি দিব্যি-আরামে ওই সোফাটার ওপর শুয়ে ঘুমুলেই তো পারতে, আমি এতটুকু বিরক্ত করতুম না।

চন্দ্রা। আহা কি বুদ্ধি আপনার।

শঙ্করজী। কেন, এর মধ্যে আবার বুদ্ধিহীনতার কি পরিচয় দিলুম?

চন্দ্রা। বুদ্ধি থাকলে— রাত দুটোর সময় একজন অনাত্মীয়া স্ত্রী-লোককে, আপনার উপস্থিতিতে একই ঘরে শুতে বল্লেন কি করে? আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ? কি দাবীতে—

(হঠাৎ চন্দ্রা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া কথা বন্ধ করিয়া মাথা নত করিল)

শঙ্করজী। যদি বলি দাবী বিপ্লবীর। যদি বলি বিপ্লবীরা সকলেই আত্মীয়, সবাই সমান, ভাই আর বোন, বিপ্লবীদের এছাড়া অন্য সম্বন্ধ নেই। (চন্দ্রা কিছুক্ষণ নিরুত্তর)

চন্দ্রা। যাক্, আপনাকে বোঝা আমার সাধ্যের অতীত। শুধুই খানিকটা অপনার সময় নষ্ট করলুম।

শঙ্করজী। * [আবার রাগ হল বুঝি?

চন্দ্রা। (মুখ ফিরাইয়া) পাথরের উপর রাগ করলে তা' ঠিকরে মটিতে পড়ে যায় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। আমার রাগ অত সস্তা ভাববেন না শঙ্করজী!

শঙ্করজী। এই ত' চাই চন্দ্রা। নিজেকে কখনও অত ছোট ক'রে দেখতে নেই। ওটা দাস মনোভাব।

চন্দ্রা। আপনি কাজ করুন। আমি যাই বড় ঘুম পাচ্ছে (প্রস্থানোদ্যতা)]

শঙ্করজী। আমার আপাততঃ কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার কাজই যে বাকী!

চন্দ্রা। (ফিরিয়া) শঙ্করজী!

শঙ্করজী। কি চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমাকে এমন একটা কাজ দিতে পারেন, যাতে জীবন সংশয়, যাতে প্রাণ হানির সম্ভাবনা অথচ আপনাদেরও খুব একটা বড় কাজ সম্পন্ন হয়।

শঙ্করজী। কেন চন্দ্রা?

চন্দ্রা। দেবেন শঙ্করজী?

শঙ্করজী। তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। না!

শঙ্করজী। তবে যে বল্‌ছো ওই সব কথা?

চন্দ্রা। আর ভাল লাগে না এই রকম জীবন। মনে হয় এর একটা শেষ হ'য়ে যাক।

(সোফায় মাথায় হাত দিয়া বসিল। শঙ্করজী চন্দ্রার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল)

শঙ্করজী। চন্দ্রা একটা বিয়ে করবে? (চন্দ্রা হাসিল) না না হেসোনা বল!

চন্দ্রা। কিন্তু বিয়ে ক'রবো কাকে?

শঙ্করজী। কেন, আজ এই গভীর রাত্রে যে ভদ্রলোক অভিসারে আসছেন?

চন্দ্রা। ছিঃ! না!

শঙ্করজী। না কেন চন্দ্রা ?

চন্দ্রা। আপনি যেমন বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করেন, আমিও তেমনি তাদের ঘৃণা ক'রি।

শঙ্করজী। তিনি তো বিশ্বাসঘাতক নন্ চন্দ্রা! আমাদের বিশ্বাসী লোক তিনি। তিনি তো আমাদের পার্টির সভ্য। আর আমাদেরই নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি এতকাল পুলিশে কাজ ক'রে আসছেন।

চন্দ্রা। সে কথা যাক। (একটু ভাবিয়া) সত্যি শঙ্করজী এক এক সময় মনে হয়, কেন যে আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তখনই শেষ হ'য়ে গেলে হয়তো ভাল ছিল। আপনি বুঝতে পারবেন না শঙ্করজী আমাদের দুঃখ। একে'তো আপনি মানুষটাই অদ্ভুত, তার ওপর আবার আপনি পুরুষ মানুষ। যাই বলুন না কেন, যতই সহানুভূতি দেখান; তবু অন্তরের অনুভূতি থাকবে না তাতে। অন্য দেশের মেয়েদের কথা জানিনা, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে, স্বামীর ভালবাসা দিয়ে গড়া, ছোট্ট একটী সংসার—এর চেয়ে বড় কাম্য আর কিছুই নেই। তার যে উপায় আপনি রাখলেন না শঙ্করজী। বিপ্লবীর জীবন, সাহারার মত শুষ্ক এক বিরাট মরুভূমি। পুরুষ হয়তো, তা সহ্য ক'রতে পারে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে এ পথ নয়।

শঙ্করজী। (সোফায় বসিয়া) আর যদি তোমায় মুক্তি দিই চন্দ্রা! যদি তোমায় এই বিপ্লবীর জীবন হ'তে পরিত্রাণ দিই ?

চন্দ্রা। (উৎসুক কণ্ঠে) তা কি হয় শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। হয়।

চন্দ্রা। দেবেন মুক্তি আমায় ? (শঙ্করজীর হাত ধরিয়া) শঙ্করজী, দেবেন আমায় মুক্তি ?

শঙ্করজী। সত্যি ,তোমায় মুক্তি দেব চন্দ্রা। আমি এতক্ষণ তোমার মন যাচাই ক'রে দেখছিলাম। দেখলাম আমার আইন'ই ঠিক।

চন্দ্রা। আপনার আইন ?

শঙ্করজী। হ্যাঁ চন্দ্রা, আমার আইন, মানে বিপ্লব আইন, যা আমার দ্বারা amended বা পরিশোধিত হ'য়েছে। ব্যাপারটা হ'ল মেয়েদের নিয়ে। পূর্ব্বে বিপ্লবের আইন প্রনেতারা মেয়েদের সর্ব্বনিম্ন বয়স ধার্য্য ক'রেছিলেন প'নেরো বছর। আমি তা বদলে ক'রেছি পঁয়ত্রিশ বছর। কারণ তার আগে মেয়েদের মতি স্থির হয় না। জীবনের পথ বেছে নেবার ক্ষমতা হয় না।

চন্দ্রা। আমার তো বয়স কম শঙ্করজী।

শঙ্করজী। হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো তোমার নাম এখনও আমাদের খাতায় নেই !

চন্দ্রা। তাহ'লে আমি এপথ ত্যাগ ক'রতে পারি ?

শঙ্করজী। হ্যাঁ, অনায়াসে !

চন্দ্রা। কিন্তু আমায় বিশ্বাস ক'রবেন কি ক'রে শঙ্করজী ? যদি আমি ব'লেদিই আপনাদের খোঁজ খবর পুলিশে ?

শঙ্করজী। আমি জানি মেয়েরা অবিশ্বাসী হয় না সহজে। কারণ

তোমরা বড় দুর্ব্বল। বিশ্বাস ক'রতে যেটুকু সাহসের দরকার তা তোমাদের নেই। আর যদি তাই না হবে, তাহ'লে আমার Station আপাতত তোমার বাড়ীতে ক'রলুম কেন? (টেবিলের উপর প্রসারিত মানচিত্র দেখাইয়া) ওই যে ভারতবর্ষের ম্যাপটী দেখছ, ওর মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালীর সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র আছে, খুব কম বিপ্লবী আছেন, যাঁরা ওটী চোখে দেখতে পান। অথচ দেখ, তোমার ঘরে ব'সে তোমার চোখের সামনে নিশ্চিন্ত আরামে এই ম্যাপটী নিয়ে কাজ ক'র্চ্ছি। এতটুকু অবিশ্বাস বা সন্দেহ তো তোমার উপর হ'চ্ছে না।

(পার্শ্বের জানালা দিয়া কালাচাঁদ উঁকি মারিল)

চন্দ্রা। আমায় কবে মুক্তি দেবেন শঙ্করজী?

শঙ্করজী। * [অত ব্যস্ত কেন। ব'লেছি ত' তুমি মুক্তি পাবে। কেন শঙ্করজীর সঙ্গ কি এতই বিষের মত লাগছে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। ছিঃ, ও'কথা ব'লতে নেই। জগতে এমন মেয়ে আছে কিনা জানি না—যারা শঙ্করজীকে চায় না। শঙ্করজী! হাজার খুন করুন আপনি—তবু রক্তমাখা হাত নিয়ে যখনই আপনি আমাদের সামনে আসবেন তখনই আমরা আমাদের চোখের জলে আপনার হাত ধুইয়ে দেব—কিন্তু ত্যাগ ক'রতে পারব না কখনও। এও আর এক দুর্ব্বলতা মেয়েদের, না শঙ্করজী?]

শঙ্করজী। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ! আপাততঃ এখনই আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারছিনা চন্দ্রা। মাত্র কয়েকটা দিন, ধরো একমাস

কি চল্লিশ দিন, এই কটাদিন আমার কোল্‌কাতায় এ আশ্রয়টিকে রাখতেই হবে। আর এখন আমাদের কাজ কর্ম্ম সব ঠিক হ'য়ে গেছে। শীগ্‌গীরই আমাদের কাজ সুরু হবে। পুলিশও খুব সতর্ক, রায় বাহাদুরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা।

চন্দ্রা। এর পর কি আর কোল্‌কাতায় থাকবেন না স্থির ক'রেছেন?

শঙ্করজী। না, তবে তোমার এ আশ্রয় না হ'লেও চ'লবে। কয়েকটা দিন আর তোমাকে কষ্ট দেব। তারপর তুমি অবাধে তোমাদের সমাজে ফিরে সংসার ধর্ম্ম কোরো!

চন্দ্রা। বিদ্রূপ ক'রছেন?

শঙ্করজী। বিদ্রূপ করবার আমার সময় নেই চন্দ্রা। আমি ও ঘরে চ'ল্লুম। কতকগুলো Wireless Message পাঠাতে হবে এক্ষুনি। (উঠিয়া) আর—হ্যাঁ তুমি এই ঘরে অপেক্ষায় থাক। (ম্যাপটী গুটাইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন) যিনি আসছেন, তাঁকে একটু খাতির কোরো। জানতো সবই। সে এখনও এখানে আসে তোমাকে পাবার আশায়, নইলে আর হয়তো আমাদের ছায়াও মাড়াতেন না। আর যা যা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, সব জেনেও নিও, আমি থাকলে বরং তাঁর অসুবিধে হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রা। শঙ্করজী!

শঙ্করজী। (ফিরিয়া) কি চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমায় মাপ করুন শঙ্করজী, আমি তা পারবো না।

আপনি জানেন না, মেয়েদের পক্ষে কতবড় ভীষণ কাজ, আমায় দিয়ে ক'রিয়ে নিতে চাইছেন।

শঙ্করজী। (চন্দ্রার পিঠে হাত দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে) চন্দ্রা! (চন্দ্রা আবেশে চক্ষু বুজিল) একটু অভিনয় চন্দ্রা, শুধুই অভিনয়।

চন্দ্রা। (স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়) আপনার কথা আর দেবতার বাক্য আমার কাছে সমান। (শঙ্করজীর প্রস্থান)

(চন্দ্রা আসিয়া সোফায় বসিয়া গা এলাইয়া দিয়া চক্ষু বুজিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কালাচাঁদ মুখে কালো মুখোস পরিয়া শঙ্করজীর টেবিলের কাছে জানালা বাহিয়া অতি সন্তর্পনে টেবিলের উপর হইতে মানচিত্রটী লইয়া অদৃশ্য হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিঃ সেন একটী কালো গাত্রাবরণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ত্রিভঙ্গভাবে হস্তে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে চন্দ্রার কাছে গেলেন। চন্দ্রা পদশব্দে চমকিত হইলেন)

মিঃ সেন। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। (চমকাইয়া) কে? (সেনকে দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া বসিল)

মিঃ সেন। (পার্শ্বে বসিয়া) চন্দ্রা, এখনও তুমি ঘুমোওনি?

চন্দ্রা। বারে! আপনি আসবেন আর আমি ঘুমোব কি ক'রে? ঘুম কি হয় নাকি?

মিঃ সেন। তোমাকে কষ্ট দিলাম চন্দ্রা না?

চন্দ্রা। কেন ও'কথা ব'লে আমায় কষ্ট দিচ্ছেন?

মিঃ সেন। আচ্ছা, আর ব'লবো না চন্দ্রা!

চন্দ্রা। না, কখনই ব'লবেন না। যদি বলেন তো আর আমায় দেখতে পাবেন না। আমি ম'রবো।

মিঃ সেন। আমায় মাপ কর চন্দ্রা।

চন্দ্রা। ছিঃ ওকথা ব'লতে নেই। খুলুন না কালো পোষাকটা, আপনার মুখ খানা দেখি?

মিঃ সেন। না চন্দ্রা, পুলিশের নজর বড় কড়া, রায় বাহাদুর আছেন। আর কয়েক দিন অপেক্ষা ক'রতে হবে। জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু শঙ্করজী যখন ব'লেছেন—

চন্দ্রা। শঙ্করজীর জন্য আমার বড় ভাবনা হয়। রায় বাহাদুর নাকি শঙ্করজীকে ধরবার জন্য উঠেপ'ড়ে লেগেছেন। আপনাকে কিন্তু শঙ্করজীকে বাঁচাতেই হবে।

মিঃ সেন। আমি তো কথা দিয়েছি চন্দ্রা, তুমি কিছু ভেবো না— আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। শঙ্করজী যদি চান, আমি এক্ষুনি রায় বাহাদুরকে বন্দী করবার ব্যবস্থা ক'রতে পারি। তারপর একটী ছোট্ট রিভল্‌ভারের গুলির ব্যাপার।

শঙ্করজী। (নেপথ্যে) চন্দ্রা টেবিলের উপর ম্যাপটা ফেলে এসেছি দাও তো।

চন্দ্রা। (টেবিলের নিকট আসিয়া দেখিয়া) কই নেই তো। আপনি নিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই।

শঙ্করজী। অ্যাঁ (উন্মত্তের ন্যায় প্রবেশ করিতে করিতে) কি বলছ চন্দ্রা! ম্যাপ কোথায় গেল? চন্দ্রা? (মিঃ সেনের প্রতি ঘুরিয়া) আপনি আপনি জানেন আমার ম্যাপ—ম্যাপ—লাল—নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ভারতবর্ষের ম্যাপ।

মিঃ সেন। আমি তো এই আসছি কিছুই জানি না।

শঙ্করজী। (গর্জ্জন করিয়া) জানেন না, জানেন না, তবে—

(উত্তেজিতভাবে পায়চারী করিতে করিতে টেবিলের সামনে ডেস্ক খুলিয়া সব খুঁজিলেন। জানালার কাছে, টেবিলের পাশে আসিয়া কি যেন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল)

চন্দ্রা। শঙ্করজী!

শঙ্করজী। চুপ! আমি চলে যাবার পর তুমি কি ক'রছিলে?

চন্দ্রা। আমি এই সোফায় শুয়েছিলাম।

শঙ্করজী। চোখ চেয়ে?

চন্দ্রা। না চোখ বুজে।

শঙ্করজী। ঘুমিয়েছিলে?

চন্দ্রা। না এই তন্দ্রাচ্ছন্নের মত!

শঙ্করজী। (মিঃ সেনকে দেখাইয়া) ইনি কখন এলেন?

চন্দ্রা। আপনি যাবর মিনিট চার-পাঁচ পরেই বোধ হয়।

শঙ্করজী। বোধ হয়! বুজেছি।

চন্দ্রা। কি?

শঙ্করজী। (মিঃ সেনেব প্রতি) আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

মিঃ সেন। (ঘড়ি দেখিয়া) এই তিন মিনিট।

শঙ্করজী। সবশুদ্ধ সাত মিনিট! না আর সময় নেই। যাক হ্যাঁ, আপনাকে — হ্যাঁ-আপনাকেই কালকের মধ্যে রায় বাহাদুরের কাছ থেকে কোনও রকমে ম্যাপটা চুরী করে আনতে হবে।

মিঃ সেন। এ্যাঁ।

শঙ্করজী। প্রাণ যায় সেও স্বীকার উদ্ধার করা চাই-ই।

মিঃ সেন। Impossible—অসম্ভব।

শঙ্করজী। কিন্তু মৃত্যু অসম্ভব নয়। হয় রায় বাহাদুরের হাতে নয় আমার হাতে—যান। (মিঃ সেনের প্রস্থান)

চন্দ্রা। রায় বাহাদুর ম্যাপ চুরী করেছেন?

শঙ্করজী। হ্যাঁ চন্দ্রা! শঙ্করের জীবনে প্রথম ভুল, প্রথম পরাজয়,—

রায় বাহাদুর—(উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান)

(চন্দ্রা বিস্ময়ে ও ভয়ে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

— — —

তৃতীয় দৃশ্য

(রায় বাহাদুরের Office কক্ষ। ঘরের দেওয়ালে রায় বাহাদুরের নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের একখানি চিত্র। ঘরের একধারে একটি টেবিল। টেবিলের একদিকে রায় বাহাদুরের চেয়ার, তাহার বিপরীত দিকে আর একখানি চেয়ার। টেবিলের পিছনে একটী কাঠের আলমারী। টেবিলের পার্শ্বে একটী ছোট গোল টেবিল ও দুইখানি চেয়ার। ঘরের কোনে একটী Bracket Stani তাহাতে রায় বাহাদুরের ওভার কোট টাঙ্গান। রায় বাহাদুর ম্যাপ দেখিতেছিলেন। কালাচাঁদ মাটীতে বসিয়া হাঁফাইতেছিল। রায় বাহাদুরের সে দিকে লক্ষ ছিল না)

রায়। (ম্যাপ দেখিতে দেখিতে) দরজাটা—

কালা। বন্ধ হুজুর!

রায়। সাবাস বেটা, সাবাস! কি করেছিস্ রে কালো-মানিক আমার? এই ভাল করে বন্ধ করে দে।

কালা। ভালোকরেই বন্ধ আছে হুজুর।

(বলিতে বলিতে উঠিয়া দরজার কাছে পরীক্ষা করিতে লাগিল)

রায়। হুঁ! হ্যাঁ যা দেখি সদরে কে কে পাহারা আছে আর Dutyতে ঘোষ বাবু আছে কি না! Postএ, Postএ বলবি সাবধানে থাকতে—

(কালাচাঁদের প্রস্থান। রায় বাহাদুর দরজার কাছে গিয়া কি যেন শুনিতে লাগিলেন। পরে ড্রয়ার খুলিয়া একটী Magniyfing Glass বাহির করিয়া ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন)

রায়। এর Reference কোথায়, (Reference Table টায় খুঁজিতে লাগিলেন) Hopeless কে?

কালা। (দরজায় ধাক্কা দিয়া) হুজুর !

রায়। কে কালাচাঁদ ?

(রায় বাহাদুর দরজা খুলিয়া দিলেন, কালাচাঁদ প্রবেশ করিল। রায় বাহাদুর টেবিলের কাছে যাইয়া ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন। কালাচাঁদ টেবিলের পাশে বসিল)

রায়। (ম্যাপ হইতে মুখ তুলিয়া) বড় কষ্ট হচ্ছে কালাচাঁদ ?

কালা। না হুজুর কষ্ট কি, এই তো আমার কাজ ! (ম্যাপ দেখাইয়া) ওটায় কিছু হবে হুজুর ?

রায়। হ'তে পাবে, এখনও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

(ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন আর কি সব বলিতে লাগিলেন)

কালা। (টেবিলের কাছে গুঁড়ি মারিয়া) একটা কথা—হুজুর।

রায়। কি ?

কালা। সেন সাহেবকে দেখলুম ও বাড়ীতে।

রায়। তখন কটা, বাড়ীতে কে ছিল ?

কালা। শঙ্করজী আর চন্দ্রা।

রায়। আর কিছু দেখ্‌লি ?

কালা। এমন কিছু না ?

রায়। আরতি কে দেখলি না ?

কালা। না হুজুর।

রায়। তালা বন্ধ করে রাখেনি তাকে ?

কালা। তা দেখবার সুবিধা পেলুম না, বাড়ী ফাঁকা, দলের কেউ নেই সেখানে।

রায়। ওটা ওদের আসল আড্ডা নয়। পুলিশের নজর এড়াতে শঙ্করজী ওখানে লুকিয়ে আছে।

কালা। আজই হুজুর ওদের ঘিরে ফেলুন না।

রায়। (ম্যাপ দেখিতে দেখিতে) পালিয়ে যাবে এখুনি, ফাঁকা আড্ডা ;—তা' হ'লে—আরতিকে—হুঁম্ ! যা কালাচাঁদ ঘুমুগে রাত শেষ হয়ে গেল—

কালা। কোথায় আর ঘুম হুজুর। চোখ বোজাবার কি যো আছে।

রায়। চুপ, শুয়ে পড়,—তুই নেশা করেছিস বক্ বক্ করে কেবল বক্‌ছিস্—

কালা। (লজ্জিত হইয়া) হ্যা হুজুর ঘুমুবার আগে একটু খাই, নইলে ঢুলুনিও আসে না—

রায়। চুপ, কাজ করতে দে (কলাচাঁদ দরজার কাছে শুইয়া পড়িল)

(রায় বাহাদুর আবার ম্যাপের মধ্যে তন্ময় হইয়া গেলেন। নেপথ্যে দরজায় ধাক্কার শব্দ হইল, রায় বাহাদুর বিচলিত হইয়া একহাতে ম্যাপটী গুটাইতে লাগিলেন এবং অন্য হাতে রিভল্‌ভারটী কঠিন ভাবে ধরিয়া)

রায়। কে ?

মিঃ সেন। (নেপথ্যে) আমি সেন দরজা খুলুন।

রায়। (চিন্তিতস্বরে) সেন ! মিঃ সেন এমন সময় ?

(পর মুহুর্ত্তেই যেন ভাবিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন)

মিঃ সেন। (নেপথ্যে) রায় বাহাদুর বড় জরুরী কাজ আছে দরজা খুলুন।

রায়। এক মিনিট ! মিঃ সেন একটু দাঁড়ান।

(রায় বাহাদুর ক্ষিপ্রতার সহিত ম্যাপটী প্রথমে লুকাইয়া রাখিলেন পরে কালাচাঁদকে লাথি মারিয়া জাগাইয়া তুলিলেন এবং ইঙ্গিতে এক পার্শ্বে ডাকিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন)

রায়। ঘোষ বাবুকে বল্ Mr. De কে Phone করতে এই Slipটা

নে এতে সব লেখা আছে। (কালাচাঁদ চিঠি লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল)
হ্যাঁ এই যে মিঃ সেন যাচ্ছি।

(ব্যাগ্রভাবে দরজা খুলিয়া দিলেন, মিঃ সেন খুব ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন)

মিঃ সেন। খবর পেয়েছি রায় বাহাদুর, আপনার নাত্নীকে তারা যেখানে রেখেছে তার খবর নিয়ে এসেছি সটান, আপনার বাড়ীতে। শীগ্‌গীর আপনি চলুন!

রায়। তাই নাকি, বসুন! বসুন! অত ব্যস্ত হবেন না।

মিঃ সেন। সে খুব বেশী দূর নয়, কিন্তু আর বেশী দেরী করবেন না রায় বাহাদুর, তা হ'লে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হবে আপনি চলুন।

রায়। আহা, এমনি তো যাওয়া যায় না তার মধ্যে, তৈরী হয়ে যেতে হবে তো।

মিঃ সেন। কিন্তু দেরী হলে যে—

রায়। আর তা ছাড়া যেখানকার খবর নিয়ে এসেছেন, সেখানে তো আমার লোকও আছে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে, আরতি সেখানে আছে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, সে এক রকম—মানে আমার information!

রায়। ওঃ information!

মিঃ সেন। সে definite!

রায়। definite অর্থাৎ—

মিঃ সেন। অর্থাৎ একেবারে sure!

রায়। আপনি এত sure হচ্ছেন কি ক'রে। আপনি কি দেখেছেন তাকে?

মিঃ সেন। হ্যাঁ—almost তাই—

রায়। Almost, what do you mean ?

মিঃ সেন। মানে আমি তাকে দেখেছি—

রায়। আপনি তা হ'লে তাদের আড্ডার ভেতরে গিয়েছিলেন। (মিঃ সেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন) ইতস্ততঃ করছেন কেন? আপনি একজন বড় officer যদি case ইন্‌ভেস্‌টিগেট করতে আড্ডার ভেতর গিয়েই থাকেন তাতে দোষের তো কিছুই নেই—নাউ কাম্, আপনি কি ভেতরে গিয়েছিলেন—আরতিকে দেখেছেন—

মিঃ সেন। হ্যাঁ! সেই জন্যই তো বলছি আর দেরী করবেন না, চলুন বেরিয়ে পড়ি।

রায়। দাঁড়ান এমনও তো হতে পারে আপনি গিয়েছেন তারা জানতে পেরেছে, আর যেই আপনি এদিকে এসেছেন অমনি তারা আরতিকে নিয়ে ও আড্ডা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

মিঃ সেন। কিন্তু—

রায়। তাই আমি লোক পাঠাচ্ছি খবর নিতে, যে তারা এখনও আছে কি না। আপনি একটু পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন, আমি সব তৈরী করে আপনাকে খবর দেব, যান।

মিঃ সেন। সব যে পণ্ড হ'য়ে যাবে—

রায়। পণ্ড হবে না মিঃ সেন, পণ্ড হবে না। এই রাম সিং (রাম সিংএর প্রবেশ) বাবুকো বৈঠ্‌নেক কাম্‌রামে বৈঠাও।

(মিঃ সেন কথা বলিবার আর কোন অবসর পাইলেন না, বাধ্য হইয়া রাম সিংএর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন)

রায়। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ সব পণ্ড হয়ে গেল, সব পণ্ড হয়ে গেল।

(আবার ম্যাপটী প্রসারিত করিয়া আত্মনিমগ্ন হ'লেন। মিঃ ঘোষের প্রবেশ পেছনে কালাচাদ)

রায়। Ghosh !

ঘোষ। Mr. De বেরিয়েছেন।

রায়। ঠিক আছে তুমি Postএ information দাও এ বাড়ীর ভেতর যে ঢুকতে চাইবে তাকে ঢুকতে দেবে, বেরিয়ে যেতে দেবে না—তার মধ্যে তৈরী থাকবে।

(Ghoshএর প্রস্থান। কালাচাঁদ এগিয়ে এল)

কালা। জমায়েৎ হয়েছে হুজুর—

রায়। বাইরে—

কালা। হ্যাঁ।

রায়। নজর রাখিস্—

কালা। তাদের দেখেছি হুজুর—তারাও আমায় দেখেছে—

রায়। চোখে চোখে রাখিস হয় তো বেরুতে হবে।

(কালাচাঁদের প্রস্থান। মিঃ দের প্রবেশ)

মিঃ দে। (উৎসুক কণ্ঠে) কি ব্যাপার রায় বাহাদুর ? এ ম্যাপটা কিসের ?

রায়। হ্যাঁ ! দেখুন তো মিঃ দে এ ম্যাপটা থেকে একটা scheme-এর আঁচ ও programme পাওয়া যায় কি ?

মিঃ দে। কাদের programme, terroristদের--

রায়। হ্যাঁ ! হ্যাঁ !

মিঃ দে। মানে you mean—

রায়। হ্যাঁ আমি বলছি, তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে এই ম্যাপটা

দেখে Terroristদের কর্ম্ম-পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাই হোক একটা idea পাওয়া যাচ্ছে ! কিন্তু ব্যস ওই পর্য্যন্তই।

মিঃ দে। এ ম্যাপ আপনি কি ক'রে পেলেন ?

রায়। পরে জানতে পারবেন, এখন আসলে ওরা কি ভাবে, মানে কোন লাইনটা adopt ক'রবে—কোথা থেকে attack বা action সুরু ক'রবে তা কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

মিঃ দে। ও ম্যাপটায় তা নেই ?

রায়। কেন থাকবে না, নাড়ী নক্ষত্র আছে এই ম্যাপটার ভিতর কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে আপনার আমার সাধ্য নেই তা বুঝি, হরেক রকমের দাগ দেওয়া রয়েছে ; ওদের এক একটা stationএর তলায়, সে দাগ গুলির অর্থ একমাত্র ওদের পার্টির লোকই বুঝতে পারবে আমাদের সাধ্য নয় যে বুঝি। তবে হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছেন যিনি হয়ত এর মানে বোঝেন কিন্তু তিনি বলবেন কি না জানি না।

মিঃ দে। আমাদের মধ্যে ! কে সে ?

রায়। ক্রমশ প্রকাশ্য অত অধৈর্য্য হবেন না মিঃ দে।

মিঃ দে। Excuse me ! আচ্ছা ওদের সারা ভারতবর্ষে কটা station আছে জানেন ?

রায়। অজস্র ! অজস্র মিঃ দে ! মানে অসংখ্য এই ক'লকাতা সহরেই হয়তো গোটা পঞ্চাশেক ঘাঁটি আছে ! গোলা বারুদ, মেসিন গান, রাইফেল পরিপূর্ণ এক একটা ঘাটি ;

মিঃ দে। কিন্তু এত equipments পেলে কোথা থেকে ?

রায়। মোষ্ট ওয়ার প্রোকিওরমেণ্ট। মালয় আর বর্ম্মা থেকে—Russiaর কাছ থেকেই বেশী, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই! মিঃ দে, আমরা গর্ব্ব করি—পুলিশের চোখ এড়ায় না কিছু—কিন্তু এবারের এই preparationএর কথা শুনলে আমাদের আর গর্ব্ব করার মত কিছু থাকবে না।

মিঃ দে। আপনি যা বলছেন তাতে তো আমি রীতিমত nervous হয়ে পড়ছি!

রায়। কিছু অস্বাভাবিক নয় মিঃ দে নার্ভাস্ হবারই কথা!

মিঃ দে। তা হ'লে কি উপায়?

রায়। না-না-না, তাই বলে ভাববেন না যে আমি নিরুপায় হয়ে বসে আছি। বা আমি ভয় পেয়েছি। ও ভুল ক'রবেন না। তবে শত্রু শক্তিশালী এই পর্য্যন্ত।

(রায় বাহাদুর মিঃ দের অন্য পার্শ্বের চেয়ারটিতে আসিয়া বসিলেন। পকেট হইতে চুরুটের সহিত রিভল্‌ভারটী বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চুরুট ধরাইলেন ও মিঃ দে'কে দিলেন)

মিঃ দে। তা হলে আপনার programme—

রায়। এই বার বলছি—রাম সিং—(রাম সিংএর প্রবেশ) সেন সাব্। (রাম সিংএর প্রস্থান)

মিঃ দে। সেন সাহেব!

রায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমাদের সেন যে কি চীজ তা দেখাবো বলেই আপনাকে ডেকেছি। আপনি শুধু চুপ ক'রে বসে দেখে যান্ কোনও বাধা দেবেন না আমাকে!

মিঃ দে। কথাটা কি রকম রহস্যময়—

রায়। ভীষণ রহস্তময় মিঃ দে, ভীষণ রহস্তময়, আমি শুধু আপনাকে ডেকেছি সাক্ষী হিসাবে আপনি watch করুন। চলুন ত' আমরা বাইরে একটু যাই, চলুন।

(রায বাহাদুব হঠাৎ উঠিয়া এক মুহূর্ত্তেব জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন, মিঃ দে'ও প্রস্থান করিলেন। মিঃ সেন প্রবেশ কবিলেন ও সতৃষ্ণ নযনে ম্যাপটীব দিকে চাহিযা বহিলেন। রায বাহাদুব ও মিঃ দে'ব পুনবায প্রবেশ)

রায়। দেখুন, দেখুন! মিঃ সেন! এই mapটা কি দেখুন তো।

মিঃ সেন। (দেখিযা) ও দাগগুলো কি ?

রায়। সেইটাই তো জিজ্ঞাস্ত এটাকে দেখেছেন কোথাও ?

মিঃ সেন। কই না!

রায়। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথাও না ?

মিঃ সেন। না।

রায়। হুম! মিঃ দে, চন্দ্রা বলে কোনও মেয়েকে চেনেন আপনি ?

(সেনের প্রতি আড়চোখে দেখিতে লাগিলেন)

মিঃ দে। চন্দ্রা! কই মনে পড়ছে না তো ?

রায়। দেখুন ভেবে দেখুন, মিঃ সেন আপনিও ভেবে দেখুন!

মিঃ সেন। কই, আমি তো চন্দ্রা বলে কোনও মেয়েকে চিনি না!

রায়। (ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে) ভেবে কথা বলুন মিঃ সেন।

মিঃ সেন। আমি খুব চিন্তা করেই বলছি!

রায়। কি বলছেন বলুন ?

মিঃ সেন। ওই তো বললুম ; চন্দ্রা বলে কোনও মেয়েকে জানি না।

রায়। মানে চেনেন, বিশেষ পরিচয় নেই এই তো ?

মিঃ সেন। উঁহু, জানি না ও চিনি না দুই!

মিঃ দে। আপনার। কথা—

রায়। (বাধা দিয়া উষ্মা জড়িত কণ্ঠে) Mr. De Please don't intercept me!

মিঃ দে। I beg your Parden Sir, you can go on.

রায়। Thanks! আচ্ছা মিঃ সেন, তা হলে আপনি চন্দ্রাকে চেনেন ও না জানেন ও না কেমন?

মিঃ সেন! Exactly;

রায়। All right, আচ্ছা রাত্রি আড়াইটার সময় আপনি বাড়ী ছিলেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ!

রায়। ছিলেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ!

রায়। কিন্তু আমি যদি বলি রাত্রি আড়াইটার সময় আপনি বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন, তা হ'লেও কি আপনি প্রমাণ কর্ত্তে পারেন আমি মিথ্যা কথা বলছি?

মিঃ সেন। হ্যাঁ।

রায়। কি রকম করে?

মিঃ সেন। এই বাড়ীর অন্য লোকের মুখেই শুনতে পাবেন।

রায়। Thanks! আর যদি বলি যে রাত্রি আড়াইটার সময় আপনি চন্দ্রার ঘরে বসে তা'র সঙ্গে মধুর আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন—

মিঃ সেন। (দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে) রায় বাহাদুর, আপনি সাধারণ ভদ্রতাও বিস্মৃত হচ্ছেন!

রায়। (হাসিয়া) চট্‌ছেন কেন মিঃ সেন! বসুন। (মিঃ সেন বসিলেন) মিথ্যা কথা তো বলছি না। তবে সাধারণ ভদ্রতা বিস্মৃত হচ্ছি আপনার সত্য কথা বলার সাহস নেই দেখে।

মিঃ সেন। অর্থাৎ!

রায়। অর্থাৎ আপনি একজন Terrorist, ছদ্মবেশী Terrorist!

মিঃ সেন! (উন্মত্তের স্থায়) রায় বাহাদুর!

রায়। (স্থির কণ্ঠে) বলুন আমি মিথ্যাকথা বলছি। Terroristদের আর যা দোষই থাক সত্য বলার সাহস আছে?

(মিঃ সেন ক্ষিপ্র হস্তে টেবিলের উপর হইতে রিভল্‌ভারটী তুলিয়া রায় বাহাদুরের ও মিঃ দে'র প্রতি লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

মিঃ সেন। তবে সত্যি কথাই শুনুন! সত্যিই আমি একজন বিপ্লবী! ঘোর বিপ্লব পন্থী! আমাদের পার্টির নির্দ্দেশানুযায়ী—আমি এতকাল পুলিশের কাজ করে এসেছি, আমরা মরতে ভয় পাইনা, কিন্তু তার আগে—

(মিঃ সেন রিভল্‌ভারের ঘোড়া টীপিলেন, ক্লিক্‌ করিয়া আওয়াজ হইল রায় বাহাদুর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। দু'জন পুলিশ মিঃ সেনের দুই পার্শ্বে আসিয়া তাহার হাত দুইটী ধরিল)

রায়। (অট্ট হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মিঃ সেন আমি কি এতই বোকা যে গুলিভরা পিস্তল আপনার হাতের কাছে রেখে দেব। এইটাই আমার বেট্। এইটা দেখেই, এরই লোভে আপনার সত্যকথা বলবার সাহস হয়েছিল (মিঃ ঘোষ ও পুলিশ-দ্বয়ের প্রবেশ) হাঃ হাঃ হাঃ—write down his statement Mr. De. লিখে রাখুন, মিঃ সেন ব'লছেন উনি একজন বিপ্লবী! আর ঘোষ ওঁর হাত দুটীতে বিপ্লবীর সম্মান বলয় পরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর!

ঘোষ। আসুন—

রায়। মিঃ সেন তীরে এসে তরী ডোবালেন ?

(মিঃ সেন মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলেন পুলিশদ্বয় হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল)

রায়। আমার চোখ এড়িয়ে কাজ করা বড় শক্ত মিঃ সেন, এটুকু আমার এত দিনের সহচর্য্য পেয়েও যে কি করে বিস্মৃত হয়েছিলেন তাই ভাবি। প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম, প্রথম দিনই আমি জানতাম যে চিঠিটা আমার পায়ের তলায় আপনিই ফেলেছিলেন। আপনাকে আভাবে জানিয়েছিলাম পর্য্যন্ত, তবু আপনি সেই ভুল করলেন!

মিঃ দে। রায় বাহাদুর My hearty congratulations ! আপনার শক্তি সত্যিই অসাধারণ ! এ একেবারে আশ্চর্য্য।

রায়। কিছুই আশ্চর্য্য নয় মিঃ দে (চেয়ার ছাড়িয়া মিঃ সেনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন) আচ্ছা মিঃ সেন, এইবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ?

(মিঃ সেন রায় বাহাদুরের দিকে কটাক্ষ করিলেন। রায় বাহাদুব পায়চাবা করিতে লাগিলেন)

রায়। (হঠাৎ ঘুরিয়া) আপনাদের দলপতির নাম কি ?

মিঃ সেন। শঙ্করজী।

রায়। উনি জাতিতে কি ?

মিঃ সেন। জানি না।

রায়। জানেন, বলবেন না, (সেন নিরুত্তর) ওঁর পরিচয় জানেন ?

মিঃ সেন। বিপ্লবী। এ ভিন্ন বিপ্লবীর অন্য কোনও পরিচয় থাকে না।

রায়। তা তো বুঝলুম ; তবু ! কোথায় ও'র বাড়ী ছিল ও'র বাবার নাম ইত্যাদি—

মিঃ সেন। সে কথা উনি নিজে ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

রায়। সেকি একটা কথা হ'ল ?

মিঃ সেন। তাই মনে হয় তিনিও তাঁর পূর্ব্ব পরিচয়—বিস্মৃত হয়েছেন।

রায়। বটে, আচ্ছা, তাঁদের কোথায় ছেড়ে এলেন ?

মিঃ সেন। কাদের ?

রায়। এই শঙ্করজী আর চন্দ্রাকে ?

মিঃ সেন। জানি না।

রায়। অর্থাৎ বলবেন না ?

মিঃ সেন। যদি তাই হয় ?

রায়। (কঠিন কণ্ঠে) তা হবে না মিঃ সেন, তা হবে না আপনাকে বল'তেই হবে। বলুন ! বলুন !!

মিঃ সেন। ব'লব না।

রায়। (গর্জ্জন করিয়া) মিঃ সেন আমার ভেতরের সেই নৃশংস, বর্ব্বর মানুষটিকে কেন জাগিয়ে তুলছেন ? তাতে আপনার মঙ্গল নেই ; এখনও বিবেচনা করে দেখুন।

মিঃ সেন। এখন আপনার হাতে আমি বন্দী আপনি যা খুসি করতে পারেন। ভয় দেখিয়ে কোনও কথা আদায় ক'রতে পারবেন না।

রায়। ভয় আমি দেখাই না মিঃ সেন। আমার কথা ও কাজ এক। বলুন, আপনি বলবেন না ?

মিঃ সেন। না।

রায়। কিন্তু আমি জানি মিঃ সেন আপনি ব'লবেনই। আপনাকে ব'লতেই হবে। যারা বলে না তাদের মুখের চেহারা অন্য রকম। আপনার মুখে সে চিহ্নও নেই। বলুন আপনার শেষ কথা।

মি সেন। আমার শেষ কথাই আপনাকে ব'লেছি।

রায়। (মৃদু হাস্যে) আচ্ছা! মিঃ ঘোষ, মিঃ সেনকে একটু ইলেক্‌-ট্রিক্‌ treatment করিয়ে দাও।

ঘোষ। চলুন। (মিঃ ঘোষ মিঃ সেনকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

রায়। হ্যাঁ! যদি স্বীকার করেন তা হলে এখানে নিয়ে আসবে, নইলে ছাড়বে না!

(মি সেনকে লইয়া পুলিশদ্বয়ের প্রস্থান। রায় বাহাদুর ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিতে লাগিলেন। মিঃ দে বিস্ময়ে রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

মিঃ দে। সেন কি স্বীকার করবে আপনি আশা করেন রায় বাহাদুর?

রায়। নিশ্চয়ই! সেনের সে দৃঢ়তা নেই মি দে। আজ নয় যেদিন প্রথম আমি আপনার অফিসে যাই, সেই দিন থেকেই আমার সেনের উপর সন্দেহ হয়। তারপর থেকে আমি তাকে প্রতিদিন watch করছি সেদিন থেকে এক মূহুর্ত্তও সে আমার দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারেনি। তা-থেকেই আমার বিশ্বাস, সে স্বীকার করবে সে সব কথা ব'লবে। এখন বলতে গেলে সেই আমার প্রধান অবলম্বন।

মিঃ দে। সেন terrorist এ কথা যেন এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পাচ্ছি না। কি সাংঘাতিক চক্রান্ত এবারকার।

রায়। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চক্রান্ত খুবই সাংঘাতিক কিন্তু তবু একটা কথা কি জানেন? সেই যে কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো এও তাই। এবারকার movement যত ভাল organisedই হোক-না কেন ভাঙন ধ'রেছে। আর এই বিরাট ব্যাপারের মধ্যে একবার ভাঙন ধরলে আর রক্ষে নেই, আমার হাতেই এর শেষ দিনটী প্রতীক্ষা করে আছে এ আপনাকে স্থির জানিয়ে দিলাম।

(রায় বাহাদুর পুনরায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। মিঃ সেনকে লইয়া দুইজন পুলিশের প্রবেশ। সেনের চুল, বিশ্রস্ত চোখের কোলে কালি পড়িয়া গিয়াছে)

ঘোষ। স্বীকার করেছেন Sir!

রায়। আসুন মিঃ সেন, বসুন (সেন বসিল) এই তো দেখ্‌লেন আমি বলেছিলুম আপনাকে স্বীকার করতেই হবে! আর সেই করলেনও অনর্থক নিজে কষ্ট পেলেন আমাদেরও কষ্ট দিলেন।

মিঃ সেন। দুঃখিত রায় বাহাদুর।

রায়। এখন বলুন তো?

মিঃ সেন। কি বলবো বলুন!

রায়। আচ্ছা ওঁদের programme কি এখন?

মিঃ সেন। এখন সব postponed আছে। আসছে মাসে চাটগাঁ থেকে সুরু হবে।

রায়। হুঁ (চিন্তা করিতে করিতে) চাটগাঁ থেকে সুরু হবে আসছে মাসে, are you sure?

মিঃ সেন। হ্যাঁ।

রায়। আর Poona ?

মিঃ সেন। Poonaয় এখন হবে না কিছু।

রায়। কখন হবে ?

মিঃ সেন। চাটগাঁতে পুলিশের চোখ যখন concentrated হবে তখন।

রায়। শঙ্করজী কবে ক'লকাতা ছাড়বেন ?

মিঃ সেন। তা কেউ জানে না। তবে আজ রাত্রে ব্যারাকপুরে একটা মিটিং আছে, ওর পরেই বোধ হয় স্থির করবেন।

রায়। আচ্ছা আপনি এখন যান (পুলিশের প্রতি) নিয়ে যাও। হ্যাঁ! একটা কথা মিঃ সেন, আপনার কথার উপর বিশ্বাস করছি! কিন্তু যদি আপনার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে এমন অত্যাচারের ব্যবস্থা করবো যা কখনও কেউ দেখেনি, কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে না। যান।

(মিঃ সেনকে লইয়া পুলিশদ্বয়ের প্রস্থান)

মিঃ দে। তা হ'লে এখন Chittagungeএ—

রায়। না ও programme-map চুরি যাবার আগের। পরের programme আজ ব্যারাকপুরের মিটিংএ ঠিক হবে। আজই শঙ্করজীকে ধরবার প্রশস্ত লগ্ন। হ্যাঁ আজই, আর দেরী নয় মিঃ দে। আমি আজই ব্যারাকপুর রেড্ করবো। আপনি এ্যারেঞ্জমেন্ট্ ক'রে দেবেন।

মিঃ দে। দেব স্যার।

রায়। আর—আচ্ছা—Goodmorning.

মিঃ দে। Wish you success রায় বাহাদুর! (রায় বাহাদুরের প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য

* [(ব্যারাকপুরে বিপ্লবীদের গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষ ! বাড়ীটি বহুকালের প্রাচীন ও জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। কক্ষটির ভিতরকার দেওয়ালের চূণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে—স্থানে স্থানে ইটগুলি খসিয়া গিয়াছে। বিপ্লবীগণ অনুচ্চকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছে)

চন্দ্রনাথ। কিন্তু এর রহস্য কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারা যাচ্ছে না। শঙ্করজী প্রতি বারই রায় বাহাদুরকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে ছেড়ে দি'চ্ছেন!

রত্না। সময় হ'লেই বুঝতে পারবে চন্দ্রনাথ! শঙ্করজীকে অত তাড়াতাড়ি বুঝে উঠ্‌তে পারবে না!

চন্দ্রনাথ। সে সত্যি! কিন্তু আমি শুধু ভাব্‌ছি আমাদের পার্টির কথা! হয়ত' শঙ্করজীর আত্মবিশ্বাস আছে খুব! কিন্তু সেটা ত' তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার! রায় বাহাদুর ত' সোজা লোক নন্! তিনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছেন মাত্র!

জামাল। ব্যক্তিগতই ব'ল, আর আমাদের পার্টিই ব'ল সবই ত' তিনি! তাঁকে ছেড়ে দিলে বাকী কিছু থাকে কি?

কাশিম। বহুৎ ঠিক! জামাল, তুমি লাখ কথার এক কথা ব'লেছ! শঙ্করজীকে ছেড়ে দিলে পারবে চন্দ্রনাথ এ পার্টিকে চালাতে?

চন্দ্রনাথ। সে কথা হ'চ্ছে না কাশিম! আমায় ভুল বুঝোনা! জামাল, আমি তা জানি! শঙ্করজীই আমাদের প্রাণশক্তি! সেই জন্যেই ত' তাঁকে সাবধান হ'তে ব'লছি! আজ যদি রায় বাহাদুর একটা সুযোগ পেয়ে শঙ্করজীকে বন্দী করেন, তাহ'লে ভাবো দেখি আমাদের কি অবস্থা হবে?

রত্না। সে কথা ঠিক, রায় বাহাতুরের সঙ্গে খেলা করায় বিপদ আছে !

চন্দ্রনাথ। তবে ? আমি ত' সেই কথাই ব'লছি রত্না সিং ! এই যে আমাদের [illegible] চুরি গেল ! আমাদের কাজের নিত্য নূতন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ক'র্ত্তে হ'চ্ছে, সবই ত' ওই রায় বাহাতুরের জন্যে ! অথচ আমি সেদিন যখন রায় বাহাতুরকে মারতে গেলুম, উনি আমার হাত থেকে রিভল্‌ভার ছিনিয়ে নিলেন ! ব'ল্লেন তাঁকে নাকি আমরা কেউ মারতে পারবো না !

কাশিম। সে কথা ঠিক চন্দ্রনাথ !

জামাল। চন্দ্রনাথ, আমাদের কি ক'র্ত্তে ব'ল ?

চন্দ্রনাথ। করবার আমাদের কিছুই নেই যতক্ষণ শঙ্করজী আছেন। তবে আমরা শুধু তাঁকে অনুরোধ ক'রবো, আর যেন রায় বাহাতুরকে না ছেড়ে দেওয়া হয় !

কাশিম। উনি হুকুম দেন যদি রায় বাহাতুরকে এক্ষুনি শেষ ক'রে দিতে পারি ! (নেপথ্যে পদধ্বনি শোনা গেল)

রত্না। ওই শঙ্করজী আসছেন ! আচ্ছা চন্দ্রনাথ তুমি বো'ল— আমরাও র'ইলাম— !]

(শঙ্করজী একদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। অন্যদিক দিয়া সকলে প্রস্থান করিল। কেবল সকলের পশ্চাতে প্রস্থানোদ্যত রত্না সিংকে শঙ্করজী ডাকিতেই সে আবার ফিরিয়া আসিল। পার্শ্বের দরজা দিয়া চন্দ্রা প্রবেশ করিল)

শঙ্করজী। রত্না সিং, সেন ধরা প'ড়েছে। আর আমরা নিরাপদ নই, সে সব ফাঁস ক'রে দিতে পারে (চন্দ্রাকে দেখিয়া) কি চন্দ্রা !

চন্দ্রা। একটা কথা—

শঙ্করজী। শীগ্‌গীর বল—আমার সময় নেই—

চন্দ্রা। আমার নয়—আরতি দেবীর!

শঙ্করজী। আরতি দেবী?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, তিনি কি ব'লতে চান!

শঙ্করজী। আচ্ছা, তাঁকে পাঠিয়ে দাও। (চন্দ্রার প্রস্থান। রত্না সিংএর প্রতি) মিঃ সেন ধরা প'ড়েছে, আর আমরা নিরাপদ নই—আমাদের রসদ ও মালপত্র নিয়ে এখান থেকে সরে যাও। শীগ্‌গীর যাও। যাবার আগে সকলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।—যাও—

(রত্না সিংএর প্রস্থান। অপর দিক দিয়া আরতির প্রবেশ)

আসুন আরতি দেবী! আমাকে কিছু ব'ল্‌তে চান?

আরতি। হ্যাঁ—

শঙ্করজী। ব'লুন, ব'লুন, ভয় ক'রবেন না। আচ্ছা, আপনার ভয় এখনও ভাঙলো না কেন?

আরতি। কি জানি শঙ্করজী! আপনাদের আদর্শ হয়তো খুব বড়, খুব মহৎ। কিন্তু এ নিষ্ঠুর অভিযানের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায়!

শঙ্করজী। নিষ্ঠুর অভিযান! আমাদের শত্রুরা যে সর্ব্বশক্তিময়, তাদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা, একটা সুযোগেই যে তারা আমাদের এতদিনের দুর্ণিবার সাধনা ধ্বংস ক'রে দেবে—তাই বাঁচবার জন্য আমাদের নিষ্ঠুর হ'তে হ'য়েছে।

আরতি। শঙ্করজী!

শঙ্করজী। বলুন আরতি দেবী!

আরতি। আমার একটা কথা রাখবেন শঙ্করজী— ?

শঙ্করজী। কথাটা না শুনলে তো প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, আরতি দেবী !

আরতি। শঙ্করজী, আপনি তো দেশের সকলের ভাই ! সকল নর-নারীর কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্যই তো আপনি এই পথ বেছে নিয়েছেন ?

শঙ্করজী। ঠিক কথাই ব'লেছেন আরতি দেবী ! দেশের সকলেই আমার ভাই-বোন !

আরতি। আমিও তেমনি আপনার এক দুঃখিনী বোন ! আপনার কাছে আমার প্রাণভিক্ষা চাইছি !

শঙ্করজী। ছিঃ আরতি দেবী ! রায় বাহাদুরের কথা স্মরণ করুন দেখি। তিনি তো দুর্ব্বল নন্ ! জীবনে তিনি কারও কাছে মাথা নোয়াননি ! আপনি যান ! আমার অনেক কাজ বাকী আছে।

(আরতি মাথা নীচু করিয়া প্রস্থান করিল। শঙ্করজী একমুহূর্ত্ত আরতির গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে নিজের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া কাজে মন দিলেন। ধীরে ধীরে একে একে বিপ্লবীগণ আসিয়া শঙ্করজীর সম্মুখের আসন গ্রহণ করিল। সমস্ত ঘরটির আবহাওয়া যেন আগামী এক ভীষণ বিপদের ইঙ্গিত করিতেছে)

শঙ্করজী। এই যে তোমরা সব এসেছ ? যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছ ? আমাদের এখানের রসদ চ'লে গেছে রত্না সিং ?

রত্না। হ্যাঁ, শঙ্করজী ! (চন্দ্রার প্রবেশ)

শঙ্করজী। চন্দ্রা—তোমায় আমি মুক্তি দিয়েছি। তোমার সঙ্গে আমাদের এই সমিতির আর কোনও সম্বন্ধ র'ইল না।

তুমি যেতে পার—হ্যাঁ, তার আগে আমার একটী কাজ ক'রে যাও। এই চাবি নাও, আরতি যে ঘরে আছে সেটা তালা বন্ধ ক'রে দাও—, চাবিটা আমায় দিয়ে যাও।

(শঙ্করজী চাবি দিলেন, চন্দ্রা চাবি লইয়া প্রস্থান করিল)

শঙ্করজী। যাবার আগে তোমাদের ক'য়েকটী প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যাও! কিছুদিন হ'তে তোমাদের মনে নানারকম প্রশ্ন উঠ্ছে, একথা আমি জানি। এ নিয়ে তোমরা নানারূপ আলোচনাও নিজেদের মধ্যে কর, সে খবরও আমার কানে গেছে। আর একথাও আমার অজ্ঞাত নয় যে—তোমরা সাহস কর না ব'লেই—আমাকে সে প্রশ্ন করনি এতদিন। আমার অনুমান কি ভুল চন্দ্রনাথ ?

চন্দ্রনাথ। না শঙ্করজী; আপনার অনুমান কখনই ভুল হয় না।

রত্না। কিন্তু আপনাকে আমরা কোন প্রশ্নই ক'রতে চাই না শঙ্করজী।

শঙ্করজী। তা আমি জানি রত্না সিং, তোমাদের অবিচলিত বিশ্বাসই আমার এই বিরাট বিপ্লবের পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রতে সহায়তা ক'রেছে, কিন্তু, যাক চন্দ্রনাথ বল তোমাদের কি প্রশ্ন ?

চন্দ্রনাথ। একটা রহস্য আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। আমরা তো' কখনও আপনাকে শত্রুকে ছেড়ে দিতে দেখিনি। অথচ—

শঙ্করজী। ওঃ! রায় বাহাদুরের কথা ব'ল্ছো! হুম্! দেখ চন্দ্রনাথ, তোমরা ও প্রশ্নের উত্তর আমার কাজের মধ্যেই পাবে— তাই আমি এখন আর তার উত্তর দেব না। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া)

আমার তাড়াতাড়ি এ সভা আহ্বান করবার উদ্দেশ্য তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারনি। কারণ এই সভাই হোলো শঙ্করজীর শেষ সভা।

সকলে। (বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া) সে কি শঙ্করজী !

শঙ্করজী। সেই কথাই তোমাদের ব'ল্‌বো ! রায় বাহাদুর আমাদের ম্যাপ চুরি ক'রে নিয়ে গেছেন, একথা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। আর সেই ম্যাপের মধ্যেই ছিল আমাদের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালীর নির্দ্দেশ, পুলিশ সেই ম্যাপ দেখে যতদূর সম্ভব step নেবার চেষ্টা ক'রছে—(একটু স্তব্ধ থাকিয়া) এই সব কারনে আমাকে সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে ব'দ্‌লে ফেল্‌তে হোলো ! আর এবার যা ক'রেছি তা যেমনি অমোঘ—তেমনি ভয়ানক। এবারে আর সহজে পরিত্রাণ নেই। আজ থেকে সাতদিন পরে Malaya থেকে স্নুরু হবে আমাদের কাজ ! তারপর বর্ম্মা, তারপর ভারত। সবশুদ্ধ ভারতবর্ষে আমি পঞ্চাশটি station স্থির ক'রেছি ! এই পঞ্চাশটা station থেকে সাইমলটেনিয়াস্‌লি লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী আগুনের গোলার মত নিকটবর্ত্তি বড় বড় সহরগুলিকে attack ক'রবে। তারপরের কাজও সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছি। এখন চাই শুধু তোমাদের একতা—সাহস ও স্থির বুদ্ধি ! তাহ'লেই তোমরা জয়ী হবে। আমি ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তে আমাদের stationএ stationএ message পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা সব তৈরী হ'চ্ছে।

(চন্দ্রা প্রবেশ করিয়া শঙ্করজীকে চাবি দিল)

রত্না। (দাঁড়াইয়া) এর পর আপনার কোথায় দেখা পাওয়া যাবে শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। সেও আর এক কথা ! বন্ধুগণ ! আমার কাজ ফুরিয়েলো ! আমার আর দেখা পাবে না !

জামাল। (কম্পিত কণ্ঠে) শঙ্করজী !

রত্না। (গভীর কণ্ঠে) শঙ্করজী ! শঙ্করজী ! কেন, আমাদের আপনি ছেড়ে যাবেন ? আমরা কি কোনও অপরাধ ক'রেছি ?

শঙ্করজী। (কঠিন কণ্ঠে) অপরাধ ক'রলে তার শাস্তি পেতে রত্না সিং !

রত্না। তবে কেন আপনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ?

শঙ্করজী। শঙ্করজী তার কাজের জন্য আজ পর্য্যন্ত কারও কাছে কৈফিয়ৎ দেয়নি রত্না সিঃ !

রত্না। (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) শঙ্করজী ! অপরাধ ক'রেছি তার শাস্তি দিন ! ছেড়ে যাবেন না আমাদের !

শঙ্করজী। বিপ্লবীর দুর্ব্বলতার মত আর পাপ নেই রত্না সিং ! তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছ, প্রকৃতস্থ হও !

রত্না। আমি প্রকৃতস্থই আছি শঙ্করজী ! দুর্ব্বলও নই ! জানি আপনি যখন ব'লেছেন, তখন হবেই—কেউ তার রোধ ক'র্ত্তে পারবে না। কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে শঙ্করজী ?

শঙ্করজী। কিছু ভেবো না রত্না সিং ; এবার যিনি তোমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ ক'রেছেন—তিনিও একজন অদ্ভুত কার্য্য-ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ ! তিনিই তোমাদের সব উপায়

দেখিয়ে দেবেন! আগামী বিপ্লব তাঁরই নেতৃত্বে সুচারু-ভাবে শেষ হবে।

(রত্না সিং গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল। শঙ্করজী দু'খানি পত্র, দিলেন একটী চন্দ্রনাথকে ও অপরটী রত্না সিংকে)

এই পত্র নাও, এতেই আমার নির্দ্দেশ পাবে। শুধু চন্দ্রাকে ছেড়ে দিও—ওকে আমি মুক্তি দিয়েছি।

(চন্দ্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

* [একী চন্দ্রা? তুমি এখনও এখানে, তুমি আবার এই নরহত্যাকারীদের মধ্যে কেন চন্দ্রা?

চন্দ্রা। বিদ্রূপ ক'রছেন?

শঙ্করজী। না, চন্দ্রা তোমায় যে মুক্তি দিয়েছি! তাই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি!

চন্দ্রা। যাক্, জীবনে তবু একবার আপনাকে আশ্চর্য্য হ'তে দেখলুম!

শঙ্করজী। সে কথা নয়! কিন্তু মুক্তির পরও তুমি এখানে কেন চন্দ্রা?

চন্দ্রা। তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি শঙ্করজী! মানুষ, পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখে 'হরিনাম' শেখায়—তারপর তাকে বনে ছেড়ে দিলে দেখবেন সে উন্মুক্ত আকাশের কোল ফেলে দিয়ে তার ছোট্ট খাঁচাটিতেই ফিরে আসবে! কে আপনার দেওয়া ওই মুক্তির নামে, বন্দীর জীবন চেয়েছিল শঙ্করজী? ফিরিয়ে নিন্ আপনার মুক্তি—ফিরিয়ে নিন্ শঙ্করজী! আমি চাই না!

শঙ্করজী। এখনও কি তোমার অভিযোগ শেষ হবে না চন্দ্রা?

চন্দ্রা। কখনই শেষ হবে না শঙ্করজী! যুগের পর যুগ ধরে চন্দ্রার

দল পথের কাঁটা হ'য়ে শঙ্করজীকে অভিশাপ দেবে—অভিযোগ জানাবে! কিন্তু তাতে কি শঙ্করের ধ্যান ভাঙ্বে? বলুন না শঙ্করজী—আপনি ত' নীলকণ্ঠ!

এসব কী অর্থহীন ব'কছ চন্দ্রা?

চন্দ্রা তা বটে! অর্থহীন বটে! আচ্ছা শঙ্করজী? আমাদের এক দেবতা আছেন, তাঁরও নাম শঙ্করজী। তিনিও আপনারই মত পাষাণ—আপনারই মত কঠিন! কিন্তু শুনেছি সে দেবতার কাছে হত্তা দিলে—অন্তরের নিবেদন জানালে পাষাণ দেবতারও প্রাণ গলে যায়! তিনি কান পেতে ভক্তের নিবেদন শোনেন? কিন্তু আপনার ঘুম কি কখনও ভাঙবে না? শঙ্করজী—]

শঙ্করজী বল—?

চন্দ্রা। আপনি কি সত্যিই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?

কে বল্লে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। তবে কি ভুল শুনলুম?

শঙ্করজী। হ্যাঁ ভুলই শুনেছ চন্দ্রা! আমি চলে যাচ্ছি, ছেড়ে যাচ্ছি না!

চন্দ্রা। চলেই বা যাচ্ছেন কেন শঙ্করজী?

শঙ্করজী। আমার কাজ ফুরিয়েছে চন্দ্রা! এবার আমার যাবার সময় হ'য়েছে।

চন্দ্রা। কেন শঙ্করজী? এরই মধ্যে আপনার কাজ ফুরোলো কি ক'রে? না শঙ্করজী, এ আর এক রহস্য! কখনও কি চোখের সামনে পরিষ্কার ক'রে দেখতে পাব না! সব

সময়েই মনে হয় কুয়াসার অড়োলে দাঁড়িয়ে আছেন—নয় এত উজ্জ্বল যে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়।

শঙ্করজী। চন্দ্রা—!

চন্দ্রা। শঙ্করজী! (উচ্ছাসিত কণ্ঠে) একবার! একবার শঙ্করজী—চন্দ্রার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। একবার চন্দ্রাকে তার চোখের সামনে শঙ্করজীকে স্পষ্ট করে দেখতে দিন। শঙ্করজী কখনও কি সে সৌভাগ্য আমার হবে না?

শঙ্করজী। তুমি একদিন মুক্তি চেয়েছিলে চন্দ্রা মনে আছে? সেদিন কি ভেবেছিলাম, আমাকেও মুক্তি নিতে হবে! কিন্তু কি জানি কেন কোথা হ'তে এ দুর্ব্বলতা আমাকে দুর্ণিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে, কোথায় নেমে চলেছি আমি, জানি না। অথচ কেউ বিশ্বাস ক'রবে না— কেউ জানবে না। চন্দ্রা জানো, আমি একজন বিশ্বাসঘাতক!

চন্দ্রা। শঙ্করজী—! কি ব'লছেন আপনি?

শঙ্করজী। সত্যকথা বল্‌ছি চন্দ্রা! আমি আজ অপরাধি।

চন্দ্রা। অপরাধী! কার কাছে?

শঙ্করজী। বিপ্লবের কাছে চন্দ্রা! একদিন মহাবীরকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম আমারই এই হাতে। আর সেই হাতই আজ কলঙ্কিত। চন্দ্রনাথ বলে, শঙ্করজী কেন রায় বাহাদুররের জীবনটা বারবার হাতে পেয়ে ছেড়ে দেন! জামাল, কাশিম, রত্না সিং সকলের চোখে মুখে সেই একই প্রশ্ন!

চন্দ্রা। রায় বাহাদুরকে—?

শঙ্করজী। (বিচলিত স্বরে) হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমি বার বার রায় বাহাদুরকে মৃত্যুর

হাত থেকে বাঁচিয়েছি। ভেবেছিলাম আরতিকে আট্‌কে রাখলে তিনি ক্ষান্ত হবেন। কিন্তু তা হোলো না চন্দ্রা—

চন্দ্রা। কিন্তু রায় বাহাত্নরকেই বা আপনি কেন ছেড়ে দেন?

শঙ্করজী। কেন, তা সে পৃথিবীতে কেউ জানে না! রায় বাহাত্নরও জানেন না, কেবল আমি জানি।

চন্দ্রা। কি?

শঙ্করজী। ও প্রশ্ন আমাকে কোরো না চন্দ্রা!

চন্দ্রা। আর একটা কথা! আপনি শুধু আমাকে এই কথাটির জবাব দিয়ে যান। আপনি ছেড়ে গেলে বিপ্লব কি আর হবে?

শঙ্করজী। বিপ্লব শঙ্করজী করেনি—করবেও না! সময় হ'লেই বিপ্লব হয় চন্দ্রা! আপনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় মানুষের অন্তরে অন্তরে।

চন্দ্রা। কিন্তু তারা কি আর শঙ্করজীকে পাবে?

শঙ্করজী। বিপ্লবই শঙ্করজীকে তৈরী করে চন্দ্রা! ভাব্‌ছো কি আমার অভাবে আমাদের দেশে বিপ্লব থেমে যাবে? তা হয়না, তা হয়না, তোমরা কি এখনও দেখনি?

চন্দ্রা। কি—কি শঙ্করজী!

শঙ্করজী। আগুন! আগুন জ্বলেছে চন্দ্রা—আগুন! হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর! সমস্ত ভারতবর্ষময় সে আগুন জ্বলেছে হু' হু' ক'রে, সেই আগুনে পুড়্‌ছে কোটী কোটী দেশবাসী। কেউ বাদ যাচ্ছে না—একটী প্রাণীও না। তারপর দেখ সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। কেবল ভস্মস্তূপ! ওই দেখ পূর্ব্বাকাশ রাঙিয়ে

সূর্য্য উঠ্‌ছে। ওই দেখ সেই নূতন প্রভাত। নূতন সভ্যতার নূতন প্রভাত। তারপর সর্ব্ব আনন্দময়।

চন্দ্রা। শঙ্করজী !

শঙ্করজী। কি চন্দ্রা।

চন্দ্রা। এ কি শোনালেন শঙ্করজী !

শঙ্করজী। বিশ্বাস ক'রো চন্দ্রা—শান্তি পাবে ! (প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রা ! বিশ্বাস করছি শঙ্করজী ! কিন্তু শান্তি কই ?

শঙ্করজী। আর নয়—আর নয় চন্দ্রা ! শীগ্‌গীর চ'লে যাও। রায় বাহাদুর এলেন ব'লে—

চন্দ্রা। রায় বাহাদুর। আর আপনি ?

শঙ্করজী। আজ তাঁর সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া !

চন্দ্রা। আমি যাব না শঙ্করজী ! উপেক্ষিতা চন্দ্রাকে আপনি পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারেন—কিন্তু চন্দ্রা শঙ্করজীকে এই বিপদের মাঝখানে ফেলে যেতে পারে না। এ মুক্তি তো আমি চাই না শঙ্করজী—আপনি ফিরিয়ে নিন আপনার দেওয়া এই মুক্তি। আমি যাব না, যাব না শঙ্করজী !

শঙ্করজী। তোমাকে যেতেই হবে চন্দ্রা ! তুমি তো শঙ্করজীকে জানো।

(চন্দ্রা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না)

আমার আর দেরী করবার সময় নেই চন্দ্রা ! যাও ! সামনের জঙ্গল পার হ'য়ে যেও না, মরা-খালের ধার দিয়ে চ'লে যাও—গঙ্গার ধারে গিয়ে প'ড়বে। নৌকা আছে, চন্দ্রনাথও থাকবে। যেখানে ইচ্ছা চলে যেও—!

(প্রণাম করিয়া চন্দ্রার প্রস্থান। শঙ্করজী বসিয়া চিঠি লিখিতে লাগিলেন। শব্দ হ'ল, যেন কোনও ভাঙ্গা দরজা পড়িয়া গেল। শঙ্করজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া।

বাহিরে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। Police whistleএর আওয়াজ হইল। ফিরিয়া আসিয়া শঙ্করজী চিঠি লিখিতে লাগিলেন পুনঃ দূরে Plice whistleএর আওয়াজ হইল। শঙ্করজী পুনরায় মুখ তুলিয়া দেখিলেন, পুনরায় লিখিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর ধীরে ধীরে রিভল্‌ভার হস্তে অতি সন্তর্পনে পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। শঙ্করজী নির্লিপ্তের মত বসিয়া লিখিতে লাগিলেন)

রায়। Hands up।

শঙ্করজী। (হাসিয়া) আসুন, আপনারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

(চিঠি মুড়িয়া ফেলিলেন)

রায়। বটে! আরতি কোথায়?

শঙ্করজী। সে আছে, এখানেই আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন।

রায়। আর অন্য সব কোথায়?

শঙ্করজী। আর তো কেউ নেই কেবল আমি আছি। অন্য সকলে অনেকক্ষণ এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে। কেবল আমি রয়েছি আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

রায়। তুমি কেন গেলে না?

শঙ্করজী। আপনি এত তৈরী হয়ে আস্‌ছেন, আমাকে ধরবার জন্য, তাই ভাব্‌লাম, এযাত্রা যদি আপনাকে ব্যর্থ হ'তে হয় তা'হলে বড় আঘাত পাবেন। সেইজন্য আমি ধরা দিলাম।

রায়। ধরা দিলে!

(শঙ্করজী একটী রিভল্‌ভার ও একটী চাবি রাখিলেন। রায় বাহাদুর রিভল্‌ভাব উঠাইয়া পকেটে রাখিলেন)

মানে, তুমি ইচ্ছে ক'রে আমার হাতে বন্দী হ'লে?

(চাবি লইয়া বলিলেন) এ চাবি কিসের?

শঙ্করজী। যে ঘরে আরতি আছে সেই ঘরের চাবি।

(রায় বাহাদুর চাবি লইয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন)

রায়। হ্যাঁ—যারা ছিল, তারা কতক্ষণ চ'লে গিয়েছে ?

শঙ্করজী। এই দশ মিনিট হবে—

(রায় বাহাদুর দ্রুত বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিলেন)

শঙ্করজী। চেষ্টা ক'রবেন না রায় বাহাদুর তারা বিভিন্ন পথে অনেক দূর চ'লে গিয়েছে, তাদের ধরতে পারবেন না !

রায়। তারা কোথায় গিয়ে meet করবে ?

শঙ্করজী। আশা করবেন না যে আমি তা' ব'লবো।

রায়। হুঁ ! দেখ, আমি তোমাকে arrest ক'রবো কিনা তা' নির্ভর ক'রছে একটা প্রশ্নের উপর, আশা করি তার যথাযথ উত্তর দেবে ?

শঙ্করজী। জিজ্ঞাসা করুন ! সাধ্যমত উত্তর দেব।

রায়। হুঁ ! আচ্ছা, তোমাদের পরিকল্পনা কি ? মানে scheme ও programme কি ?

শঙ্করজী। সে কথা তো ব'লতে পারব না।

রায়। কেন ?

শঙ্করজী। জিজ্ঞাসা নিস্প্রয়োজন।

রায়। যদি বলি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদি তুমি আমার এই প্রশ্নটির শুধু উত্তর দাও ! তা'হলে ?

শঙ্করজী। আমায় আর লজ্জা দেবেন না রায় বাহাদুর !

রায়। হুঁ ! তাহলে তোমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন কথাই আমায় ব'লবে না ?

শঙ্করজী। না।

রায়। কিছুর বিনিময়েও না ?

শঙ্করজী। না।

রায়। প্রাণের বিনিময়েও না ?

শঙ্করজী। প্রাণ ! আপনি কি মনে করেন, যে প্রাণের ভয়ে আপনার কাছে ধরা দিয়েছি ?

রায়। তবে ?

শঙ্করজী। আপনি কি মনে করেন, আমি চেষ্টা করলে আজও আপনার ঐ পঞ্চাশজন Armed guardকে বিধ্বস্ত ক'রে আজও আপনাকে মুঠোর মধ্যে ধরতে পারতাম না ?

রায়। পারতে ?—অদ্ভুত! তবে ধরা দিলে কেন ?

শঙ্করজী। এই চিঠিতেই লেখা আছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।

(রায় বাহাদুরেকে একখানি পত্র দিলেন। রায় বাহাদুর চিঠি পড়িয়া কহিলেন)

রায়। তুমি লিখেছ······প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ধরা দিচ্ছ।······ কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?

শঙ্করজী। আশা করি এর পরও আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না—।

রায়। কিন্তু, Strange—তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রছ! কেন ? এতো খুব বিস্ময়কর ব্যাপার ! আমার এই দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে এমন হেঁয়ালীর মধ্যে তো পড়িনি—?

শঙ্করজী। রায় বাহাদুর কি তবে পরাজয় স্বীকার ক'রছেন ?

রায়। হ্যাঁ, তা স্বীকার করতে হবে বৈ কি !—আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

শঙ্করজী। বুঝতে পারবেনও না।

রায়। (স্বগত) না, না, না, আমার যে ধারণা সব উল্টে গেল! আমি মানুষ চিনি বলে যে আমার একটা ক্ষমতা ছিল! সে কি সব ভুল! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি যদি অনুরোধ করি? তবু কি তুমি বল্‌বে না?

শঙ্করজী। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া) বলবো—।

রায়। বল—।

শঙ্করজী। আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি—আমাদের এই সমিতির প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি তাই—।

রায়। My God! তুমি—তুমি বিশ্বাসঘাতক—?

শঙ্করজী। হ্যাঁ—যেদিন আপনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেইদিন আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছি। সেই সুযোগে আপনি আমাদের কর্ম্মপরিকল্পনার ম্যাপ চুরি করেছেন, তাতে আমাদের ভবিষ্যত কার্য্যপদ্ধতি বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে, আমার হাজার হাজার সহকর্ম্মীর জীবন বিপন্ন হ'য়েছে, আমি তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হ'য়েছি—।

রায়। Oh! I See!

শঙ্করজী। আমার দলের অপর কেউ এ কাজ করলে আমি তাকে নিজের হাতে গুলি ক'রে মার্ত্তাম, কিন্তু আমি নিজের হাতে নিজের সে শাস্তি দিতে চাই না, তাই আপনার কাছে ধরা দিলাম।

রায়। আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

শঙ্করজী। তা জানবার আপনার প্রয়োজন নেই—।

রায়। যুবক— !

শঙ্করজী। ব্যস্ ! আর আমাকে বিরক্ত করবেন না—যা বল্‌বার আপনাকে বলেছি—!

রায়। তুমি স্থির সংকল্প ? যে তুমি আর কিছু ব'লবে না ?

শঙ্করজী। হ্যাঁ—।

রায়। বেশ—আমি তোমাকে arrest কর্‌লাম !

(রায় বাহাদুর বাঁশী বাজাতেই মিঃ ঘোষ ও পুলিশদ্বয়ের প্রবেশ)

arrest him !

(পুলিশদ্বয় শঙ্করজীকে হাতকড়া পরাইতে লাগিল। রায় বাহাদুর পার্শ্বের দরজা দিয়া প্রস্থান করিলেন আরতিকে আনবার জন্য। পুলিশদ্বয় শঙ্করজীর পোষাক পরিচ্ছদ বিস্তৃত ভাবে Search করিলেন শঙ্করজী নির্ব্বাক ও স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন)

মিঃ ঘোষ। চশমা উতার লো—আঁখে ফোর ডালনে শোক্‌তা !

(পুলিশদ্বয় শঙ্করজীর কালো চশমা ও মাথার পাগড়ী খুলিয়া লইল)

লে চলো !

(পুলিশদ্বয় শঙ্করজীকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত রায় বাহাদুরের আরতিকে লইয়া সম্মুখ দরজা দিয়া প্রবেশ। আরতি হঠাৎ শঙ্করজীর চোখের দিকে চাহিয়া)

আরতি। **শঙ্করজী**— !

রায়। দাঁড়াও ! দাঁড়াও !

(সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শঙ্করজীর দিকে চাহিয়া পুলিশ অফিসারকে বলিলেন)

তোমরা সকলে বাইরে যাও ! অপেক্ষা কর ! ও এখানে থাক !

(পুলিশ অফিসার ও পুলিশদ্বয় Salute করিয়া প্রস্থান করিল। আরতি স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর শঙ্করজীর দিকে একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন)

রায়। তুমি—তুমি কে ?

(শঙ্করজী অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন, রায় বাহাদুর একদৃষ্টে ধীরে ধীরে শঙ্করজীর দিকে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ শঙ্করজীর মুখ ধরিয়া বলিলেন)

দেখ্ দেখ্ আরতি তোর মা রেবার মত চোখ না ?

(গভীর সন্দেহে রায় বাহাদুর হঠাৎ শঙ্করজীর জামাটা টানিয়া পিঠের দিকে খানিকটা ছিড়িয়া ফেলিতেই পিঠে গভীর কালো ক্ষতের দাগ বাহির হইয়া পড়িল)

এ্যাঁ, You ?

(শঙ্করজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, শঙ্করজী মাথা নত করিলেন)

আরতি। (চীৎকার করিয়া) কে, কে দাদু ?

রায়। চুপ, (ইঙ্গিত করিলেন) দেখ্, দেখ্, চিন্‌তে পারিস্ কি ?

(শঙ্করজীর কাধের ক্ষত দেখাইলেন, শঙ্করজীকে জড়াইয়া ধরিয়া)

রায়। সেই দাগ ! আমার দুষ্টু অজয় ! রিভল্‌ভারের গুলিতে—

আরতি। (চীৎকার করিয়া) মামা !

রায়। অজয় ! আমার অজয় ! ওঃ আরতি আমার মাথা ঘুরছে।

(আরতি রায় বাহাদুরকে ধরিয়া বসাইয়া দিল, বসিয়া)

রায়। অজয় ! আমি নিষ্ঠুর।—কিন্তু তুমি ? তোমার তুলনা হয় না। তুমি গেলে, তোমার জন্য তোমার মা'ও গেলেন—রইল শুধু রেবা—সেও একদিন ফুলের মত এই ছোট্ট মেয়েকে (আরতির প্রতি) আমার কোলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। বাজ পড়া শুকনো গাছ, এই ১২টা বছর আমার

বুকে আগ্‌লে নিয়ে আছি। আজ এই ১২টা বছর আমি সংসারের কেউ নই, কিছু নই, তারপর তুমি আবার এলে শুধু শেষ আঘাত দিয়ে এই পোড়া কাঠখানাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে।

শঙ্করজী। বাবা! (মুখ তুলিল)

রায়। চুপ! চুপ!! নিষ্ঠুর (বুক চাপড়াইয়া) কোন সাড়াই আর এখান থেকে আসবে না সব খালি ক'রে দিয়েগেছ। আরতি একটু জল—

আরতি। আন্‌ছি দাদু! (আরতির প্রস্থান)

রায়। অজয়! আর একবার! আর একবার তোমায় আমি ভাল করে দেখি! (একটু চুপ করিয়া শঙ্করের বদ্ধ হস্তের উপর মাথা রাখিয়া) অজয়। তোমায় দুবার পেলাম, দুবারই হারালাম প্রকৃতির প্রতিশোধ, অজয় আমার দুষ্টু অজয়। (আলিঙ্গন করিলেন)

শঙ্করজী। (নতজানু হইয়া) আমায় আশীর্ব্বাদ করুন বাবা।

রায়। আশীর্ব্বাদ! হ্যাঁ আশীর্ব্বাদই আমার করা উচিৎ কিন্তু আমি তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না লক্ষ্য-ভ্রষ্ট-উল্কা।

শঙ্করজী। না বাবা, আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট নই। আমার লক্ষ্যই ঠিক।

রায়। পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত এ দ্বন্দ্বই চ'লবে। মানুষের কল্যাণের জন্যই যদি বিপ্লব হয় তবে তা অকল্যাণ দিয়ে হবে না, হিংসায় নয় অহিংসায় (শরঙ্করজী হাসিলেন) হাসছ? বিশ্বাস ক'রছ না? না এ'কথাটা আমি Police officer হিসেবে বল্‌ছি না হিংসা দমন করতে আমি হিংসাই করেছি। কিন্তু আজ পিতা পুত্রকে ব'ল্‌ছে, এর চেয়ে বড় সত্য কথা

আর নেই, আমাদের দেশেরই শ্রেষ্ঠ মনীষী হিংসার বেদীতলে আত্মবলি দিয়ে তা' প্রমাণ করে গিয়েছেন।

(আরতির জল লইয়া প্রবেশ)

আরতি। এই নাও দাদু জল।

রায়। দরকার নেই। চল দিদি, আমরা যাই!

আরতি। কিন্তু শঙ্করজী! তাঁকে কি ক'রে ফেলে যাবে? তাঁকে বাঁচাও?

রায়। কি ক'রে আরতি! ও যে আমার নাগালের বাইরে।

আরতি। (শঙ্করজীর কাছে আসিয়া কাতর কণ্ঠে) কি হবে? আপনি ক্ষমা চান বাঁচুন —চেষ্টা করুন—মামা আপমি বাঁচুন?

শঙ্করজী। আমার ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে বো'ল না মা আমি মরতেই চাই।

রায়। Come, come! ওরে ও আমার ছেলে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ-ভিক্ষা নেবে না (আরতিকে টানিয়া, লইয়া পরে ফিরিয়া) অজয়! এখন আমি আশীর্ব্বাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছি! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো! যুগে যুগে জন্মে জন্মে তুমি আবার এসো আর, আর এই রকম অবিচলিত নিষ্ঠায় নিজের কর্ত্তব্য করে যেও। ন্যায় হোক অন্যায় হোক এইটিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি করেছি আমার কর্ত্তব্য, তুমি আমার ছেলে তুমিও করেছ তোমার কর্ত্তব্য। আজ ন্যায় ও অন্যায়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে Father & Son let us meet to part again.

(গম্ভীরভাবে শঙ্করজীকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এবং ছাড়িয়া দিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে)

Good Bye অজয় Good Bye !

(টলিতে টলিতে আরতির হাত ধরিয়া প্রস্থান। শঙ্করজী করুণভাবে একদৃষ্টে রায় বাহাদুরের গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং পরে কহিলেন হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়)

শঙ্করজী। বিপ্লবী-শঙ্কর আর মানুষ-শঙ্কর কত তফাৎ (হস্তদ্বয় উপরে উঠাইয়া) তবু বিপ্লব তোমার জয় হোক—বিপ্লবী তুমি অমর হও---।

যবনিকা

মুদ্রাকর :—
শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
নিউ ভারতী প্রেস
২০৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।